এই স্বাধীনতা

রঙ্‌মহল থিয়েটারে অভিনীত

শচীন সেনগুপ্ত

১৩৫৩ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

বিশ বছর কাল আমি বাংলা নাট্যশালার জন্য নাটক লিখছি এবং দর্শকদের প্রীতি ও সহানুভূতি পেয়ে ধন্য হয়েছি। "এই স্বাধীনতা" নাটকখানি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর আমার প্রথম নাট্য-রচনা। ঠিক এর আগেই "কালো টাকা" লিখেছিলাম। এই দুইখানি নাটকই আমার 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার' প্রভৃতির চেয়ে পৃথক ধরণে লেখা। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর আমার ধারণায় আসে যে, সমাজের বর্ত্তমান প্রয়োজন বিবেচনায় এখন নাটকের রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

নাটকখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল 'পনেরই আগষ্ট'—স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দিবস। কিন্তু আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারত ইউনিয়ান রিপাবলিকে পরিণত হবে বলে পনেরোই আগষ্ট তারিখটি আর কারু স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকবেনা; স্বাধীনতা চিরদিনই ভাস্বর থাকবে। তাই নামটি পরিবর্ত্তন করিচি।

এখন, আমাদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠেচে, যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েচি, তা আদৌ স্বাধীনতা কিনা? যদি তা সত্যই হয়, তাহলে এখনো আমাদের এত দুঃখ-দৈন্য অনটন কেন? এই স্বাধীনতা নিশ্চিতই মিথ্যা নয়। কিন্তু যে রূপ ধরে এই স্বাধীনতা ফুটে উঠ্‌বে বলে আমরা আশা করেছিলাম, সেই রূপ ধরে এই স্বাধীনতা ফুটে উঠতে পারেনি। কেন পারেনি? আমি বাঙালী বলেই বাঙলার দিক থেকে তা বিচার করিচি। বিভক্ত বাংলা, বিশীর্ণ বাংলা, লোকভারাক্রান্ত বাংলা, চোরাকারবারীদের দ্বারা উপদ্রুত বাংলা, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েচে। অথচ একথা মিথ্যে নয় যে, সমগ্র বাঙালীজাতি যদি স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে জাতি হিসাবে বাঙালী বড় হবার প্রেরণা পাবে না, বাংলা-রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা পাবে না।

স্বাধীনতার স্বাদ বাঙালীর কাছে তিক্ত মনে হচ্ছে পূব-বাংলার বাস্তু-ত্যাগীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্যও যেমন, তেমন পশ্চিম বাংলার সর্ব্ব-সাধারণের নানা প্রকার অভাবেরও জন্য। দেশ-নায়করা নিরুপায় হয়ে দেশ-বিভাগে রাজী হয়েছিলেন; ইংরেজও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা অপরিহার্য্য বুঝতে পেরে ভারত ত্যাগ করেছিল। দেশ-বিভাগের দ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শেষ করতে যদি নায়করা রাজী না হতেন, তাহলে আজ দেশের অবস্থা আরো ভয়াবহ হোত; দুর্ভিক্ষ, হানা-হানি, মারা-মারি লোক-ক্ষয়ের ও অশান্তির কারণ হয়ে থাকত।

আজ যাঁরা পূব-বাংলা ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েচেন, তাঁরা দৈন্য নিয়ে, রিক্ততা নিয়ে, পশ্চিম বাংলাকে ভারাক্রান্ত করতে আসেননি। তাঁরা যে শক্তি ও মানসিক সম্পদ নিয়ে এসেচেন, তা কাজে লাগাতে পারলে এই রাষ্ট্রকে সত্যি সত্যিই শক্তিশালী করে তোলা যায়। কিন্তু যে ভাবে তাঁদেরকে কাজে নিয়োগ করা উচিত ছিল, রাষ্ট্র তা করে উঠ্‌তে পারচে না বলে আগন্তুকরা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমি নিজে পূব-বাংলার লোক। আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি ভিটে ছাড়া হবার ফলে, আমাদের সমাজ ভেঙে যাবার ফলে, আমাদের আর্থিক ক্ষতি যা হয়েচে, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক ক্ষতিও তার চেয়ে কম হয়নি। যদি আরো দীর্ঘকাল আমাদেরকে এই রকম না-ঘাটের, না-ঘরের হয়ে থাকতে হয়, তাহলে আমাদের চরম অধঃপতন অনিবার্য্য। বিশীর্ণ পশ্চিম বাংলাও যে এই গুরুভার সহজে বহন করতে সক্ষম নয়, তা নিশ্চিতই সত্য। সুতরাং এখনকার পশ্চিম বাংলার প্রসার প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র-পরিচালকরা সে প্রয়োজন অনুভব করলেও কার্য্যকর করতে পারচেন না; বহু মানুষের গভীর দুঃখকে তাঁরা প্রথম বিবেচনার বিষয় করে তোলেননি।

মানুষ যদি অভাবগ্রস্ত থাকে, অধঃপতিত হয়, তাহলে স্বাধীনতা কোন ক্রমেই সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাই স্বাধীনতার চেয়েও স্বাধীন জাতির মানুষের কথাই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সকল মানুষেরই বড় কথা। এই সব কথাই আমি এই নাটকের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলে ফলিয়ে ধরতে চেয়েছি।

সমস্যার সমাধান নাটককারের কাজ নয়। তা হচ্ছে প্রবন্ধকারের কাজ, রাষ্ট্র-পরিচালকদের কাজ। নাটককারের কাজ হচ্ছে সমস্যার সজীব-প্রায়-রূপ দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করে তাঁদের মনে প্রশ্ন তুলে দেওয়া, যাতে করে নিজেদের বিচার-বিবেচনা দ্বারা তাঁরাই রাষ্ট্রের মারফত রাষ্ট্র-সমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারেন। সমস্যার সমাধান নাটকে নেই, কেবল ইঙ্গিতটুকুই আছে। নাটকে বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি রূপকের আকারে আমি সমস্যাটি উপস্থিত করেছি। নাটকের 'মহিম' এককালে স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেছিল। তাই স্বাধীনতা পেয়ে সে উৎসবেই মত্ত রইল। 'সাধনা' জাতির প্রগতির সাধনা। জাতির সাধনায় পড়ে আঘাত,—প্রেমের আদর্শে আঘাত, বঞ্চিতের ক্ষোভ থেকে আঘাত, মুসলমানের দাবী থেকে আঘাত, মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিধ অবমাননা থেকে আঘাত। সে প্রদীপ্ত-দীপকের সাহায্য চায়। সে জাহাঙ্গীরের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করতে চায়। চায় জাতির প্রগতির অভিযান। "দীপক" জ্বলে, কিন্তু নিজের জ্বালায় জ্বলে বলে চোখে পথ দেখতে পায় না। "দয়াল" দরদ দিয়ে সব দেখে কিন্তু ভুখের আগুন বুকে পুরে রাখে বলে পথে পা বাড়াতে পারে না। জাতির "সাধনা" অবিরাম শোনায় স্বাধীনতা সত্য, স্বরাষ্ট্র মিথ্যা নয়, অভাব মানব-অভ্যুদয়। সে আঘাত পায়, আহত হয়, কিন্তু হত হয় না। জাতির সাধনার শেষ নাই, কখনো তা শেষ হয় না, মানব অভ্যুদয়ই থাকে চরম লক্ষ্য। নাটকে আমি এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েচি। সুধী-দর্শকরা এই দিক দিয়ে নাটকখানি দেখলেই আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি—

বিনীত

শচীন সেন গুপ্ত

পরিচালনা ... সতু সেন

সঙ্গীত রচনা } ... শিবদাস চক্রবর্ত্তী
বিমল ঘোষ, ভক্তিবিনোদ

সুর ... ... রঞ্জিত রায়

দীপক (পূর্ব্ববাংলার নির্য্যাতীত দেশসেবক, বাস্তুত্যাগী) জহর গাঙ্গুলী

প্রমথ (উকীল, বাস্তুত্যাগী) দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ত্তিক (চাষী, বাস্তুত্যাগী) রবিন বোস

দয়াল (অধ্যাপক, বাস্তুত্যাগী) নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

প্রভাবতী (অবনীর স্ত্রী, বাস্তুত্যাগী) রেখা চট্টোপাধ্যায়

অবনী (সম্পন্ন গৃহস্থ, বাস্তুত্যাগী) রঞ্জিৎ রায়

কেতকী (দীপকের ভগ্নী, কুমারী) লীলাবতী

সাধনা (মহিমের একমাত্র কন্যা, দেশসেবিকা, কুমারী) সরযূবালা

মহিম (গৃহস্বামী, প্রবীণ দেশকর্ম্মী, অন্ধ) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

রাইমণি (কার্ত্তিকের স্ত্রী, বাস্তুত্যাগী, রুগ্না) অপর্ণা দেবী

জাহাঙ্গীর (পাকিস্থানের শিক্ষিত মুসলমান যুবক অমূল্য বোস

পুলিস ইনস্পেক্টর—ভানু চট্টোপাধ্যায

অনিমেষ (আদর্শচ্যুত কংগ্রেসকর্ম্মী) শরৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতফেরীর দল,—শিবানী, পদ্মা, সুমিত্রা, গীতা, পূর্ণেন্দু)

এই স্বাধীনতা

বালীগঞ্জের একটি আধুনিক ধরণে গঠিত দোতলা বাড়ীর সম্মুখের বাগান। বাড়ী ও বাগানের মাঝ দিয়া দুইদিকে দুইটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে পিছন দিকে। পিছন দিকে কয়েকটি রাণীগঞ্জ টালির চালাযুক্ত শেডের আভাস পাওয়া যাইতেছে। বাগানে একটা প্লাটফর্ম্ম করা হইয়াছে। প্লাটফর্ম্ম ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ফ্লাগ-ষ্টাফ্—প্লাটফর্ম্মের তিনদিকে কয়েকখানি চেয়ার বেঞ্চি। বাগানে, পাশেই, মঞ্চের সম্মুখ দিকে পাম ও ঝাউ জাতীয় গাছের দুইটি ঝোপ। প্রত্যেকে ঝোপের মাঝে একখানি করিয়া বেঞ্চি। বাঁদিকের বেঞ্চিতে তিনটি নারী বসিয়া আছে—রাইমণি, কেতকী আর প্রভাবতী। রাইমণির বয়েস তেইশ, রোগা, ময়লা ; কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে শাঁখা, কাচের চুড়ি। লাল-পেড়ে ময়লা শাড়ীর আঁচলে মুখ চাপা দিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতেছে। কেতকী বয়েস পনেরো-ষোলো। সে কুমারী। কানে দুল, গলায় সরু হার, হাতে দুগাছা করিয়া সোনার চুড়ি। নীলাম্বরী ডুরে শাড়ীতে তাহার তনুদেহ আবৃত। দর্শকদের দিকে পিছন রাখিয়া সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানি বই পড়িতেছে। প্রভাবতী স্থূলাঙ্গিনী। তাহার গলায় হাতে নানা রকমের অলঙ্কার, কিন্তু শাড়ী ময়লা। দর্শকদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সে আস্তপানে চূণ মাখাইতেছে। মঞ্চের ডানদিকের ঝোপের কাছে দাঁড়াইয়া তিনটি লোক নিজেদের মাঝে কথা-বার্ত্তা কহিতেছে, প্রমথ, অবনী, কার্ত্তিক। প্রমথ (৪০) রোগা, লম্বা, বাটার ফ্লাই গোঁফ। তাহার চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা, গায়ে টুইলের সার্ট, পায়ে য়্যালবার্ট স্লিপার, হাতে লাঠি। অবনী (৪৫) বেঁটে, টেকো

মাথা, ঝোলা গোঁফ, হাফ সার্ট গায়ে। কার্ত্তিক (৩২) খেলোয়াড়ের মতো দেহ, তিন-চারদিন আগেকার কামানো দাড়ী গোঁফ, গলায় মালা, ফতুয়া গায়ে, গামছা কাঁধে। অপর দিকের বেঞ্চিতে বসিয়া আছে দয়াল.(৫০) আত্ম-ভোলা রূপ। একটি তরুণ অস্থিরভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো পায়চারী করিতেছে। খদ্দরের কাপড়, খদ্দরের পাঞ্জাবী। তাহার নাম দীপক। হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল।

দীপক। দেখচেন, আমি যা বলেছিলাম তাই ঠিক কিনা!

পুরুষরা তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল

বিবি এখনো দেখা দিলেন না!

প্রমথ। কালকার স্বাধীনতা দিনের উৎসব নিয়ে খুবই হয়ত ব্যস্ত আছেন।

দীপক। স্বাধীনতা!

কার্ত্তিক। সত্য ভাই দীপু। ত্যাখতে আছ না ঝাণ্ডা। তিনরঙা ঝাণ্ডা।

দীপক। ও দেখতে ত আমরা এখানে আসিনি!

দয়াল। সর্ষেফুল দেখতে এসেচি, চোখে ভরে তাই দেখি!

প্রভাবতী। পাকিস্তানে এই তে-রঙা ঝাণ্ডার চলন নাই।

অবনী। পাকিস্তানের কথা এখানে বইস্যা কইওনা গিন্নী।

কেতকী। ক্যান্? কমু না ক্যান্?

প্রভাবতী। জিগা লো কেতী, তোর খুড়ারে তাই জিগা।

দয়াল। খুড়া তাতে বড় লজ্জা পাবেন।

দীপক। আমি শুনতে চাই ভিক্ষুকের মতো আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা?

কার্ত্তিক। রাগ কইর‍্যা যাইতে পারি দীপু ভাই। কিন্তু কোথায় যামু কওচেন ?

দয়াল। চুলোয়। চাল গেছে, কিন্তু চুলো ত জ্বলচে।

প্রমথ। ইংরেজের আমলে আমাদের শেখানো হোতো বেগার্স মাষ্ট নট বি চুজার্স। তারও আগে শোনা যেত, ভিক্ষার চালে কাঁড়া-আকাঁড়া বিচার চলে না। ভিক্ষায় এসেচি, কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে তা ভাবা আমাদের সাজে না!

দীপক। আপনি কি মনে করেন সত্যিই আপনারা ভিখিরী ?

দয়াল। দূর! তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দুবিঘার পরিবর্ত্তে, তবুও হবে ভিখিরি।

প্রমথ। (আমি ত তাই ভাবি। বাড়ী গেল, ঘর গেল, এতদিনকার ওকালতী পেশা গেল।)

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিল

কার্ত্তিক। (হ কত্তা। বাস্তু নাই, বিত্ত নাই, রেস্ত নাই। ভিখারী হইতে আর বাকি আছে কি।)

প্রমথর পায়ের কাছে বসিল

দীপক। কিন্তু কেন ? কেন আমাদের বাড়ী গেল, ঘর গেল, বিত্ত গেল, পশার গ্যাল ?

কার্ত্তিক। ভগারে জিগাও ভাই, ভগারে জিগাও।

দয়াল। না, না, সে বেচারাকে আবার কেন ? দেশ-বিভাগ তোমরা

করেচ, ভগবান করে নি। সে স্বর্গে বসে তোমাদের কাণ্ড দেখছিল, আর মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তাকে এতে টেনো না।

প্রভাবতী। ক্যান্‌রে দীপু? তোর বাপ নিষেধ করত স্বদেশী করতে। তুই তা কানে লইতিস্ না। অখন কি হইল? তোর স্বদেশীর লাইগ্যাইত আইজ সব্বস্ব গ্যাল!

দয়াল। ভুল দত্ত গিন্নী, ভুল বলচ তুমি। জাঁকিয়ে যারা স্বদেশী করেচে, তারাই আজ বাজী মাত করেচে। দীপুও হয় ত পারত, যদি না তার বাপ বাধা দিত।

অবনী! (দীপুর বাপের কথায় আর কাজ কি! সে ত মইর‍্যা বাঁচছে।)

দীপক। মানে?

অবনী। না মরলে এই বুইড়্যা বয়েসেও ভিক্ষার ভাণ্ড হাতে লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুইরা ব্যাড়াইতে হইত।

কেতকী। আমার বাবা আইত না ভিখ্ মাগ্‌তে।

অবনী। সাধ কইরা কি আইত না, তোর লাইগ্যাই আইতে হইত।

কেতকী। ক্যান্ কওচে শুনি? আমার লাইগ্যা আইতে হইত ক্যান্?

অবনী। মাইয়া সব ভুইলা গ্যাল! কমু নাকি রে কাত্তিক, কমু নাকি হাছেম আলির পোলাডার সেই পত্তরের কথা?

প্রভাবতী। তা কইবা না ক্যান্? মাইয়্যা লোকের মান রাখবার মুরোদ নাই, অপমানের কথা গলা বাড়াইয়া কইবাই ত! পুরুষ-মানুষ তুমি!

কাত্তিক। হঃ সাইজ্যা কত্তা, সেই কিন্নার কথা তুমি আর কইয়ো না।

অবনী। হাছেম আলির পোলাডার কীর্ত্তি ভোলন যায় না রে কার্ত্তিক, ভোলন যায় না।

প্রমথ। যে নোংরামো পেছনে ফেলে এসেচি, তা নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো, অবনী।

দীপক। (আসবার সময় ভেবেছিলাম সীমান্ত পেরুলেই পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাব, মানবতার পরশ পাব। কিন্তু এখানেও সেই নোংরামো, সেই অমানুষিক ব্যবহার। স্বাধীনতা! পনেরোই আগষ্ট! মিথ্যা! মিথ্যা! কিছুই সত্য হয়ে উঠ্‌ল না!)

দয়াল। মিথ্যের পেছনে যত মিথ্যে জুড়বে, মিথ্যেরই বহর বাড়বে।

কার্ত্তিক। চুপ দাও দয়াল-দা, চুপ দাও। ওই তিনি আইতাছেন।

দয়াল। বাঃ! বাঃ! বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোণার টোপর মাথায় দিয়ে।

(বাড়ীর দরজা খুলিয়া একটি তরুণীকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক ও দয়াল ওই কথা বলিয়াছিল। সকলে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণীটি আগাইয়া আসিল। তাহার নাম সাধনা। বয়েস আঠারো-উনিশ। হাতে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগ। খদ্দরের শাড়ী জামা আধুনিক ধরণে পরা। প্রমথ অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল :

প্রথম। আসুন সাধনা দেবী। আসুন।

প্রতি-নমস্কার করিয়া সাধনা কহিল :

সাধনা। আসতে আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে

দীপক। আমরা নিরাশ্রয়। আমাদের সময়ের মূল্য কি! এতক্ষণ এখানে ভিড় করে থাকাই আমাদের অপরাধ। ট্রেস্‌পাস।

সাধনা। আপনি খুব চটেছেন। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও রয়েচে। কিন্তু এসেই যখন ক্ষমা চেয়েছি, তখন……

দয়াল। তখন স্বীকার করতেই হবে শুধু সুন্দরীই ন'ন আপনি, সুচরিতা এবং সুবিনীতাও বটেন।

প্রমথ। ওদের কথা ধরবেন না। আমাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলেন, তাই বলুন।

সাধনা। দেখুন, পেছনের ওই শেড্‌গুলো বাবা করিয়েছিলেন একটা তাঁতশালা খোলবার জন্তে।

দীপক। তার আর দরকার হবে না।

বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া সাধনা কহিল :

সাধনা। দরকার হবে না?

দীপক। না।

সাধনা। কেন?

দীপক। (আপনাদের দেশ-শাসনের কর্ত্তারা যে ভাবে মিল-মালিকদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলেছেন, তাতে তাঁতশালার কোন দরকারই দেশে থাকবে না)

সাধনা একটু শক্ত হইয়া কহিল :

সাধনা। আমি শাসন-কর্ত্তাদের কথা বলচি না, বলচি আমার বাবার

সঙ্কল্পের কথা। বাবা চান আগামী কাল, পনেরোই আগষ্ট, তাঁর তাঁতশালার উদ্বোধন হয়।

দীপক। আপনার বাবাই কর্ত্তা। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যখন, তখন কালই তাঁতশালার উদ্বোধন হবে, আর আজ রাতেই আমাদের চলে যেতে হবে। এই ত ?

প্রভাবতী। যাইতে কইলেই হইল! আমরা যামুনা! ধম্মঘট করুম, অনশন ধম্মঘট !

অবনী। আহা-হা গিন্নী, চুপ দাও !

প্রভাবতী। ক্যান্ ? চুপ দিমু ক্যান্ ? পরাণডা পুইড়্যা যায় না ? দপ্ দপ্ কইর‍্যা পুইড়্যা যায় না ? ইন্দ্রপুরীর লাগান বাড়ী ছাইড়্যা চইলা আইলাম, পোলাপান গুলারে কুত্তার বাচ্চার লাগান বিলাইয়া দিয়া আইলাম ; আমার সাজানো বাগানের মাচায় মাচায় লাউ সিম হাসতে আছে, বাতাসে দোলতে আছে বড় বড় বাইগোন······

দয়াল। দত্তগিন্নী আজও কাঁদতে পারে, তাই আরো ব্যথা ওকে পেতে হবে। পাষাণী হ মা, পাষাণী হ। বাঁচতে চাস ত পাষাণী হ।

ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাধনা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিল :

সাধনা। আপনি কাঁদবেন না। আপনাদের আমি চলে যেতে বলিনি।

প্রভাবতী। কও নাই ত ?

সাধনা। না।

কার্ত্তিক। তুমি রাজরাণী হইবা মা, রাজরাণী হইবা।

অবনী। হাঙ্গামা-হুজ্জত আমরা করুম না।

প্রমথ। এই বাস্তুহারাদের যে উপকার আপনি করলেন, তা চিরদিন মনে থাকবে।

সাধনা দীপকের দিকে ঘুরিয়া কহিল

সাধনা। আপনি ত কিছু বল্লেন না। এখনো রেগে রইলেন?

দীপক। না। এই অপ্রত্যাশিত দয়া চিরদিন মনে রাখব।

দয়াল। আমিও কিছু বলি নি; আমার ওপরও একটু নেক-নজর রাখবেন।

মহিম বাড়ীর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল

মহিম। সাধনা!

সাধনা। দাঁড়াও বাবা, আমি তোমাকে নিয়ে আসচি।

সমবেত লোকদের কহিল

আমার বাবা। অন্ধ। দয়া করে আপনাদের দুর্দ্দশার কথা আজ ওঁকে কিছু বলবেন না।

সাধনা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

দয়াল। তবে কি কালাও নাকি! হায় রে! আবেদন-নিবেদন বিলকুল নিষ্ফল?

মহিম ততক্ষণ খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে। কাঁচা-পাকা চুল ঘাড় পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। দাড়ী গোঁফ কামানো। চোখে কালো চশমা। খদ্দরের ধুতি চাদর। সাধনা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সামের দিকে আগাইয়া আনিতেছে

কার্ত্তিক। দীপু ভাই, বুইড়্যা অন্ধরে কিছু কইওনা ভাই। দয়াল-দা তুমিও য়্যা কাইয়ো না।

দয়াল। ওরে মুখ্যু, ফ্রিডম অব স্পীচ হচ্ছে স্বাধীনতার সেরা কথা। তাতে ভয় পেলে স্বাধীনতা যে পানসে হয়ে যাবে রে!

অবনী। মাইয়া আশ্রয় দিছে, বুইড়্যা আর তাড়াইয়া দিব না।

মহিম। অনেকের গলা পাচ্ছিলাম। কালকার উৎসবের আয়োজন হচ্ছে বুঝি? প্রভাত ফেরী, সঙ্কল্প পাঠ, পতাকা উত্তোলন······

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, সবই হবে যেমন যেমন তুমি বলেছিলে।

মহিম। যে-সে উৎসব ত নয়, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উৎসব। জাতির পক্ষে কী যে শুভদিন, তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

প্রমথ। আপনি বসুন।

মহিম। আপনারা, মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছেন।

সাধনা। তুমি বোস বাবা।

একখানি চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া দিল

মহিম। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিল অন্তহীন অমানিশা, বিরামবিহীন দুর্য্যোগ। সেই অন্ধকার ভেদ করে যে

আলো ফুটে উঠেচে, আমি তা চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু তার উষ্ণ পরশ অনুভব করচি, কানেও যেন শুনচি :—

স্বরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।

(এই মহাজন্ম লাভ করলেই এতদিনকার সাধনা সার্থক হবে। তাই স্বাধীনতা পাবার মুহূর্ত্তটি জাতির পরম মুহূর্ত্ত।)

দীপক। আপনাদের সেই পরম মুহূর্ত্তের চরম পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েচি আমরা।

মহিম। তোমরা তরুণ, তোমরাইত হবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। আমাদের আয়োজন শেষ, এবারে তোমাদের শুরু।

দয়াল। (হ্যাঁ, এক চোপে আপনাদের কাজ শেষ করে বসেছেন, আর আমাদের সেই যে ছটফটানি শুরু হয়েচে, প্রাণহানি না হওয়া পর্য্যন্ত তার জ্বলুনি যাবে না।)

সাধনা। আপনাদের সঙ্গে যে-কথা ছিল, তা হয়ে গেছে। এখন সব ব্যবস্থা করে ফেলুন গে।

মহিম। তাঁতশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা?

সাধনা। না বাবা, তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা কাল হবে না।

মহিম। হবে না। কেন?

সাধনা। আকস্মিক একটা বিঘ্ন দেখা দিয়েচে।

মহিম। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে জাতি যেখানে পৌঁচেছে, সেখানে

সংগঠন আর উৎপাদনই হওয়া উচিত শ্রেষ্ঠতম কাজ। কাল তারই একটা কিছু শুরু হলে সত্যিকারের উৎসব হোতো। ওটা বাদ দিলে থাকবে শুধু উচ্ছ্বাস আর আড়ম্বর।

দয়াল। আ-হা-হা। এত দিনের মন্থনে ওই অমৃতটুকুই ত উঠেচে!

সাধনা। আপনারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন। এখন গিয়ে……

মহিম। বসুন না ওঁরা একটু। একবছর পরে সেই শুভদিনটি কাল আবার ঘুরে আসচে। কতটা পেলাম, কতটুকু কি করলাম, কতখানি অসমাপ্ত রইল, তার আলোচনা খানিকটা করা যাক্। ওঁদের জন্য চা আনতে বলে দাও সাধনা।

দীপক। চা আমরা খাই না।

মহিম। কেউ খান না?

দীপক। আগে অনেকেই খেতাম, এখন খাই না।

কার্ত্তিক। প্যাটে খাইতে পাই না কত্তা, চা দিয়া গলা ভিজাইয়া করুম কি!

মহিম। সাধনা, এঁরা কারা মা?

সাধনা। আমি চিনিনা, বাবা।

দীপক। (কাল আপনারা যে স্বাধীনতার উৎসব করচেন, সেই স্বাধীনতার বলি আমরা—পূব-বাঙ্গলার বাস্তুহারা কয়েকজন হিন্দু নর-নারী, আপনাদের রাজনীতিক ভাষায় যাদেরকে বলা হয় মেম্বার্স অব্ দি মাইনরিটি কম্যুনিটি।)

দয়াল। আবারো ভুল করলে দীপু। আমরা এখন আর কোন

কম্যুনিটিরই নই ; মানুষই নই, pariah dogs ! we are pariah dogs !

মহিম। ও। তা এখানে কি মনে করে আসা হয়েচে ?

দয়াল। আজ্ঞে ঘেউ-ঘেউ করে আপনাদের ঘুম নষ্ট করতে।

দীপক। আপনার বাড়ীর পেছনের শেড্‌গুলিতে আমরা আশ্রয় নিয়েচি।

মহিম। কে আশ্রয় দিলে ?

প্রমথ। আপনার মেয়ে।

কার্ত্তিক। মা আমার রাজরাণী হইব কত্তা।

মহিম। সাধনা !

সাধনা। বাবা ?

মহিম। তুমি এঁদের আশ্রয় দিয়েচ ?

সাধনা। ওঁরা কাউকে কিছু না বলে দখল করে নিয়েচেন।

মহিম। পুলিশে খবর দাওনি কেন ?

সাধনা। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে তা উচিত হবে না ভেবে।

মহিম। এ বিষয়ে আমার মত ত তুমি জান।

সাধনা। কাল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উৎসব, আজ একটা অপ্রিয় কাজ করতে আমার বাধল।

দয়াল। আর আপনার বাবার স্বাধীনতা-উৎসবেও বাধা পড়ল।

মহিম। (আমি চাই না যে পূব-বাঙ্গলার হিন্দুরা তাদের রাষ্ট্র ছেড়ে চলে আসুক। আমাদের নায়করা, আমাদের শাসকরাও, তা চান না।)

দীপক। আপনারা না চাইলেই যে আমরা নিবৃত্ত থাকব, তা ভাবচেন কেন ?

মহিম। নিবৃত্ত রাখবার জন্তই ত পুলিশে খবর দেবার কথা বল্লাম।

প্রভাবতী। আরে বুইড়্যা, পুলিশ পুলিশ কইরা মরতে আছ কিসের লাইগ্যা, শুনি ? পুলিশ আমরা দেখি নাই ? সত্যাগ্রহ আমরা করি নাই ?

অবনী। আ-হঃ-হা গিন্নী, তুমি মাইয়া-ছ্যাইল্যা···

প্রভাবতী। তুমি রা কইরো না। মাইয়া-ছ্যাইল্যা আমিই ওই বুইড়্যারে জিগাইতে চাই—আমাগো পাকিস্তানে পইড়্যা থাকতে কয় ও কোন মুখে ? চক্ষের দৃষ্টি গেছে, মুখেও রা থাকবো না। কাণা আছ, বোবা হইবা।

সাধনা। আপনারা এখানে থেকে আমার বাবার অসম্মান করবেন না।

প্রভাবতী। তুমি মাইয়া, বাপের মান গ্যালে তোমার বুক পুইড়্যা যায়। আর আমি মা, আমার মাইয়ার মান বাঁচাইবার লাইগ্যা যদি পাগলের লাগান ছুইট্যা আহি, আমার হইব অন্যায় ?

সাধনা। আপনি কেন আশ্রয়ের জন্ত এসেচেন ? আপনার, সারা গায়ে গয়না ঝলমল করচে।

প্রভাবতী। (এই গয়নাই ছ্যাখলা, বুকের জ্বালা বোঝলা না ! নিবা এই গয়না ? গয়না নিয়া দিবা ফিরাইয়া আমার সেই বাড়ী ঘর সুখের সংসার ?

রয়াল। দিতে ওঁরা জানেন না, পারেন শুধু নিতে। বাড়ীঘর দিয়েচ, প্রাণও দিতে হবে।)

সাধনা। চল বাবা, আমরা ঘরে যাই।

মহিম। না মা, আমি ওঁদের কথা শুনব। পূব-বাঙ্গালার বহু লোকের সঙ্গে এককালে আমার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে, দানে ত্যাগে মহানুভবতায়, তারা সত্যিই ছিল অনুপম। আমরা যা জানি, তার চেয়েও গভীর কোন পীড়া না পেলে তাদের চরিত্রের মাধুর্য্য এমন তিক্ত হতে পারে না। ওঁদের সবার সব কথাই আমি শুনব। কজনা এসেচেন ?

দয়াল। জানোয়ার বনে গেল যারা, তাদের জন বলে গণা ভুল।

সাধনা। এখানে আছেন তিনটি স্ত্রীলোক, আর পাঁচটি পুরুষ। শেড্ দখল করে রয়েচেন আরো কয়েকজন।

প্রথম। সব সমেত আমরা কুড়িজন এখানে এসেচি।

মহিম। খোলসা করে বলুন ত কেন আপনারা এসেচেন।

দীপক। হাওয়া খেতে আসিনি, মশাই।

দয়াল। স্বাধীনতা কেমন দেঁতো হাসি ফোটায় তাই দেখতে এসেচি।

মহিম। দেখুন, আকস্মিক কোন দুরবস্থা মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে আমি জানি। কিন্তু উত্তেজনায় উন্মত্তের মতো আচরণ করলে লাভ কিছুই হয় না। আপনারা আমার বাড়ীতে এসেচেন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। কি দুঃসহ অবস্থায় পড়ে আপনারা এসেচেন, তা যদি জানতে চাই তা কি অন্যায় হবে ?

প্রথম। আজ্ঞে না। আপনাকে তা জানানোই হবে আমাদের কর্ত্তব্য। আগে আমার কথাই শুনুন। আমি জেলার সদর আদালতে ওকালতী করতাম। (ওকালতী করেই বাড়ীঘর করেছিলাম, জমি-

জমাও কিছু কিছু।...হঠাৎ একদিন হুকুম হোলো আমার বাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে।)

দয়াল। হতভাগা তখনো বোঝেনি, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

সাধনা। আপনি প্রতিবাদ করলেন না?

প্রথম। করলাম। রাষ্ট্রের প্রয়োজন, প্রতিবাদ টিকিল না। বাড়ী ছেড়ে দিতেই হোলো। (কিন্তু জিনিষ-পত্তর যখন নিয়ে আসবার আয়োজন করলাম তখন পড়ল বাধা।)

সাধনা। কে বাধা দিল?

প্রমথ। বাধা রাষ্ট্র দিল না, দিল একদল গুণ্ডা। টেনে-টুনে সবই তারা নিয়ে গেল।

মহিম। তার পর?

প্রমথ। থানায় গেলাম। থানা-অফিসার এজাহার নিলেন, সহানুভূতিও জানালেন, কিন্তু আসামীদের আর ধরা হোল না।

সাধনা। কেন?

প্রথম। কেন ধরা হোল না তা জান্তে চাইলাম, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলাম না।

মহিম। প্রটেকশন নেই বলেই চলে এলেন বুঝি?

প্রথম। আজ্ঞে না, তা বুঝেও সেইখানেই থাকবার ব্যবস্থা করলুম।... একটা বাসা ভাড়া নিলাম। শুরু হলো পত্রাঘাত।

মহিম। সে আবার কি!

প্রমথ। প্রত্যহই উড়ো-চিঠি দিয়ে শাসানো হতে লাগল—গুণ্ডাদের নাম পুলিশকে বলে দিয়ে আমি যে অপরাধ করিচি, তার শাস্তিস্বরূপ

গুণ্ডারা অনতিবিলম্বে আমার মেয়েকে, আর মেয়ের মাকেও, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আমার মেয়েকে তারা করবে বিয়ে, আর মেয়ের মাকে নিকে!

মহিম। বলেন কি!

দয়াল। বল্ল ঠিকই, কিন্তু শুনল যারা, তারা এক কানের শোনা কথা আর এক কান দিয়ে বার করে দিলে!

প্রমথ। (চিঠিতে যা তারা লিখেছিল, কাজে তা পরিণত করলে জিনিষ-পত্তরের মতো মেয়েকে আর তার মাকেও কোনকালেই ফিরে পাওয়া যাবে না বুঝেই এক বাদলা রাতে চোখের জল মুছতে মুছতে পালিয়ে এলাম)

মহিম। তাইত।

দয়াল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মুছে মুছে চোখের জল আর শেষ করা গেল না।

কার্ত্তিক। কর্ত্তা, সাধ কইর‍্যা আমরা কেউ আহি নাই কত্তা। অখন শোনেন আমার কথা। গায়ের মানুষ, গায়ে থাকি; তাঁতও চালাই, লাঙলও ঠেলি। হিন্দুস্থানও জানিনা, পাকিস্থানও বুঝিনা। এক রাইতে হইল ডাকাতি। ব্যাইছা ব্যাইছা হিন্দুর বাড়ীতেই ডাকাতি, মোছলমান পাড়ায় কিচ্ছু না। (দাউ দাউ কইর‍্যা হিন্দুর ঘর জ্বলে। পোলা কান্দে, মাইয়া কান্দে, কান্দে হিন্দুর বউ-ঝি। পাথর না মানুষ আমি?) একখানা রাম-দা লইয়া ছুইট্যা বাইর হইলাম। পড়ল পিঠে ডাকাইতগোর এক ডাণ্ডা। কাতরাইয়া উঠলাম শূয়ারডার লাগান। সেই কাতরাণি তলাইয়া, কত্তা, ভাইস্থা আইল

আমার ওই বউডার বুক-ফাটা কান্না। অসুরের লাগান তখন ছোটলাম কত্তা, বাড়ীর দিকে।

প্রভাবতী। বাড়ী তোর তখন দাউ-দাউ জ্বলতে আছে।

কার্ত্তিক। হাচা কইছ ঠান, বাড়ী তখন জ্বলতে আছে।

দয়াল। দেখেই ওর প্রাণ জল হয়ে গেল।

কার্ত্তিক। আগুনের আলোয় দেখলাম ডাকাইতরা বউডারে টাইন্যা লইয়া যাইতা আছে। জ্ঞান ত ছিল না কত্তা, কেমন কইর‍্যা বউডারে যে ছিনাইয়া আনলাম কইতে পারি না। টানাটানিতে বউডার বুকে লাগল দরদ, কাসতে লাগল, রক্তও বার হইল পোড়া দেড়পোয়া।

রাইমণি কাসিল

সেই কাসি অর আজও থামে নাই। ওই শোনেন কত্তা।

দয়াল। কান্না আর কাসি, অভাব আর টিউবারকুলেসিস্ পরবশতার দিনে ছিল প্রব্লেম, এখন ওসব চাপা দিয়ে অবিরাম বল সবে জয়হিন্দ্! জয় হিন্দ্!

কেতকীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে মোক্ষদা কহিল :

প্রভাবতী। মুখ বুইজ্যা সব কথাই ত শোনলা, অখন এই মাইয়্যাডার দিকে চাইয়া ছাখ। আ-আ আমার পোড়া কপাল! কী যে কই আমি! ভগবান যার চক্ষু খাইছেন, সে আবার ছাখবে কি দিয়া!

মহিম। এইবার তুমি ভুল করলে মা। চোখের দৃষ্টি ভগবান নেন নি।

প্রথম। শক্ত কোন অসুখ হয়েছিল বুঝি?

মহিম। হ্যাঁ, সময়টা অসুখেরই ছিল ; ইংরেজ আমল। পুলিশ হাজতে পুরে একবার বেদম প্রহার দেয়। ওই কার্ত্তিকের মতোই বলতে পারি—জ্ঞান ত ছিল না! জেল-হাসপাতাল থেকে বেরুলাম দৃষ্টিহীন হয়ে।

দয়াল। জেল থেকে অনেকেই দৃষ্টিহীন হয়ে ফিরেচেন—ওয়েভেল মাউণ্ট-ব্যাটেন তা জানেন।

প্রভাবতী। এই মাইয়্যাডার ইজ্জৎ রাখবার লাইগ্যা পাকিস্তান ছাইড়্যা চইলা আইলাম কৃষ্টনগর। বড় মাইয়্যাডারে লইয়া জামাই ওঠল গিয়া তার কুটুম-বাড়ী। জামাইয়ের কুটুম আমাগো ডাইক্যাও জিগায় না। দুইদিন কাটাইলাম ইষ্টিশানে। তারপর গেলাম নবদ্বীপ। ভাসুর আগে আইস্যা জমাইয়া লইছেন, কিন্তু ভাই আর ভাই-বউরে থাকতে দিতে চান্‌না।

অবনী। আহাহা! ঘরের কেচ্ছা কও কিসের লাইগ্যা।

প্রভাবতী। ক্যান্, তোমার ভালা-মানুষ ভাই! না? জানে আমার বাজা, পোলা-পান প্যাটে ধরে নাই। তার গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া রাজী করাইয়া আমার কোলের মাইয়্যাডারে তার কাছে রাইখ্যা চইল্যা আইলাম এই কইলকাত্তায়। কইলকাত্তার তোমরাও চাও তাড়াইয়া দিতে। যামু কোন চুলায়, কও? যমের বাড়ী যাইতে কও যামু, কিন্তু তোমাগোও রাইখ্যা যামু ন', লগে লগে টাইন্যা লইয়া যামু। হঃ?

অবনী। লাজ-সরমের মাথা কি একেবারে খাইলা তুমি?

প্রভাবতী। তুমি বিশ বছর আমারে লইয়া ঘর করতে আছ, তোমারেই

জিগাই, শ্বশুর-ভাশুরের মুখের দিকে চাইয়া কথনো কথা কইছি, না পর-পুরুষের সাম্নে ঘুমটা কথনো খুলছি? তোমার লগেও কথা কইতাম ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা, আড়ালে-আবডালে, ঘরের বাতী নিবাইয়া। (সেই আমি আজ পথে পথে ঘুইর‍্যা বেড়াই, শিয়াল-কুত্তার লাগান এই ভাগ্যবান গেরস্তগোর তাড়া খাই, বে-আবরু দশজনের চক্ষের পর তোমার পাশে শুইয়া রাত কাটাই।)

বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

মহিম। সাধনা ওঁকে শান্ত কর। দুঃখের এই বন্যায় ভেসে বেড়ানো সত্যই দুঃসহ।

দয়াল। মোটেই না, ভারি আরামদায়ক অবশ্য যদি ভাসতে বাধ্য হতে হয়।

সাধনা প্রভাতীর পিঠে হাত রাখিয়া কহিল

সাধনা। এমন করে কাঁদবেন না।

প্রভাবতী। কাঁদুম না ত করুম কি, কও? কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা তোমার ওই বুইড্যা বাপের লাগান অন্ধ হইয়া যামু। ওই মাইয়্যাডা, কেতকী, আয়না লো আমার কাছে।

কেতকী, তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল

এই কেতী, য়্যারে আমি প্যাটে ধরি নাই, পড়শীর মাইয়্যা। অর ভাই ওই দীপু পড়াশুনা ছাইড়্যা স্বদেশী কইর‍্যা বেড়াইত, জেলে-জেলেই দিন কাটাইত। বুইড়্যা বাপ মইর‍্যা হাড্ডি জুড়াইল। মাইয়াডা পড়ল আমার ঘাড়ে। না পারি নামাইতে, না পারি

তাড়াইতে। মানুষ করতে লাগলাম। ইস্কুলে পড়াই। মাইয়্যা আমার ম্যাট্রিক দিব। কিন্তু শত্তুর লাগল পিছে। পথ আগলাইয়া দাঁড়াইত, চোখ মারত, মস্করা করত। ক'না কেতী, ক'না তুই!

কেতকী। না, আমি কিছু কমুনা।

প্রভাবতী। কস্ না লো, কস্ না; কেউ য়া কাটস না! সকলে থাক্ মুখ বুইজ্যা, আর আমি মাগী মরি চিল্লাইয়া।

দীপক। তুমিও আর কিছু বলোনা, খুড়িমা। ব্যথার কথা, লজ্জার কথা, শুনিয়ে পাষাণের দয়া পেতে চাও তুমি!

দয়াল। পাষাণের দয়া চেয়োনা মা, পাষাণী হও, বাঁচতে চাও যদি পাষাণী হও!

দীপক। চল পুলিশ আসবার আগেই আমরা চলে যাই।

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার কয়েকটি
পাহারাওয়ালা লইয়া প্রবেশ করিল

প্রভাবতী। আসুক পুলিশ! আমরা যামু না!

ইন্‌স্‌পেক্টার। যাবেন না বলে জবরদস্তি করলে চলবে কেন? চলুন সবাই, চলুন!

দয়াল। আপত্তি করতে পারবেনা দীপক। পরবশতার দিনে বার বার কারাবরণ করে পুলিশকে তুমি ওবলাইজ করেচ। পরের পুলিশকে যে মান দিয়েচ, আপন-পুলিশকেও তাই দিতে তুমি বাধ্য।

দীপক। কোথায় যেতে বলচেন?

ইনস্‌পেক্টার। রেফিউজি ক্যাম্পে!

মহিম। আপনি কে কথা কইছেন?

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনাদেরই থানা-অফিসার আমি মহিমবাবু। আপনার বাড়ীতে সারাদিন এই হাঙ্গামা চলুচে, আর আগে একটা খবর পাঠিয়ে দেননি! কখন এসে জঞ্জাল সাফ করে দিতাম।

সাধনা। আপনাদের এ খবর কে দিলে?

ইন্‌স্‌পেক্টার। মিঃ লাহিড়ী।

মহিম। কে, অনিমেষ! সাধনা?

সাধনা। দুপুরে সে এসেছিল। কিন্তু আমি ত তাকে বলিনি থানায় খবর দিতে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। তিনি ঠিক কাজই করেছেন। দে ক্যারি ইন্‌ফেকশন্।

মহিম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেচেন—দে ক্যারি ইন্‌ফেকশন্, ঠিক! আমি তার প্রমাণ পেয়েচি।

ইন্‌স্‌পেক্টার। পেয়েচেন ত!

মহিম। হ্যাঁ। (মাথাটা নুয়ে পড়তে চাইছে। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার জন্যে লাফালাফি করচে। ইচ্ছে করচে ওদেরই মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠি।)

দয়াল। Dont, Please dont! আপনাদের নেতারা ক্রুদ্ধ হবেন।

সাধনা। বাবা!

মহিম। মানুষের ব্যথা এখনো মানুষকে সংক্রামিত করে। রাজনীতিক প্রয়োজন বোধ ত প্রিভেন্টিভের কাজ করে না, মা।

দয়াল। (না না রাজনীতিক প্রয়োজনই ত নতুন রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় কথা। মানুষ? মানুষ ত তুচ্ছ।)

ইন্‌স্‌পেক্টার। চলুন আমার সঙ্গে। চলুন সব।

দীপক। যদি না যাই?

ইন্‌স্‌পেক্টার। ওই সেপাইরা টেনে নিয়ে যাবে।

দীপক। তাই নিক। কেতকী এই দিকে আয়। আপনিও আসুন, খুড়িমা।

দয়াল। আমি কিন্তু পাখা-কাটা মৈনাকের মতো এই খানেই পড়ে রইলাম। যার গরজ, সে কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

কেতকী আর প্রভাবতী দীপকের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। কার্ত্তিক রাইমণির দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে কহিল

কার্ত্তিক। তুমিও উইঠ্যা আইস, গো! আইস, আমরাও গিয়া দাঁড়াই দীপু ভাইয়ের পাশে।

রাইমণিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কার্ত্তিকও দীপকের পাশে দাঁড়াইল

প্রমথ। অবনী, এস।

প্রমথ ও অবনীও তাহাদের পাশে স্থান লইল

দীপক। শুনুন, সকলের হয়ে আমি বলচি, আমরা যাব না। আপনার সেপাইদের বলুন আমাদের টেনে নিয়ে যেতে।

সকলেই স্তব্ধ রহিল। স্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন ইন্‌স্‌পেক্টার

ইন্‌স্‌পেক্টার। মনের এই জোর যদি পাকিস্তানে দেখাতেন, তাহলে ত সর্ব্বস্ব ফেলে চলে আসতে হোত না।

দীপক। ভাবলেন, খুবই রসিকতা করলেন! কিন্তু জানেন না যে, এই

মনের জোর একমাত্র ভারত ইউনিয়ানে সার্থক হবার অবসর পাবে জেনেই ভারত ইউনিয়ানের প্রতি আমাদের যেমন আকর্ষণ তেমন বিশ্বাস। পাকিস্তান এর মূল্য দিতে পারবে না বলেই ত আমরা তাকে স্বরাষ্ট্র বলে মেনে নিতে পারলাম না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। সে রাষ্ট্রকে স্বরাষ্ট্র বলে মানুন বা নাই মানুন, এ রাষ্ট্রের বিধানকে ত মেনে নিতেই হবে।

দীপক। আপনি আপনার কাজ করুন। আমি আবারো বলচি, এখান থেকে এক পা'ও নড়ব না আমরা।

ইন্‌স্‌পেক্টার। হোতো আগেকার দিন!

মহিম। আগেকার দিন হলে আপনারা কি করতেন, তা আমি বিলক্ষণ জানি ইন্‌স্‌পেক্টার। ছেলেটির কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওরও তা জানা আছে।

ইন্‌স্‌ক্টেপার। যাই বলুন মহিমবাবু, দেশের লোকের ইমোশান যদি য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে বিকল করে দেবার সুযোগ পায়, তাহলে রাষ্ট্রের বা দেশের লোকের কোন কল্যাণই হতে পারে না।

মহিম। কিন্তু এ কথাও মিথ্যে নয় যে, (রাষ্ট্র যখন মানুষের ইমোশানকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে চায়, মানুষের ইমোশান তখনই দুর্ব্বার শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রকে আঘাত করে। সকল রাষ্ট্রবিপ্লবের গোড়ার কথাই তাই।)

ইন্‌স্‌পেক্টার। তাই ত সকল রাষ্ট্রই বিপ্লবকে ব্যর্থ করবার জন্য য়্যাড-মিনিষ্ট্রেশনকে শক্ত করে তোলে।

সাধনা। তা তুলেও কোন য়্যাডমিনিষ্ট্রেটারই পারেনি স্থায়ী ভাবে মানুষের ইমোশানকে শাসন করতে।

দয়াল। তবুও শাসনে শাসকদের কোনদিনই অরুচি দেখা যায়নি।

মহিম। ইমোশানকে শাসন করা নয়, তাকে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্রের হিতে নিয়োগ করাই হচ্ছে রাষ্ট্রনায়কদের কাজ। ইংলণ্ড এই রূপান্তর সম্বন্ধে অবহিত। কিন্তু ইংলণ্ডের ফেলে-যাওয়া শাসন দণ্ড হাতে তুলে নিয়ে আমরা যদি পীড়নকেই য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনের প্রধান কাজ বলে ভুল করি, তাহলে যত দাপটেই না আজ শাসনদণ্ড পরিচালনা করি, আমাদের বজ্র আঁটুনি থেকে একদিন তা খসে পড়বেই পড়বে।

দয়াল। মিছে ভেবে মাথা খারাপ করবেন না মহিমবাবু, তখন তা তুলে নেবারও লোক জুটে যাবে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনাদের এসব কথা আমার, অর্থাৎ একজন পুলিশ অফিসারের ভাববার কথা নয়।

সাধনা। কিন্তু একজন য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটারের ভাববার কথা।

দীপক। আর আপনি আমাদের য়্যাডমিনিষ্ট্রেশন-ত-তত্ত্বই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। তাতে যদিওবা বিফল হয়ে থাকি, আপনাদের বেঁধে নিয়ে যাবার কাজে সফল নিশ্চিতই হব।

মহিম। শুনুন, ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বলুন।

মহিম। আপনি আপনার সেপাইদের নিয়ে থানায় ফিরে যান।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আর এই রেফিউজিরা?

মহিম। এঁরা এখন, হয়ত কিছুদিনের জন্মই, এইখানেই থাকবেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনি একজন কংগ্রেস-নায়ক হয়ে এই কথা বলছেন!

মহিম। হ্যাঁ, তাই বলচি।

ইন্‌স্‌পেক্টার। কিন্তু আমি যে ওপর থেকে অর্ডার পেয়ে এসেচি।

মহিম। কার অর্ডার?

ইন্‌স্‌পেক্টার। হোম ডিপার্টমেণ্টের।

মহিম। সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্ট আমার হোম-এফেয়ার্স সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নন বলেই ওই অর্ডার দিয়েছেন। আপনি রিপোর্ট করুন, আমার বাড়ীতে কোন রেফিউজী নেই।

ইন্‌স্‌পেক্টার। সেকি! এরা?

মহিম। অতিথি। আমার আত্মীয়!

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার আত্মীয়!

মহিম। পরম আত্মীয়। (এককালে এঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল বলে আমরা প্রবল আন্দোলন করেছিলাম। সেই আন্দোলন থেকেই শুরু হয় স্বাধীনতার সাধনা—যার সার্থক পরিণতি এই ভারত ইউনিয়ন।)

দয়াল। আর সেই পরিণতির পথের কাঁটা হয়ে উঠছি আমরা, অর্থাৎ, পূর্ব বাঙ্গলার মাত্র দেড় কোটী হিন্দু।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনি কিন্তু একটা ব্যাড একজামপল্ সেট করচেন।

মহিম। ইন্ দিজ ডেএজ অব কনফিউসান, ওয়ান ক্যান হার্ডলি সে হোয়াট ইজ গুড, য়্যাণ্ড হোয়াট ইজ নট। দিন কত এঁরা এখানেই থাকুন। তারপর হয়ত নিজেরাই একদিন ফিরে যেতে চাইবেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। এদের দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন?

মহিম। নিচ্ছি বৈকি! আমার বাড়ীতে থাকবেন, দায় দায়িত্ব আমার ছাড়া আর কার হবে?

ইন্‌স্‌পেক্টার। বেশ। আমার কোন দায়িত্বই আর রইল না। চল্লাম।

কিছুদুর গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কিন্তু স্যার, আগেকার দিন হলে—

মহিম হাসিতে হাসিতে কহিলেন

মহিম। (জানি ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু, আগেকার দিন হলে আমাকে শুদ্ধ আপনি বেঁধে নিয়ে যেতেন। কিন্তু একেবারে-হতাশ হবেন না। যদি কোনদিন দুর্দৈবক্রমে স্বাধীন ভারতের শাসকদের তেমন অধঃপতন হয়, তাহলে য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনের তাল-বেতাল হয়ে স্বৈরাচারের অবাধ সুযোগ আবার আপনারা পাবেন। ভয় কি!)

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার মুখে এরকম কথা শুনব, আশা করিনি।

মহিম। কথাটা ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। আপনি শুধু উপলক্ষ, লক্ষ্য নন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বেশ! যা দেখে শুনে গেলাম, তাই আমি রিপোর্ট করব।

দয়াল। এখানেও এবং দিল্লীতেও! ভালো করে জেনে যান, আমরা কিন্তু সব নট-নড়ন-নট-চড়ন; ভারত ইউনিয়ানের মাটি কামড়েই পড়ে রইলাম।

ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালাদিগকে অনুসরণ করিতে বলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার অগ্রসর হইল

মহিম। সাধনা!

সাধনা। আমি খুব খুসি হয়েচি, বাবা।

মহিম। তা'হলে খোস-মেজাজে ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

প্রমথ। (কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে ঠিক করতে পারচি না।)

দয়াল। সবার মতো আপনিও তাড়িয়ে দিতে পারতেন; দুর্ব্বল বলেই পারলেন না।

মহিম। আপনারা দিন কয়েক থাকলে আমাদের তেমন কোন অসুবিধে হবে বলে আমি মনে করি না। হবে, সাধনা?

সাধনা। না বাবা। শুধু তাঁতশালাটা—

মহিম। না-ই বা হোলো তাঁতশালা। মানুষের কথা তার পরবার কাপড়ের চেয়ে বড় কথা।

দীপক। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। দিন কয়েক জেল খেটে-ছিলাম। তারই অহেতুক অভিমান আমাকে মাঝে মাঝে উষ্ণ করে তোলে; অপ্রয়োজনে অকারণে অভদ্র ব্যবহারও করে ফেলি।

মহিম। বুঝেচ যখন, তখন আর ক্ষোভ কেন ভাই? এ অভিমানও যাবে, এ উষ্ণতাও আর থাকবে না। দিন কতক বাদে কে জেলে গিয়েছিল আর কে যায় নি, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইবে কোন বিশ্বসভায় কোন্ মুদালিয়ার কি কোন্ বাজপেয়ী অথবা কোন্ মেনন কি বলে আসর জমিয়েচেন।

দয়াল। এ কথা বলায় দুঃখ আছে, মহিম বাবু, সকলের কানে মিঠে লাগবেনা।

প্রভাবতী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া কহিল

প্রভাবতী। আমিও গলায় আঁচল জড়াইয়া আপনেরে পরনাম জানাই। জইল্যা-পুইড়্যা অকথা-কুকথা কত কই। যখন তা বুঝি, তখন মা কালীর লাগান লাজে নিজের দাঁত দিয়া নিজেরই জিভ কামড়াইয়া ধরি।

মহিম। লজ্জা তোমার পাবার কথা নয় মা, লজ্জা পাবার কথা আমাদেরই। এখন যাও মা, নিজের ভেবে, যা-হোক্ করে, ওই ঘর গুলোতেই দিন কয়েকের জন্যে সংসার গুছিয়ে নাও।

দয়াল। গুছিয়ে যারা নিতে জানে তারা গুছিয়েই নিয়েচে।

রাইমণি আবার খুক্ খুক্ কাসিতে লাগিল

আর তাবাই ভয় করচে আমরা বুঝি সব অগোছাল করেছি।

মহিম। সেই মেয়েটিই বুঝি কাদচে?

কার্ত্তিক। হ কত্তা, আমারই সেই বউডা—লোচ্চা-ডাকাইতের গরাস হইতে যারে ছিনাইয়া আনছি। অর কাসি আর যায় না!

মহিম। সাধনা, কাল ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠিয়ো। উকিলবাবু!

প্রমথ। বলুন।

মহিম। কাল একবার আসবেন। আপনাদের অবস্থাটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। তুমিও এসো ভাই, জেলাভিমানী!

কার্ত্তিক। আমরাও আমু কত্তা।

মহিম। হ্যাঁ, হাঁ, কাল ত সবাইকেই আসতে হবে, সূর্য্যোদয়ের আগে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে।

দয়াল। আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প, আর আমরা ফিরে যাবনা। বক

আর ঝক আমরা কানে দিয়েচি তূলো, মার আর ধর আমরা পিঠে বেঁধেচি কুলো।

প্রভাবতী। আয় লো কেতী, আয় লো রায়মণি!—নয়া সংসার সাজাইয়া লওয়া সহজ কর্ম্ম মনে করস না।

দয়াল ছাড়া সকলে চলিয়া গেল

মহিম। সাধনা!

সাধনা। বাবা।

মহিম। ওরা বাস্তহারা নয়, বাস্তত্যাগী। তাই বলে ওদের দুঃখ কিছু কম হবার কথা নয়। পূর্ব-বাঙ্গলার পল্লীগুলো আমার অজানা নয়। একদিন জীবনরসে তা পরিপূর্ণ ছিল, অথচ রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাও নয়। যে পল্লী-কেন্দ্রিক জাতীয়-জীবন গান্ধীজি গড়তে চেয়েছিলেন, তার কাঠামো পূব-বাঙ্গালা, ব্রিটিশের ধকল সয়েও, কতকটা বজায় করে রেখেছিল। এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ভারত বিভাগের ধাক্কায় তাও টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গ্যাল। ট্রাজেডিটা কেবল পূব-বাঙ্গলারই নয় মা, সমগ্র বাঙ্গালার, সমগ্র ভারতের— বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও।

সাধনা। কিন্তু পূব-বাঙ্গালা থেকে হিন্দুরা যদি লাখে লাখে চলে আসে, তাহলে এই শিশু-রাষ্ট্র তাদের ভার বইতে পারবে কেন, বাবা?

দয়াল। শিশুরাষ্ট্রটি কে?

সাধনা। এই পশ্চিম বাঙ্গালা।

দয়াল। পশ্চিম বাঙ্গলা ত একটা রাষ্ট্র নয় সাধনা দেবী। রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত-ইউনিয়ান। বিশাল তার আয়তন, অসীম তার শক্তি, অতুল

সম্পদ, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এই ভারত-ইউনিয়ান যদি তিরিশ কোটি মানুষকে বহন করবার—পোষণ করবার—লালন করবার সামর্থ্য অর্জ্জন করতে পারে, তাহলে অতিরিক্ত দেড় কোটির ভারে অতলে তলিয়ে যাবে কিনা, তাও কি ভাববার কথা নয়?

মহিম। আপনি কি?

দয়াল। ওই ওদেরই একজন কলেজের ছেলেপড়াতাম, এখন বেকার।

মহিম। আপনার ভয় নেই আপনার একটা কাজ জুটে যাবেই।

দয়াল। কাজের আর দরকার নেই।

মহিম। এতদিন কাজ করতেন কেন?

দয়াল। আপনি এতদিন দেশ সেবা করতেন কেন?

মহিম। দেশের মানুষকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে।

দয়াল। এখন?

মহিম। এখনও দেশের মানুষদের সচেতন রাখব, যাতে এই স্বাধীনতা তারা রক্ষা করতে পারে।

দয়াল। দেড় কোটী মানুষ বলি দিয়ে যে স্বাধীনতা পেয়েচেন, তা রাখতে হলে আরো কত কোটী মানুষকে বলি দিতে হবে, তা ভেবেচেন কি?

মহিম। বলি কাউকে দেওয়া হয় নি; কাউকে আর বলি দিতেও হবে না।

দয়াল। বলতে চান মানুষই থাকবেনা বলে বলিও বন্ধ হবে?

মহিম। আপনি বল্লেন আপনি কলেজে প্রোফেসার ছিলেন?

দয়াল। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।

মহিম। আপনার কথা শুনে…

দয়াল। অবিশ্বাস হচ্ছে।

মহিম। হয়ত কোন কারণে খুবই ভয় পেয়েছেন।

দয়াল। ব্যথা! অহো, কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।

অনিমেষ প্রবেশ করিল। সুট-পরা সুন্দর তরুণ

অনিমেষ। এই যে সাধনা! আমাকে এমন করে অপ্রস্তুত করলে কেন, বল ত!

সাধনা। আমি আবার কখন কি করলাম?

অনিমেষ। হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে অর্ডার বার করে এনে থানা থেকে ইন্‌স্‌পেক্টার পাঠিয়ে দিলাম, আর তোমরা তাদের ফেরত দিলে।

মহিম। ইন্‌স্‌পেক্টারকে সাধনা ফিরিয়ে দেয়নি অনিমেষ, ফিরিয়ে দিয়েচি আমি।

সাধনা। আর তোমাকে ত ও সব কিছু করতে আমরা বলিনি!

অনিমেষ। আমি কি খুবই একটা অন্যায় কাজ করিচি?

মহিম। না অনিমেষ, অন্যায় তুমিও করনি, আমরাও করিনি।

অনিমেষ। এই বাস্তুত্যাগীরা আমাদের মন্ত্রিদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেচে।

মহিম। (ওঠবারই কথা। আমাদেরও দুশ্চিন্তা কিছু কম নয়। দেখতেই ত পাচ্ছ, জোর করে শেডগুলো দখল করে নিলে তাও সইতে পারচিনা, আবার তাড়িয়েও দিতে পারচিনা।) পুলিশকেও বলতে পারচিনা— নিয়ে যাও ওদের ধরে।

অনিমেষ। দেশের সকল লোকের অন্ন-বস্ত্র যোগাবার দায়িত্ব যাদের কাঁধে রয়েচে, এই আকস্মিক লোকবৃদ্ধির জন্যে তারা যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বলুন ত।

মহিম। তখন একটা বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে।

সাধনা। তখন হয়ত এখনকার মন্ত্রিরা মন্ত্রিত্ব রাখতে পারবেন না, হয়ত মন্ত্রীত্ব রাখবার দুরাশায় অর্ডিনান্স-শাসন প্রয়োজন মনে করবেন, হয়ত তারই ফলে এখন যারা ক্ষুব্ধ রয়েচে, তারা হয়ে উঠবে বিক্ষুব্ধ।

অনিমেষ। কথাগুলো ত বল্লে খুব সহজভাবে, কিন্তু কি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা বোঝ কি?

সাধনা। সমস্যাটাই যে উদ্ভূত হয়েচে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা মেনে নেবার ফলে।

অনিমেষ। মানে?

সাধনা। (মানে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ অস্বাভাবিক জেনেও নায়করা তা মেনে নিয়ে এই সমস্যাটাকে এমন জটিল করে তুলেছেন! কেন এমন করলেন?)

অনিমেষ। করলেন, উপায়ান্তর ছিল না বলে।

সাধনা। মানলাম। কিন্তু বাঙ্গলা বিভাগ?

অনিমেষ। বেশ বলচ! বাঙ্গলা ভাগ করে না নিলে গোটা বাঙ্গলাই যে পাকিস্তান হোত।

সাধনা। (তুমি যখন মনে কর পূব-বাঙ্গলা পাকিস্থান হওয়ায় পূব-বাঙ্গলার হিন্দুদের ক্ষতির কোন কারণ ঘটেনি, তখন গোটা বাঙ্গলা পাকিস্তান হলে অখণ্ড বাঙ্গলার হিন্দুদের ক্ষতি হোত, এ-কথা বলচ কোন্ যুক্তির জোরে?)

দয়াল। কথাটা সকলেরই স্বীকার করেই নেওয়া ভালো যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে মুসলিমলীগ যেমন পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়েচে, আমরাও তেমন সেই ধর্ম্মের ভিত্তিতেই পুব-পাঞ্জাব আর পশ্চিম-বাঙ্গলা আত্মস্থ করিচি। সাম্প্রদায়িক মিলনটা আসলে ছিল আমাদের কল্পনা—কিন্তু বিরোধটা ঐতিহাসিক সত্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বলেই তা বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই ডিভাইড এণ্ড রুল নীতিকে সফল করে তুলতে পেরেছিল।

সাধনা। কিন্তু ইংরেজ আমলেই কি মিলনের একটা প্রয়াস দেখা দেয়নি?

দয়াল। হ্যাঁ, আমাদের কল্পনার মিলনকে আমরা কামনার বিষয় করে তুলেছিলাম, ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ভেবে। কিন্তু আমাদের কল্পনা কামনা কোন কাজেই লাগলনা। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমান কোনদিনই সংগ্রামে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালনা। অবশেষে একদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল আমাদেরই বিরুদ্ধে; ইংরেজ আমলেই। তখন মিলন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েই ধর্ম্মের ভিত্তিতে দুটো পৃথক রাষ্ট্র গঠনে আমরা সম্মতি দিতে বাধ্য হলাম। সেই হতাশার কারণ এখনো রয়েচে। অথচ পুব-বাঙ্গলার হিন্দুদেরকে এখনো আশায় আশায় থাকতে বলা হচ্ছে। এইটেই বিসদৃশ।

বাড়ীর পিছন দিকে একটা কলরব উঠিল। দয়াল চলিয়া গেল

মহিম। ওকি! ওরা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?

অনিমেষ। দিন-রাত এই-ই চলবে।

সাধনা। তুমি বাবাকে নিয়ে ঘরে যাও অনিমেষ, আমি দেখে আসি কি হয়েচে ওখানে।

অনিমেষ। কেন মিছে ছুটোছুটি করবে! আশ্রয় দিয়েচ যখন, তখন উপদ্রব সইতেই হবে।

নেপথ্য হইতে প্রভাবতী চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল

প্রভাবতী। অ কেতী! কেতী লো! ওগো, আমাগো কেতীরে দ্যাখচ নি?

সাধনা। কি হয়েচে ওখানে বলুন ত!

প্রভাবতী। আমাগো কেতীরে খুঁইজ্যা পাওন যাইতেছে না!

সাধনা। কেতকীর কথা বল্‌চেন?

প্রভাবতী। হ, হ। সোমত্ত মাইয়্যা কোথায় গ্যাল কাউরে কিছু না কইয়্যা! মনে লইল তোমার কাছেই আইল বা।

সাধনা। এখানে ত আসেনি।

প্রভাবতী। কওচে, এখন কি করি আমি। আমার যে ডাক পাইড়্যা কাঁদতে ইচ্ছা হইতাছে।

অনিমেষ। না, না, হাঁক-ডাক ওরাই যথেষ্ট করচে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আর তা করবেন না।

প্রভাবতী। তুমি ত বারণ করতে আছ বাবা, কিন্তু আমার পরাণ যে মানে না!

কাঁদিয়া উঠিল

অনিমেষ। চলুন, আমরা ঘরে যাই।

মহিম। কিন্তু মেয়েটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, পুলিশে একটা খবর দিতে হবে ত।

অনিমেষ। একটু আগে যে-পুলিশকে কর্ত্তব্য পালন করতে দেন নি?

মহিম। সেটা তাদের কর্ত্তব্য ছিল না, কর্ত্তব্য হচ্ছে এইটে।

সাধনা। তুমি ঘরেই যাও, বাবা। আমি দেখছি কি করা যায়।

অনিমেষ। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে সাধনা।

সাধনা। আমি আসচি এখুনি।

মহিম। চোখে দেখতে পাইনা। তাই আমাকে দিয়ে ত কোন কাজই হবে না। অনিমেষ, আমাকে ঘরে নিয়ে চল। সাধনা দেখুক কি করতে পারে।

অনিমেষ মহিমকে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল

সাধনা। এখুনি কান্না-কাটি করবেন না। হয়ত কাছে কোথাও আছে। তার দাদা কোথায়?

প্রভাবতী। তার কথা আর কইয়োনা। কোথায় থাকে, কি করে, পোলা কি কয় কাউরে্য। তুমিই কওচেন মা, কী জ্বালায় আমি পড়চি! প্যাটে যাদের ধরলাম, তাদের দিয়া আইলাম ছড়াইয়া বিলাইয়া, আর পড়শীর মাইয়্যার লাইগ্যা আমার একটুকু কালও সোয়াস্তি নাই!

অবনী আগাইয়া আসিল

অবনী। ও গিন্নী! শোন্‌চ!

প্রভাবতী তাহার দিকে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল

প্রভাবতী। পাইছো খুইজ্যা? কেতীরে পাইছনি?

অবনী। পাইছি! রাজকন্যা ফিইর‍্যা আইছেন।

সাধনা। দেখুন ত, মিছেমিছিই কান্নাকাটি করছিলেন। আমি বাবাকে বলি গিয়ে কেতকাকে পাওয়া গেছে।

সাধনা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল

প্রভাবতী। ও মাইয়্যা! শোনচে একবার।

সাধনা তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল

সাধনা। কিছু বলবেন আমাকে?

প্রভাবতী। হ। দয়া ত করলা। আমাগোরে আশ্রয় দিলা। কিন্তু ওই কেতী মাইয়াড্যারে চক্ষে চক্ষে রাখা ত আমার দায় হইয়া ওঠল। ওরে রাখবা তোমার কাছে? ল্যাখন-পড়ন জানে। তোমার কাজ-কর্ম্ম কইর‍্যা দিতে পারব।

সাধনা। দেখি, ভেবে দেখি।

প্রভাবতী। (ভাবতে আছ—বসতে দিলে শুইতে চায় এ্যারা কেমন মানুষ? এই মতোনই হইয়া গেছি!)

সাধনা। আপনার প্রস্তাব শুনে রাখলাম। বাবার যদি অমত না থাকে, কেতকীকে আমাদের কাছেই রাখব।

বলিয়া সাধনা চলিয়া গেল

প্রভাবতী। কোথায় গেছলি হারামজাদী, কও ত শুনি।

অবনী। শোন গিন্নী, তোমারে একটা কথা কইয়া লই। কেতী কেতী কইয়্যা আর তুমি চিল্লাইয়ো না।

প্রভাবতী। ক্যান্, কেতী আহে নাই ?

অবনী। অখন ফিইর‍্যা আইছে। কিন্তু আবার যে যাইব, আর ফিইর‍্যা আইব না।

প্রভাবতী। আরে কি ছালি-পাশ কও তুমি, আমি বুঝি না।

অবনী। দিতে আছি বুঝাইয়া তোমারে। চল, ওই বেঞ্চিডায় বইস্যা লই। দশজনের সাম্নে ত এসব কথা কওন যায় না।

/একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। দয়াল আসিল

দয়াল। দুঃখ-সায়রেও প্রেমের উজান বয় দেখছি। কুঞ্জবীথিতে মধুপ-গুঞ্জন! এই জন্যেই মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে।/

প্রভাবতী। কান্নাও পায়, হাসিও লাগে। সায়েব-মেমের লাগান বাগানের বেঞ্চিতে বইয়া আমাগো কথা কইতে হইতে আছে।

অবনী। তুমি ভাইবো না গিন্নী, বাড়ীঘর আমরা করুম।

প্রভাবতী। আর করচি বাড়ী-ঘর!

অবনী। সেই কথাই ত কইতে আইলাম, দশজনের সাম্নে ত কওন যায় না। জমির তল্লাস পাইছি।

প্রভাবতী। কোথায় ?

অবনী। এই কলকাতারই কাছে, রাণাঘাটে।

প্রভাবতী। সেই মস্তবড় ইষ্টিশনে ?

অবনী। হ। আষ্ট কাঠা জমি। আম গাছ আছে, জাম গাছ আছে। দুইহাজার টাকা হইলেই কেনন যায়।

দয়াল। মধুপ গুঞ্জনে টাকার দাবী···absolutely modern.

প্রভাবতী। নগদ দু'হাজার টাকা ত হইব না।

অবনী। নগদ নাই, অঙ্গে আছে ত। তোমার অঙ্গে!

প্রভাবতী। জানি, আমার এই গহনাগুলা গিলবার লাইগ্যা তুমি হাঁ কইর‍্যা বইস্যা আছ।

দয়াল। Right you are! স্বামী তোমার বক-ধর্ম্মী। অবশ্য সব স্বামীই তাই।

প্রভাবতী। ক্যাম্‌নে?

অবনী। ও-গুলা য্যাম্‌নে করছিলাম।

প্রভাবতী। না গো, না। গয়না আমি ছাড়ুম না। কখন কি হয় কওন যায় না। তখন টাকা পামু কোথায়?

দয়াল। A very pertinent question.

অবনী। এই গয়নার লাইগ্যা কি পরাণডা দিবা?

প্রভাবতী। ক্যান্ পরাণ যাইব ক্যান্?

অবনী। কইলকাত্তার গুণ্ডাগোর কথা শোনচ ত। ছিনাইয়া লয়, দিনে-দুইপরেও ছিনাইয়া লয়, ছোরা মাইড়্যা কাইড়্যা লয়।

প্রভাবতী। খুইল্যা রাখুম।

অবনী। যত সব হাজলা-কাজলার লগে আছি, চুরি কইর‍্যা লইব গো, চুরি কইর‍্যা লইব।

প্রভাবতী। প্যাট-কোচড়ে বাঁইধা রাখুম।

অবনী। তাই কইর‍্যাই কি বদমাসগোর নজর র‍্যাড়াইতে পারবা? জাননাকো তাদের চক্ষের দৃষ্টি থাকে ওই দিকেই।

প্রভাবতী। গয়নার কথা ভাবুম আমি। তুমি কেতীর কথা কি কইবা কও।

অবনী। কেতী মাইয়্যা ভালা না।

প্রভাবতী। ক্যান, মন্দটা তার কি ছ্যাখলা ?

অবনী। কেতী মরছে—হাছেম আলির সেই পোলাডার লগে।

প্রভাবতী উঠিয়া দাঁড়াইল

প্রভাবতী। তোমার মুখ পইচা যাইব, আর সেই পচনে পোকা ধরব।

অবনী। সব কথা আগে শুইন্যা লও।

প্রভাবতী। চাই না শুন্‌তে সেই ছালির কথা।

অবনী। হাছেম আলির পোলাডা আমাগো লুকাইয়া কেতীর পিছে পিছে আইছে এই কইলকাত্তায়।

প্রভাবতী। কইলকাত্তায় ত সগগোলেই আইতে পারে।

অবনী। কেতী তার লগে ছ্যাখাও করচে।

প্রভাবতী। তুমি ছ্যাখচ ?

অবনী। দেখচি। তোমার চিল্লানি শুইন্যা আমি ত গ্যালাম কেতীরে বিচরাইতে। কিছুদূর গিয়া এই কাক-জোছনায় দেখি কিনা একটা গাছের নীচে বইস্যা দুইজনে কথা কইতে আছে। কেতী কেতী কইর‍্যা ডাকলাম। পোড়ারমুখী কাছে আইয়া দাঁড়াইল। জিগাইলাম তোর লগে ওটা কে ছিল রে। মাইয়্যা রা কাটল না।

প্রভাবতী। তাই থণেই তুমি বুইঝ্যা লইলা সেই মানুষটা হাছেম আলির পোলা ?

অবনী। কইলকাত্তায় আর কার লগে কেতী কথা কইব, তাই কও।

প্রভাবতী। আমি জিগাই গিয়া। হাচা কথা যদি তুমি কইয়্যা থাক, ওই মাইয়্যারই এক দিন, কি আমারি এক দিন। হারামজাদী ঢেমনী মাগী।

দয়াল। সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ-শির!

বলিতে বলিতে প্রভাবতী চলিয়া গেল

অবনী। গয়না আমি রাখতে দিমু না তোমার গায়ে। কখন কি হয় কওন যায় না। আমার ট্যাকায় গড়ছি যা, তা আমারই কাছে রাখুম। এই ভাঙ্গনে পোলা মাইয়্যা কখন কোথায় ভাইস্যা যায় কওন যায় না কিছু! আপনে বাঁচলে বাপের নাম।

দয়াল। Now the cat is out of the bog.

অবনী যখন এই চিন্তা করিতেছিল, তখন একটু একটু কাসিতে কাসিতে রাইমণি আগাইয়া আসিল। অবনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

অবনী। রাই!

দয়াল। Ah! A scintillating love episode!

রাইমণি ঘোমটা আরো টানিয়া দিল। অবনী তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া কহিল

অবনী। আইলা যখন, তখন আর ঘুমটা টাইন্যা চাঁদের লাগান ওই মুখ চাইক্যা রাখতে আছ ক্যান্? আইস্! আইস্! চল বসি গিয়া বেঞ্চিডায় সায়েব-মেমের লাগান।

অবনী বেঞ্চির দিকে অগ্রসর হইল। রাইমণি একটু দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক দেখিয়া বেঞ্চির কাছে গিয়া দাঁড়াইল

দয়াল। একজন ভদ্রলোকের এখন একমাত্র কর্তব্য কর্ণং হস্তভ্যাং হ্যাদতব্যম্ অথবা অন্যত্র গন্তব্যং। Both to be observed.

রাইমণি বসিল। অবনী তাহার ঘোমটা সরাইয়া দিবার জন্য
হাত বাড়াইয়া কহিল

অবনী। ওই চাঁদ-মুখ আর ঢাইক্যা রাইখ্যো না, রাইমণি।

রাই একটু সরিয়া গিয়া কহিল

রাইমণি। কি ছালি পাশ কইতে আছেন ?

অবনী। আমার পরাণ মানে না, রাইমণি, আমার পরাণ মানে না। বুকের ভিতর আছাড় পাড়ে। দাপাইয়া তোমার পায়ে পড়তে চায়।

রাইমণি। কি ঘিন্না! আপনেরে যে ভাশুর বইল্যা মানি!

অবনী। ভাশুর হইলাম ক্যাম্‌নে কওচেন! ভিন্-জাতের মানুষ না? আমি কায়স্থ, তুমি চাষীর ঘরের বউ। তোমার ভাশুর ত হইতে পারি না, রাই।

রাইমণি। ক্যান আপনেরে সে দাদা কইয়া ডাকে না?

অবনী। ডাকে। কার্ত্তিক আমারে দাদা কইয়াই ডাকে। কিন্তু সে ত মুখের ডাক রাইমণি! মুখের কথার দাম কি তাই কও। আইজ দায়ে পড়চি, তাই চাষীর পোলারেও ভাই বইল্যা ডাকি, তারে পাশে লইয়্যা ভাত খাই! কিন্তু সব্বস্ব খোয়াইবার আগে ওই কামলাগো কি কাছে আইতে দিতাম? দশহাত দূরে খাড়াইয়া কত্তা কত্তা কইর‍্যা অরা ডাকতনা আমাগো, খাইতে দিতাম, উঠানের এক কোণে কলার-পাতায় ভাত বাইড়্যা?

রাইমণি। হ তা ত দেখছি?

অবনী। তা হইলে?

রাইমণি। তার লিগ্যাই ত আইজ আপনেরে একটা কথা জিগাইতে চাই, কত্তা।

অবনী। জিগাও, রাইমণি, জিগাও। পরাণ মুইছ্যা জবাব দিমু।

রাইমণি। জিগাইতে চাই, চাষীরে-চাষীর পোলারে, মানুষের লাগান তো মনে করেন না, চাষীর বৌয়ের পায়ে পরাণ ঢাইল্যা দিবার এ দপদপানি ক্যান্?

অবনী। ওই যে কইলাম রাইমণি, সে দিন আর নাই। সমাজ শাসন সবই যখন গেল, তখন পরাণ যা চায় তা করুম না ক্যান্?

রাইমণি। সবই গেছে জানি। কিন্তু চন্দর সুয্যি ত যায় নাই। ভগবান ত উপরে থাইক্যা সবই দেখতে আছেন! আপনেরে ভাশুর বইল্যা ভাবতাম, ভক্তি-ছেরেদ্ধা করতাম, জাম্মামনা আপনে এমন লোচ্চা-বদমাস!

বলিতে বলিতে রাইমণি কাসিতে লাগিল

অবনী। এই ছাখ, গোঁসা করলা, আর গোঁসা কইর‍্যা ক্যাসিডারেও বাড়াইয়া তোলা। বইস! বইস্যা ঠাণ্ডা হইয়া শোন আমার কথা।

রাইমণি বসিয়া পড়িয়া কাসিতে কাসিতেই কহিল

রাইমণি। চুপ ছান, চুপ ছান কই! নইলে দিদিরে সব কইর‍্যা দিমু।

অবনী। ছাখ, তোমার দিদির প্যাটে কথা বাসি হয় না। শোনলেই চিল্লাইতে লাগব, দশে পাঁচে জানাজানি হইব। তখন কুলবতী তুমি কলঙ্ক লইয়া যাইবা কোথায়? আমি পুরুষ মানুষ, আমারে কেউ দুষব না, কিন্তু তোমার কলঙ্ক মোছবা কি দিয়া?

রাইমণি। ক্যান্ গঙ্গা নাই? গঙ্গায় জল নাই?

অবনী। গঙ্গাও আছে, জলও আছে। মনে হইলে তুমি ডুইব্যা মরতেও পার। কিন্তু মরবা ক্যান্? শোন রাই, কথাটা খুইল্যাই কই। তোমার দিদির গায়ে যত গয়না ছাখ,সব খুইলা লইয়্যা তোমার গায়ে পরাইয়া দিমু। ফিকিরও একটা কইর‍্যা ফেল্‌চি। আর বাড়ীও একটা কইর‍্যা লমু। সেই বাড়ীতে তুমি হইয়া থাকবা আমার ঘরের লক্ষ্মী।

রাইমণি। আপনে কত্তা ভদ্দর কায়স্থ হইয়া চাষীর বউরে করবেন ঘরের লক্ষ্মী?

অবনী। করুমুই ত! বাড়ী-ঘর-সমাজের লগে লগে জাত-জম্মও জাহান্নামে গেছে। অখন কখন আছি, কখন নাই। অখন পরাণের সাধ মিটাইয়া লমু না ক্যান্ কও?

রাইমণি। আমারে ত কাইস্যা কাইস্যাই মরতে হইব।

অবনী। তাই ভাইব্যাইত কাইন্দা মরি রাই। আরো ভাবি—পারব ওই কার্ত্তিক তোমার চিকিৎসা করাইতে?

রাইমণি। খাওনেরটাই জোটাইতে পারে না, ডাক্তার দেখাইব কেমন কইর‍্যা।

অবনী। কার্ত্তিকের টাকা নাই, আমার ত আছে। আমি ত পারুম চিকিৎসা করাইতে। হাচা কই রাই তোমার কাসিতে তোমার বুকের লাগান আমারও বুকটা যে ফাইট্যা যায় রাইমণি। তোমার কাসি সারাইয়া ওই বুকে বুক লাগাইয়্যা আমি পইড়্যা থাকুম, রাই!

রাইমণি। এই সব ছালির কথা কইবার লাইগ্যাই কি আমারে এইখানে ডাইক্যা আনছেন?

অবনী। ছালির কথা কও কি রাইমণি, পরাণ খালি কইর‍্যা রস ঢাইল্যা দিলাম না! ভাইঙ্গা পড়, রাইমণি, ভাইঙ্গা পড়। সাঁতরাইয়া সুখও পাইবা, শান্তিও পাইবা।

রাইমণি। হোনেন। চাষীর ঘরের বউ আমি কথাডা কইর‍্যাই যাই। দেখেন—আমার স্বোয়ামী গরীব, কিন্তু দুবলা না। ডাকাতগোর গরাস থেনে একা আমারে ছিনাইয়া আনবার তাগদ তার আছে। তারে যদি কইয়্যা দি, আপনের এই অ-কথা, কু-কথা, তা হইলো আপনের হাড্ডি সে চুর কইর‍্যা দিবনা?

অবনী। তুমি তা কইবানা, রাইমণি।

রাইমণি। ক্যামনে জানলেন কমুনা?

অবনী। লাজে তুমি কইতে পারবা না।

রাইমণি। হাচা, এই ঘিন্নার কথা কাউরে কইতেও মন চায় না।

অবনী। কইয়োনা। কাউরে কিচ্ছু কইয়োনা তুমি। মনে মনে চিন্তা কর আমি যা কইলাম। চিন্তা করলেই বোঝতে পারবা আমার কথা আইজকার দিনে অ-কথাও না, কু-কথাও না; সুখে শান্তিতে বাইচ্যা থাকবার কথা।

কার্ত্তিক আড়াল হইতে ডাকিল

কার্ত্তিক। অবনীদা! আছ নাকি ওই দিকে। অ অবনীদা। শোনচ নি, অবনীদা!

অবনী। লুকাও! লুকাও রাইমণি! ওই ঝোপডার আড়ালে লুকাইয়া পড়।

কার্ত্তিক। অবনী দা গো!

অবনী। খাইছে রে। লুকাও না তুমি!
রাইমণি। না। লুকামু কিসের লাইগ্যা?
অবনী। তা হইলে আমিই পালাইলাম। কিন্তু রাইমণি, অ'রে তুমি কিছু কইয়ো না। তোমারেও আস্তা রাখব না, আমারেও না। গুণ্ডা-ষণ্ডা ওই কার্তিকডা, তা ত জান।

বলিয়া দ্রুত ঝোপের দিকে চলিয়া গেল

রাইমণি। হাচা কথা। শোন্‌লে কাউরে আস্তা রাখব না।

কার্তিক আগাইয়া আসিল

কার্তিক। কে ও! রাই না?

রাইমণির কাছে আসিয়া কহিল

আরে, তুমি এইখানে কি করতে আছ এত রাইতে?
রাইমণি। মরণ আছে কিনা, তাই দ্যাখতে আছিলাম।
কার্তিক। কইওনা! ও-কথা তুমি কইও না, রাই!
রাইমণি। এমন কইর‍্যা বাইচ্যা থাকবার চাইয়া মরণই ভালা।

রাইমণি বসিয়া পড়িল

কার্তিক। আর কয়ডা দিন দুখ আছে রাইমণি, তারপর আবার আমরা সুখের মুখ দেখুম।
রাইমণি। কপালে আর সুখ নাই। সুখ নাই জাইন্যাইত দিবারাত্র অখন মরণেরে ডাকি। কিন্তু মরতেও পারিনা তোমার মুখের দিকে চাইয়া।

কার্তিক। মরতে আমাগো হইবো না, রাইমণি। তাঁত চালাইতে জানি, লাঙল ঠ্যাল্‌তে পারি। বিঘা খানেক জমি পাইলেই সব গুছাইয়া লমুনা!

রাইমণি। সিজিল-মিছিল করা সংসার ছাইড়্যা চইলা আইলাম।

কার্তিক। আইলামই বা। পদ্মার ভাঙ্গনে যদি বাড়ী যাইত, তা হইলে করতাম কি? মনে ভাব, মা পদ্মার গর্ভেই সব দিয়া আইছি। কিন্তু দেহের তাগদ ত রইছে অখনো। অসুরের লাগান খাটতে পারি না!

রাইমণি। পোড়া কপাল আমার! তোমার সেই শরীরই কি আর আছে অখন? না খাইয়া খাইয়া শরীরও পাটের দড়ির লাগান শুকাইয়া লগ-বগ করতে আছে। তোমার দিকে চাইতেও পারি না।

কার্তিক। বুইড়্যা হইতে আছি না!

বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। রাইমণি উঠিয়া দাঁড়াইল

কার্তিক। ওঠলা ক্যান্।

রাইমণি। তুমি বইবা জমির উপর, আর আমি বিবির লাগান বেঞ্চিতে বইয়া থাকুম?

মাটিতে তাহার পাশে বসিল

কার্তিক। বইস! গায়ে গা লাগাইয়া বইস।

রাইমণি। হঃ। দশজনে দেইখ্যা মস্করা করুক।

রাইমণি সরিয়া বসিল

কার্তিক। পথের মানুষ হইয়া পড়লাম রাইমণি! অখন ভাখা-দেখির

ডরও আর রাখিনা, ঢাকা-ঢাকির কথাও আর ভাবি না।…চাইয়া
ভাখ রাই, কইলকাত্তার চাঁদও জোচ্ছনা ঢাইলা ভায়।

রাইমণি। এই জোচ্ছনা ভাখলে আমার পরাণডা কাঁইন্দা ওঠে।

কার্ত্তিক। ক্যান্ রাই, পরাণ কাঁদে ক্যান্?

রাইমণি। বাড়ীর লগে জোচ্ছনা রাইতে খালের ঘাটে বসতাম সকড়ি
বাসন লইয়া। বাসন থাকত জলে পইড়্যা, আমি চাইয়া চাইয়া
দেখতাম শাপলা ফুলগুলা চাঁদের লগে কথা কয়।

কার্ত্তিক। কইলকাত্তায় খাল দেখচি, কিন্তু খালে শাপলা
দেখি নাই।

রাইমণি। কইলকাত্তায় শাপলা নাই, বাতাবী লেবুর গাছের ফুল নাই,
মুইয়া-পড়া বাঁশ গাছের চিক্কন-পাতায় ভরা ডগা নাই, অশথবট গাছ
নাই, চাঁদেরও নাই খেলা।

কার্ত্তিক। কইলকাত্তার চাঁদও খ্যালতে জানে, রাইমণি। আমি ভাখতে
আছি তোমার মুখে তার আলোর খ্যালন।

রাইমণি। কইলকাত্তার চাঁদের হাসি রাঁড়ী-বিধবার পোড়ার মুখের
হাসির লাগান আমার পরাণ কাঁদাইয়া ভায়।

কার্ত্তিক। আমি পাশে থাকলেও?

রাইমণি। (তুমি পাশে বইস্যা আছ বইল্যাইত আরো মনে ধরে চইল্যা
যাই ভাশে ফিইরা তোমারে লইয়া। এই জোচ্ছনা আইজ সেইখানেও
হাসতে আছে, হাসতে আছে শাপলা, খালের জলে দুইল্যা
দুইল্যা।)

কার্ত্তিকের গান

এমুন রাইতে সোণার দেশে,
সোণার নাওটি বাইয়া
সোণার স্বপন আইক্যা যাইতাম
সোণার মুখে চাইয়া। (ওই)
চান্দের হাসি ঝরতো অঝর ঝরে (হায়)
আমি বৈতাম বৈঠা পরে
নাইরকল ত্যালের গন্ধ ভাইস্যা
মন যে পাগল করে
ভোলন কি যায় অতীত দিনের
হেই সোণার ছবি,
সাত রাজার ধন মাণিক আচ্ছ
ঘুচছে যে আর সবই
ঘুচাও মনের ডর আবার বান্‌ধুম সোণার ঘর
(ওই) দয়াল ঠাউর করব দয়া
শোনো সোণার ম্যাইয়া
এমুন রাইতে মনডিঙ্গাতে
হমু আবার নাইয়ারে ॥

বাড়ীর ভিতর হইতে অনিমেষ ও সাধনা বাহির হইয়া আসিল

কার্ত্তিক। চুপ দাও। সাধনা দেবী আইতাছেন।

রাইমণি ঘোমটা টানিয়া কহিল

রাইমণি। সইর‍্যা যাও তুমি, অরা যদি ত্থাখে, লাজ রাখবার ঠাঁই পামু না।

কার্ত্তিক। আঁধারে বইস্যা আছি। ছ্যাখতে পাইব না।

রাইমণি। ক্যামুন বেড়াইতাছে দুইজনায়।

কার্ত্তিক। পাকা কইলকাত্তাইয়া হইয়া গ্যালে তোমারে লইয়্যাও ওই লাগান আমিও ব্যাড়াইমু, রাই।

রাইমণি। জড়াইয়া ধইর‍্যা ব্যাড়াইতাছে, কিন্তু বিয়া হয় নাই।

সাধনা ও অনিমেষ আগাইয়া আসিল

অনিমেষ। বিয়ের কথা তোমার বাবাকে বল্লাম।

সাধনা। তাহলে আমাকে যা বলবার আছে তাই বল।

অনিমেষ। তোমার বাবা বল্লেন, তোমার মত জানা দরকার।

সাধনা। সেই অবসর তাঁকে দাও।

বলিয়া সাধনা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বসিল। অনিমেষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

কার্ত্তিক। শোন, ওরা বিয়ার কথাই কইতাছে!

রাইমণি। কি ঘিন্না গো! নিজেগোর বিয়ার কথা কয় নিজেরা।

কার্ত্তিক। আরে না, না। ছ্যাখতে আছ না সাধনা দেবী সরমে সইর‍্যা গিয়া বইস্যা পড়চে!

রাইমণি। তাইতেই কি পুরুষটা ওনারে ছাইড়্যা দিব? ওই ছাখ, পায়ে পায়ে আগাইয়া যায়!

অনিমেষ সাধনার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল

কার্ত্তিক। মরছে রাইমণি, মরদটা মরছে!

অনিমেষ সাধনার পিছনে দাঁড়াইয়া বাঁ হাত দিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া কহিল

অনিমেষ। সাধনা, এমন করে দূরে দূরে আমি আর থাকতে পারি না।

সাধনা ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল

সাধনা। হাত দিয়ে বেড়ে ধরেও বলচ তুমি দূরে!

কার্ত্তিক। চাইয়ো না। ওইদিকে আর চাইয়া দেইখ্যো না, রাইমণি। তখনই হইব জড়াজড়ি।

রাইমণি। মা গো! অখনো না।

বলিয়া কার্ত্তিকের হাত জড়াইয়া ধরিল

অনিমেষ। আমার স্পর্শত তোমাকে উতলা করে তুলচে না, সাধনা।

সাধনা। বুঝতে পারচ?

অনিমেষ। বোঝা শক্ত নয়!

কার্ত্তিক। মিছা দুইজনে দেরী করতে আছে। আমরা হইলে পারতাম না গো!

অনিমেষ। আমার সারা দেহ কেমন করে কাঁপচে তা অনুভব করচ ত!

সাধনা। যে কোন তরুণীর স্পর্শেই হয়ত ও-দেহ কেঁপে ওঠে। কিন্তু সেইটেই সর্ব্বত্র বিয়ের দাবী হয়ে দাঁড়ায় না।

অনিমেষ। কোন তরুণী এমন করে আমাকে তার স্পর্শ দেয়নি।

সাধনা। জানতে চাইছ হাত দিয়ে যখন তুমি আমাকে বেড়ে ধরলে, তখন আমি চেঁচিয়ে উঠলাম না কেন?

অনিমেষ। না চেঁচিয়ে বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েচ।

সাধনা। আর বুদ্ধি থাকতেও তুমি বুঝলে—মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

বলিয়া সাধনা উঠিয়া সরিয়া গেল

রাইমণি। মিলাইয়া লও আমার কথা। ধরল জড়াইয়া ?

কার্ত্তিক। কইলকাত্তার মাইয়্যা, খ্যালাইয়া লইতাছে গো !

সাধনা ডানদিকের বেঞ্চিতে বসিল

রাইমণি। অখন পুরুষটা যাইব অর কাছে।

সাধনা যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, অনিমেষ সেই বেঞ্চির দিকে অগ্রসর হইল

কার্ত্তিক। হাচা কইছ ত রাইমণি। কুত্তার লাগানই ত যাইতাছে। তুমি জানলা ক্যামন কইর‍্যা ?

রাইমণি। পুরুষ ওই মতোনই হয়।

কার্ত্তিক। কইলকাত্তার পুরুষ তুমি চেনলা কেমন কইর‍্যা, রাই ?

রাইমণি। হাঁড়ীর একটা ভাত টিইপ্যা দেইখ্যা আমরা যেমন বুইঝ্যা লই সব চাউল সিদ্ধ হইল কিনা, তেমন এক পুরুষের লগে ঘর কইর‍্যাই আমরা জান্তে পারি সব পুরুষ ক্যামন হয়।

কার্ত্তিক। আর মাইয়্যারা ? মাইয়্যারা হয় কেমন ?

রাইমণি। দেইখ্যা লও। মাইয়্যারা গাই, বলদ হয় না।

অনিমেষ সাধনার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কহিল

অনিমেষ। বসতে পারি ?

সাধনা। পার বৈকি ! বেঞ্চির কোথাও ত লেখা নেই, ফর লেডীজ ওন্‌লী !

অনিমেষ তাহার পাশে বসিয়া কহিল

অনিমেষ। আজ তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করচ কেন বলত ?

সাধনা। বিয়ের দিন ঠিক করবার জন্যে আজ যে তুমি বে-পরোয়া হয়ে উঠেচ।

অনিমেষ। তাই হয়েচি। কিন্তু তা দোষের কথা নয়। আমার সারা দেহ মন—

সাধনা। তোমার দেহের বা মনের দিকে আমার কোন টান নেই অনিমেষ!

অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

অনিমেষ। আজ তুমি এই কথা বলচ!

কার্ত্তিক। ত্যাখ, ত্যাখ। ফণা তোল্‌ছে! অথন মারব ছোবল।

রাইমণি। দূর! পুরুষটা ঢ্যামনা সাপ; বিষ নাই।

সাধনা। রাগ করলে, না দুঃখ পেলে?

অনিমেষ। দুঃখ যে পেতে পারি তাও কি তুমি বোঝ?

সাধনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

সাধনা। বুঝি।

অনিমেষ। তবে?

সাধনা। দুঃখের বাণ ডেকেচে দিকে দিকে। তা রোধ করবার শক্তি আমার নেই। তাই আমার অক্ষমতাকে তোমার দুঃখের বাড়তি একটা কারণ করে তুলো না।

বলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বসিল

কার্ত্তিক। ঘুরপাক্ খাইবার লাগছে যে!

অনিমেষ সাধনার কাছে গিয়া কহিল

অনিমেষ। একটা কারণও কি দেবেনা তুমি ?

সাধনা। আর যাই হই, আমরা ইণ্টেলেকচুয়াল। অকারণ কাজ কেউ পছন্দ করি না। ব্যথা যদি তোমাকে দিয়ে থাকি, তুমি জানতে চাইতে পার কেন ব্যথা দিলাম। আর তুমি যদি রাগ করে থাক, আমিও বলতে পারি—অকারণে রাগ কোরো না। বোস। বসে বসেই আমার কথাগুলো শোন।

রাইমণি। আবার যে কাছে বসতে কয় !

কার্ত্তিক। মাইয়্যাছাইলার খ্যালনই ত ওই। বলদ না, গাই !

অনিমেষ সাধনার পাশে বসিয়া কহিল :

অনিমেষ। বল, তোমার কথাগুলো শুনে চলে যাই।

সাধনা। চলে যাই বলে এই ভয়ই কি দেখাতে চাও যে, আমাদের বাড়ী আর কখনো আসবে না ?

অনিমেষ। রেফিউজীদের বরাভয়দাত্রী তুমি। তোমাকে ভয় দেখাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

সাধনা। যা-ই কর, আমার ওপর রাগ করে বাবাকে তুমি ব্যথা দিয়োনা। তুমি আর না এলে বাবা ব্যথা পাবেন। তিনি তোমাকে কী স্নেহ করেন, তা ত তুমি জান।

অনিমেষ। তোমাতে আমাতে মিলে তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন তাঁকে একটুখানি আরামে রাখব এই ছিল আমার কামনা।

সাধনা। ও ! সেই জন্যেই কি আমাকে বিয়ে করতে চাও ?

অনিমেষ। তুমি ত বিশ্বাস করবে না।

সাধনা। তা'হলে আমার জন্যে আমাকে বিয়ে করতে চাও না ?

অনিমেষ। তোমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবাকে সুখী করা যাবে না, এমন কথা ত হতে পারে না।

সাধনা। কিন্তু বাবাকে সুখী করবার জন্যে তোমাকে বিয়েই করতে হবে, তাওত মেনে নেওয়া চলে না।

কার্ত্তিক। কেমন মিঠা মিঠা কথা কইতাছে।

রাইমণি। মধু যা ঢালতে আছে, ওষ্ঠে তা ধরতে আছে না; পরাণ বিষাইতাছে।

সাধনা। শোন অনিমেষ, বিয়ের সে রোমান্টিক য়্যাপীল সাধারণত আমার বয়েসের মেয়েদের উতলা করে থাকে, আমার মনকে তা এখনো নাড়া দিতে পারেনি। রোমান্সের উপদ্রব থেকে আমি এখনো মুক্ত আছি।

অনিমেষ। রোমান্সেই বিয়ের সব চেয়ে বড় আবেদন, এ কথা আমি মনে করি না।

সাধনা। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে, অনিমেষ!

অনিমেষ। হাঁ, মনোবিজ্ঞানের।

সাধনা। সেই জন্যেই, আশা করি, বৈজ্ঞানিকের মন দিয়েই বিষয়টা তুমি আলোচনা করে দেখবে।

অনিমেষ। তোমার কথা শুনি আগে।

সাধনা। বলচি, শোন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারী করিতে লাগিল

কার্ত্তিক। অখন যা কইতাছে, তা ছালি বোঝতে পারতাছি না।

রাইমণি। হ, ত্যাখতে আছি কইলকাত্তার মাইয়্যা-পুরুষরা আমার তোমার লাগান কথাও কয়না, কাজও করে না।

সাধনা অনিমেষের সামে দাঁড়াইয়া কহিল

সাধনা। বিয়ের আবেদন থেকে রোমান্টিক বাহুল্য মনে করে বাদ দিলে বাকি থাকে নর-নারীর পরস্পরের দৈহিক আর মানসিক আকর্ষণ। আগে দৈহিক আকর্ষণের কথাই বলি।

অনিমেষ। বলবে, তুমি কামকেও জয় করেচ?

সাধনা। না, না, তা বলব না। বলব কেবল দেহই দেহকে আকর্ষণ করে না। দৈহিক আকর্ষণের পিছনেও থাকে মন। সেই মন যদি কোন দেহকে আকর্ষণ না করে, তাহলে এক দেহ অপর দেহের আকর্ষণে সাড়া দেয় না।

অনিমেষ। প্রতিরোধ করে?

সাধনা। (কখনো তাই করে, কখনো নিস্পন্দ থাকে।)

অনিমেষ। তখন আমার সারা দেহ কাঁপছিল…

সাধনা হাসিয়া কহিল

সাধনা। কবির ভাষায় বল, বেতস-পত্রের মতোই কাঁপছিল।

অনিমেষ। তা বল্লেও কিছু এগুবে না, কেননা তুমি ছিলে নিথর নিস্পন্দ।

সাধনা। তার কারণ তোমার দেহের কম্পন আমার দেহে স্পন্দন এনে দিতে পারে নি।

অনিমেষ। আমি দুর্ব্বল নই।

অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইল

সাধনা। জানি, তুমি ক্রিকেটে নাম করেছিলে।

অনিমেষ সাধনার পাশে গিয়া দাঁড়াইল

অনিমেষ। দেহ আমার কুশ্রী নয়।

সাধনা। তাও শুনি।

অনিমেষ। শোন? স্বীকার কর না?

সাধনা। করি।

অনিমেষ। তবে, সাধনা, তবে?

সাধনাকে টানিয়া লইল, সাধনা বাধা দিল না, তাহার দেহের উপর দিয়া হাত বুলাইতে লাগিল

কার্ত্তিক। হইল ফয়সালা!

রাইমণি। আর চাইয়ো না ওই দিকে।

অনিমেষ। সাধনা।

সাধনা। বল।

অনিমেষ। নিজেকে সংযত রাখা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠচে। হয় তুমি আত্ম-সমর্পণ কর, আর না হয় সরে যাও আমার কাছ থেকে।

সাধনা। তোমার হাতের পরিপুষ্ট মাংস-পেশী আমার মুঠোর মাঝে ফুলে ফুলে উঠচে, তোমার শিরায় শিরায় তরল আগুন নেচে বেড়াচ্ছে তাও আমি বুঝতে পারচি......

অনিমেষ। কেমন বুঝতে পারচ না—নিজেকে সংযত রাখবার যে চেষ্টা আমি করচি, তাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে

আসবার জন্ম ঠক্ ঠক্ করে হাতুড়ীর মত বুকের দেয়ালে আঘাত হানচে !

সাধনা। তবুও দেখচ আমার দেহে বা মনে প্রতিক্রিয়া জেগে আমাকে এতটুকু বিচলিত করেনি।

অনিমেষ। তুমি পাষাণী।

বলিয়া সাধনাকে সরাইয়া দিয়া অনিমেষ এক পাশে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুঁসিতে লাগিল

কার্ত্তিক। তাঁতের মাকুর লাগান যাইতাছে আর আইতাছে।

রাইমণি। নইলে বুনট ঠাস হইব ক্যামনে ?

সাধনা। বুঝতে পারলে তোমার ওই সুপুষ্ট ও সুশ্রী দেহের কোন আবেদনই আমার কাছে নেই ?

অনিমেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারচি তুমি পাষাণী। বেশী খুসি হও যদি, দেবীও বলতে পারি। বাসনা কামনা সবই তুমি জয় করেচ !

সাধনা। না অনিমেষ, আমি পাষাণী নই। দেবী বল্লেও আমি খুসি হব না। বাসনা কামনা আমি জয় করিনি। মানুষ আমি। দেহের প্রতি আসক্তি আমারো আছে। কিন্তু তোমার দেহের প্রতি নেই।

অনিমেষ। সেই ভাগ্যবানটি কে, যার দেহের জন্ম তুমি লালায়িত ?

সাধনা। মূর্ত্তি ধরে আজও দেখা দেয়নি। কিন্তু এ-কথা সত্যি যে, অকারণে কখনো কখনো আমারো সারা দেহ মন পুরুষের পরশ পাবার জন্ম থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে।

অনিমেষ। শুধু আমার স্পর্শই তোমাকে পাথর করে দেয় !

সাধনা। মুস্কিল এই অনিমেষ, আমি তোমাকে সহজ মনে আপনও করে নিতে পারি না, আবার বলতেও পারি না তুমি আমাদের কেউ নও।

অনিমেষ। কোন আকর্ষণই যখন নেই, তখন তাই-ই বা পার না কেন?

সাধনা। তুমি দুইবার দেশের জন্য জেল খেটেছিলে, তা ভুলতে পারি না। দেশ মুক্তি পাবার পর তুমি চোরাকারবারে পশার জমাচ্ছ, তাও ভুলতে পারি না। দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলে বলে বাবা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সে স্নেহ তাঁর থাকবে না, যদি তিনি জানতে পারেন কী উপায়ে তুমি টাকা উপার্জ্জন কর।

অনিমেষ। টাকা উপার্জ্জনকে তুমি অন্যায় মনে কর?

সাধনা। না। যে-ভাবে উপার্জ্জন কর, তা-ই অন্যায় মনে করি। রেফিউজীদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ, তারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করচে। রাষ্ট্রের ক্ষতি তুমিও করচ চোরাকারবার করে। তোমার বাড়তি অপরাধ এই যে, তুমি অবিরাম অতীতের কারবাসকে আর বাবার স্নেহকে কাজে লাগিয়ে চোরাকারবার নিরোধক আইনকে ফাঁকি দেবার সুযোগ করে নিচ্ছ।

অনিমেষ। খোলসা করে বলইনা কেন, তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

সাধনা। ঘৃণা করি না, আঘাত পাই; প্রীতি দিতে গিয়ে প্রতিহত হই। সেই জন্যেই আমার মন, আর সেই কারণেই আমার দেহও, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় না।

অনিমেষ। কাজেই আমাকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়?

সাধনা। এক সময় ছিল যখন মেয়েরা বিয়ের আগে হবু-বরদের চরিত্র ও কাজ নিয়ে এমন আলোচনা করত না।

অনিমেষ। এখনো বেশির ভাগ মেয়েই তা করে না।

সাধনা। রোমান্স আর দৈহিক মিলনের লালসা যাদেরকে বিহ্বল করে তোলে, তারাই তা করে না।

অনিমেষ। বোঝাতে চাও তুমি ও দুয়েরই উর্দ্ধে ?

সাধনা। উঁচু-নীচুর কথা নয়। শুনেচত, রূপকথার রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শ পেলে তবে জেগে ওঠে। পরশ কাঠিটি সোনা হওয়া চাই।

অনিমেষ। আর কন্যাটিও হওয়া চাই রাজকন্যা।

সাধনা। অব কোর্স! সুস্থ মন, সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুষমা-ভরা আবেগ না থাকলে মিলন সুন্দরও হয় না, সার্থক হয় না।

অনিমেষ। হুঁ! অনেক কথাই বল্লে তুমি। কিন্তু এ কথা কি মান যে, পরশ কাঠীটি যদি সোনার না হয়ে লোহারই হয়, তা হলেও তা ঘুম ভাঙ্গাবার কাজে লাগানো যেতে পারে।

সাধনা। ও! বলাৎকারের কথা বলচ ?

অনিমেষ। সেই আদিম প্রবৃত্তি এখনো মানুষের বুকে জাগ্রতই রয়েচে।

সাধনা। বিজ্ঞানের ছাত্র তুমি, অনিমেষ।

অনিমেষ। বিজ্ঞান বলাৎকারকে কখনো কখনো অপরিহার্য্য মনে করে। তার প্রমাণ হিরোসিমা, নাগাসাকি!

সাধনা। অনিমেষ!

অনিমেষ। বল।

সাধনা। তুমি বলচ এক, কিন্তু ভাবচ আর।

অনিমেষ। বুঝেচ!

সাধনা। তোমার নাকের ডগা ফুলে উঠচে, তোমার চোখে জ্বলচে কামনার আগুন······

অনিমেষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনবরত খোঁচা খেয়ে আমার ভিতরের পশু রুখে উঠেচে।

বলিতে বলিতে অনিমেষ পায়ে পায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল,
সাধনাও পায়ে পায়ে পিছাইতে পিছাইতে যে ঝোপের
দিকে কার্ত্তিক আর রাইমণি বসিয়াছিল, সেই
দিকে সরিয়া যাইতে যাইতে কহিল :

সাধনা। অনিমেষ ভুলোনা, আমরা শিক্ষিত, আমরা ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল, আমরা কালচারড······

অনিমেষ। সব আবরণের নীচে রয়েচে আদিম মানুষ, caveman, যার সঙ্গে পশুর কোন পার্থক্য নেই।

রাইমণি। ওগো! ছাখ, ছাখ, চাইয়া ছাখ, পুরুষডার মুখ চোখ সেই লোচ্চা-ডাকাইতগোর মুখ চোখের লাগান দেখাইতেছে।

কার্ত্তিক। তোমারে যারা ছিনাইয়া লইতাছিল?

রাইমণি। হ। অরেও ছিনাইয়া লইব।

অনিমেষ সাধনার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে
টানিয়া লইতে লইতে কহিল

সাধনা। অনিমেষ।

অনিমেষ। ক্ষিপ্ত পশু যখন শীকারের ঘাড় ভাঙবার অবসর পায়না, তখন কি করে জান?

সাধনা। অনিমেষ!

রাইমণি। তখন তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত ফেলে রেখে যায়।

কার্ত্তিক ঝোপের ভিতর হইতে বাঘের মত লাফাইয়া বাহির
হইয়া কহিল

কার্ত্তিক। ছাইড়্যা দে! ছাইড়্যা দে, যদি বাঁচতে চাস্!

অনিমেষ। চুপ কর্ ভিক্ষুক।

কার্ত্তিক। ভিখারী হইতে পারি; কিন্তু লোচ্চা না রে, শুমুন্দি!

বলিয়াই অনিমেষকে ধাক্কা দিল। অনিমেষ ছিটকাইয়া পড়িল প্ল্যাটফর্ম্মের
উপর। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একটা কাঠের হাতুড়ী ছিল।
তাহাই তুলিয়া লইয়া কার্ত্তিককে আঘাত
করিতে উদ্যত হইল

সাধনা। অনিমেষ!

রাইমণি। মাইরা ফ্যাল্ল গো, মাইরা ফ্যাল্ল।

অনিমেষ আঘাত করিল

কার্ত্তিক। মারছে রে শালা, মোক্ষম মার মারছে গো!

বলিতে বলিতে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া কার্ত্তিক
প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বসিয়া পড়িল

রাইমণি। আমার কি হইল গো!

বলিয়া রাইমণি ছুটিয়া গিয়া কার্ত্তিককে পিছন হইতে ধরিয়া কহিল

পাকিস্তানের লোচ্চাগো মাইর্যা তুমি আমারে ছিনাইয়া আনলা,

আর পরাণে মারল ওই কইলকাত্তার লোচ্চা! তবে আমরা কেন আইলাম সব ছাইড়্যা কাইট্যা গো, কেন আইলাম এই হিন্দুস্থানে!

কার্ত্তিক। চুপ দে মাগী, চুপ দে অথন।

রাইমণি। চুপ দিমু ক্যামনে! রক্ত গঙ্গা বইয়া যায় না। চক্ষে দেইখ্যা চুপ কইর‍্যা থাকুম ক্যামনে? আমার কি হইল গো! আমার কি হইল!

কার্ত্তিক। চুপ দে! আমি মরুমনা, চুপ দে কইতাছি!

সাধনা। কি করলে অনিমেষ!

অনিমেষ হাতুড়ীটা ফেলিয়া দিয়া কহিল

অনিমেষ। পশুকে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে তুমি।

সাধনা কার্ত্তিকের কাছে গিয়া কহিল

সাধনা। দেখি, কোথায় লেগেছে?

কার্ত্তিক। মারছে মোক্ষম মার।

বলিতে বলিতে কার্ত্তিক প্ল্যাটফর্মের উপর শুইয়া পড়িল

সাধনা। অনিমেষ দৌড়ে গিয়ে য়্যাম্বুলেন্সকে ফোন কর। একে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

অনিমেষ। হ্যাঁ ফোন করব, কিন্তু য়্যাম্বুলেন্সকে নয়, পুলিশকে।

সাধনা। পুলিশ ত তোমাকেই ধরে নিয়ে যাবে।

অনিমেষ। কিন্তু পরে যাতে ছেড়ে দ্যায়, তার জন্যে আমাকেই আগে খবর দিতে হবে। বলতে হবে বাস্তুত্যাগী আশ্রয়প্রাপ্ত ওই লোকটা আশ্রয়দাত্রী দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল।

তাই দেবীর দীন এই ভক্ত আমি অনন্যোপায় হয়ে আততায়ীকে আঘাত করে তরুণীর সম্ভ্রম রক্ষা করেচি।

সাধনা। অনিমেষ!

অনিমেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে আমার ডিফেন্স!

সাধনা শুনিয়া স্তব্ধ রহিল। যবনিকা পড়িল। সেই যবনিকা যখন উঠিল তখন চাঁদের আলো আরো শুভ্র হইয়াছে। দূরে কোথাও কেহ গান গাহিতেছে। মহিম স্তব্ধ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। সাধনা চঞ্চল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

মহিম। সাধনা।

সাধনা দূরে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। কাছে গিয়া কহিল--

সাধনা। আমাকে ডাকছিলে বাবা?

মহিম। অনিমেষের ব্যবহারে মনে খুবই আঘাত পেয়েচ?

সাধনা। তার কথা আমি ভাবচিনা, বাবা। ভাবচি আহত লোকটির কথা।

মহিম। লোকটি খাঁটি ধাতু দিয়ে গড়া; প্রাণের মায়া নেই, সৎ কাজে সংশয় নেই! ওর মত লোককেও বাস্তু ছেড়ে চলে আসতে হোলো! কাপুরুষ বলেই যে এল, তা মেনে নিতে মন চাইছে না।

দীপক আগাইয়া আসিল

সাধনা। এই যে দীপকবাবু। হাসপাতালের খবর কি?

দীপক। ড্রেস করে ছেড়ে দিলে। বল্লে আঘাত গুরুতর নয়। শিগগীরই সেরে যাবে। ওর মত লোক সহজে ঘায়েল হয় না।

মহিম। ওর সম্বন্ধে তা হলে ভয় করবার কিছু নেই?

দীপক। আজ্ঞে, না।

মহিম। একটা দুর্ভাবনা গেল।

দীপক। ফিরে এসে নিশ্চিন্ত বসে গল্প জমিয়েচে।

মহিম। হাসপাতালে ওকে একটা ডিক্লারেশন দিতে হয়েচে ত।

দীপক। দিয়েচে।

মহিম। এখন অনিমেষকে নিয়েই ভাবনা।

দীপক। অনিমেষবাবুর কাণ্ডটাও একেবারে চাপা দিয়েচে।

সাধনা। অনিমেষ যে ওর মাথায় হাতুড়ীর ঘা মেরেচে, তা ও বলেনি?

দীপক। না। ও বলেচে আপনাদের একটা শেডের একটা মাচার ওপর কতকগুলো লোহার গোলা ছিল, তারই একটা গড়িয়ে ওর মাথায় পড়েচে।

মহিম। লোহার গোলা?

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, বাড়ী তৈরির সময় লোহার সরঞ্জামের সঙ্গে সেগুলো কেন যেন আনা হয়েছিল। কোন কাজে লাগেনি বলে সেগুলি লোহা-লক্কড়ের সাথে মাচায় তুলে রাখা হয়েছিল।

মহিম। ও তা জানল কি করে?

দীপক। ওই ঘরটাই ও থাকবার জন্য বেছে নিয়েছিল। হয়ত দেখে রেখেছিল ঘরের কোথায় কি আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরেই সে-ই মাচায় উঠে লোহা লক্কড়গুলো এলোমেলো করে রেখেচে, গোটা দুই লোহার গোলাও নীচে ফেলে রেখেচে।

মহিম। কেন, এত সব ও করতে গ্যাল কেন?

দীপক। হাসপাতালে যাবার সময় পথেই আমাকে বলেছিল যে, সত্য ঘটনা ও কিছুতেই প্রকাশ করবে না।

মহিম। কেন?

দীপক। ও বল্লে তাতে সাধনা দেবীর সম্বন্ধে দশজনকে দশকথা বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। ও তা দিতে চায় না।

মহিম। শুধু সেই কারণেই অকারণে যে ওকে জখম করলে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ও করলে না!

দীপক। ও বল্লে, সাধনা দেবী আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাই যাতে তাঁর অমর্য্যাদা হতে পারে, তা আমাদের করা উচিত নয়।

সাধনা। সাধারণ ওই মানুষটি এতখানি মহত্বের অধিকারী, বাবা?

মহিম। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মন এমনি উঁচু তারেই বাঁধা, মা। কয়েক শত বছরের অবহেলা আর উপেক্ষা তাতে মরচে ধরিয়ে দিয়েচে। স্বাধীনতার স্পর্শে আবার তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এ ভরসা আমার আছে।

সাধনা। অনিমেষ বলেছিল সে-ই পুলিশকে খবর দেবে নিজের সাফাই তৈরী রাখবার জন্যে।

মহিম। অনিমেষ আজকাল পুলিশের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েচে।

সাধনা। তোমার স্নেহকে সে তার স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে বাবা।

মহিম। কিন্তু পুলিশ অফিসাররা ত আমাকে প্রীতির চোখে দেখতেন না। এখনো তা দেখবার কোন কারণ নেই।

সাধনা। এখন তাঁরা জানেন মিনিষ্টাররা তোমার বন্ধু। তাই আগে যে দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে দেখতেন, এখন সে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন না।

মহিম। আমাকে এখন তাঁরা বন্ধু মনে করেন?

সাধনা। তা মনে না করলেও বোঝাতে চান তুমি তাঁদেরই মতো একজন দেশ-সেবক বলে তোমাকে তাঁরা শ্রদ্ধাই করেন।

মহিম। তাঁদেরই মতো একজন দেশ-সেবক!

সাধনা। তাদের কথা এখন থাক্। তুমি চল তোমাকে ঘরে রেখে আসি। অনেক রাত হয়েচে।

মহিম। কিন্তু আহত লোকটির সঙ্গে একবার ত আমাদের দেখা করা দরকার!

সাধনা। সে আমি যাব এখন।

মহিম। এত রাতে একা তুমি যাবে?

সাধনা। দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে যাব, আবার তিনিই আমাকে পৌঁচে দিয়ে যাবেন।

মহিম। অনিমেষ যে ব্যবহার করলে, তারপর আর......

সাধনা। আর কাউকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার না, না?

মহিম। কিন্তু অনিমেষের কুৎসিত ব্যবহারের ফলে একটুখানি আলো প্রকাশ পেয়েচে।

সাধনা। আলো!

মহিম। হ্যাঁ, মা। নারী নিগ্রহ, নারীর ওপর উপদ্রব বিশেষ কোন একটা রাষ্ট্রেরই কেবল কলঙ্ক নয়, সকল রাষ্ট্রের সকল অসংযত উচ্ছৃঙ্খল মানুষই ওই পাপ আচরণ করে। ও পাপ রাষ্ট্রের নয়, মানুষের মনের পাপ। পাকিস্তান ত্যাগ করলেও ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই; নিষ্কৃতি আছে কেবল সমাজ সংস্কারে, মানুষের মানসিক বিশুদ্ধতায়। এক স্থান থেকে অপর স্থানে পালিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। পলায়ন নয় সংস্কৃতি, বুঝলে মা, সংস্কৃতিই হচ্চে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।

প্রভাবতীর গলা শোনা গেল

প্রভাবতী। আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গ্যাল গো! অখন আমি কি করুম কও। ক্যান্ তুমি আনলা আমারে!

অবনী। চল দীপুরে কই, দশজনেরে কই, থানা পুলিশ করি।

সাধনা। আবার কি হোলো! আপনারা, পূব-বাঙ্গলার লোকেরা, সবেতেই বড় গোলমাল করেন। থাকবার ঠাঁই ছিল না, যা হোক একটা পেয়েছেন। পেয়েছেন যখন, থাকুনই না চুপচাপ। তা নয়, অবিরাম হট্টগোল। ডিজগাষ্টিং!

দীপক। ভুল করচেন সাধনা দেবী। একটু আগে এখানে যে গোলমাল হয়ে গেল, যার জন্যে একটি লোককে হাসপাতালে যেতে হোলো, সে গোলমাল পূব-বাঙ্গলার লোকেদের জন্যে হয়নি।

সাধনা। আমি বলচি তাই-ই হয়েচে। কী দরকার ছিল কার্ত্তিকের অমন গোঁয়ার্ত্তুমি করবার!

দীপক। ওঃ!

সাধনা। মানে? আপনি অমন ঠোঁট-বাঁকানো শব্দ করলেন কেন?

দীপক। পূব-বাঙ্গলার লোকদের বদনই বেঁকে গেছে, ঠোঁটই বা সিধে থাকবে কেন।

সাধনা। আপনি এখনো বিদ্রূপ করচেন!

দীপক। বাঁকা ঠোঁট যেমন ট্র্যাজিক, তেমনই কমিক; তাই বাঁকা ঠোঁটের ব্যথার কথা অনেক সময় পরিহাস বলে মনে হয়। কিন্তু আমি পরিহাস করিনি। বুঝতে পারচি কার্ত্তিকই অন্যায় করেছিল।

আপনি অনিমেষ লাহিড়ীকে খেলাচ্ছিলেন, বাঙ্গাল কার্ত্তিক তা বুঝতে পারেনি!

সাধনা। আপনি চলে যান এখান থেকে।

প্রভাবতী। অখন ত চইলা যাইতেই কইবা। একজনের মাথা ফাটাইলা, চুরি করাইলা আমার গয়না, অখন বিদায় করতে চাইবা না?

সাধনা। কী বলচেন আপনি!

অবনী। তুমি কিছু কইয়োনা গিন্নী, আমারে কইতে দাও।

প্রভাবতী। ক্যান্ আমি কমু না ক্যান? ও মইয়্যা, পরথম আইয়া যখন দাঁড়াইলাম, আমার গা-ভরতি গয়না দেইখ্যা তোমার চক্ষে আগুন জ্বইলা উঠছিল, পরাণ পুইড়্যা ছাই হইতাছিল। অখন সব ঠাণ্ডা হইল ত! পাইলা ত শান্তি!

দীপক। ও-রকম করে না বলে সহজভাবে বলুন না খুড়িমা, কী হয়েচে।

প্রভাবতী। হইব আর কি! আমার কপাল পোড়চে, সব্বস্ব গ্যাছে চোরের গর্ত্তে। কী হইল আমার গয়না? গা-ভরতি গয়না?

দীপক। গয়না ত আপনার গায়েই ছিল।

প্রভাবতী। গায়েই ত ছিল। সেই গয়না দেইখ্যা সগগোলের চোখ জ্বইল্যা যায়, পরাণ পুইড়্যা যায় বইল্যাই ত তোমার খুড়া কইল গায়ের গয়না খুইল্যা রাখতে। কার্ত্তিকডার কীর্ত্তি শোনলাম। শোনলাম সে সাধনা দেবীর গয়না ছিনাইয়া লইতে গেছিল বইল্যাই মার খাইল।

দীপক। এ-কথা কার কাছে শুনলেন?

প্রভাবতী। তোমার খুড়া কইল না!

দীপক। আপনি বলেচেন এই কথা ?

অবনী। যা শুনচি, তাই কইছি! হাচা-মিছা জানিনা। চক্ষে ত দেখি নাই।

প্রভাবতী। অখন, শোন্ দীপু, আমার সব্বনাশের কথা অখন শোন্। কার্ত্তিকের ভয়ে গয়না খুইল্যা রাখলাম পোর্টোমান্টে। খুইল্যা রাইখ্যা চাবীডা আঁচলে বাঁইধ্যা লইয়া গ্যালাম পাকসাক করতে। চুলার আগুন জ্বইল্যা ওঠতেই মনে হইল সতী লক্ষ্মীর গাযে একখানা সোনা রাখতে হয়। ভাবলাম বালা জোড়া পইর‍্যা থাকি। বালা জোড়া আনতে গিয়া দেখি আমার পোর্টোমান্টো ভাঙ্গা। হাতড়াইয়া দেখিরে দীপু, পোর্টোমান্টো ভাঙ্গে নাই, আমার কপাল ভাঙ্গছে। আমার সব গয়না চুরি কইর‍্যা লইছরে দীপু, সব্বস্ব চুরি কইর‍্যা লইছে। আইজ হইলাম আমি পাকা পথের ভিখারী, পাকা ভিখারী হইলাম রে!

প্রভাবতী কাঁদিতে লাগিল

অবনী। এ-কাজ কার্ত্তিক ছাড়া কেউ করে নাই, তা তোমারে আমি কইলাম দীপু।

রাইমণি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল

রাইমণি। মিছা কথা।

অবনী। মিছা কি হাচা থানা-পুলিশে গ্যালেই তা বোঝান যাইব।

রাইমণি। আর বোঝন যাইব যদি আমি কইয়্যা দি, ভাশুর হইয়া আপনে যে ছালির কথা কইয়া আমার মন ভাঙ্গাইতে চাইলেন, ঘর ভাঙ্গাইতে চাইলেন।

প্রভাবতী। ও কি কথা তুই কইত্যাছিসরে রাইমণি।

রাইমণি প্রভাবতীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল

রাইমণি। তুমি সতী লক্ষ্মী দিদি, তোমারে ছুঁইয়্যা, আকাশের ওই চাঁদ-তারারে সাক্ষী রাইখ্যা আমি কইতাছি, আমার কথা মিছা নয়। ভাশুর জাইন্যা যার মুখের দিকে চাই নাই, যারে ছাখতে দেই নাই আমার মুখ, সেই আমারে ইনারাব ডাইক্যা......

দয়াল আসিয়া দাঁড়াইল

অবনী। চুপ দে! চুপ দে ছিনাল মাগী।

রাইমণি। আমি কইতাছি দিদি, তোমার গহনা চুরি যায় নাই, ভাশুরের কাছেই আছে।

সাধনা। এ সব কী দীপকবাবু?

দীপক। যান, আপনারা এখান থেকে চলে যান।

অবনী। যাইতেই ত হইব। থানায় যাইতে হইব না। অত টাকার গয়না।

প্রভাবতী। রাইমণি যা কইল, তা হাচা না মিছা?

অবনী। ওই ছিনাল মাগীর কথা তুমি কানে নিয়ো না।

রাইমণি। আমি তাঁতির বউ মিছা কথা কইনা, দিদি। তুমি আইস আমার লগে। সব কথা তোমায় আমি কমু অখন। খিটকালের কথা সগ্‌গোলের সাম্নে ত কইতে পারি না।

প্রভাবতী। চল, আগে শুইন্যা লই। তারপর দেখুম ওই বুইড়্যা মিন্সারে।

বলিয়া রাইমণিকে একরকম টানিতে টানিতে লইয়া গেল

দয়াল। সত্যিই যদি দেখতে চাও ওর স্বরূপ তোমায় দেখাতে পারি। দুঃখু তোমরা তা দেখতে চাওনা; দেখলেও. চোখ বুজে থাক।

অবনী। দীপু! তুমি বাবা ঐ ছিনাল মাগীর কথা……

দীপক। থামুন! যা তা বলবেন না।

অবনী। আচ্ছা কমু না, কিছু আর কমু না। তুমি বাবা আমার লগে চল থানায়।

দীপক। না, থানায় যেতে আমি পারব না।

অবনী। তোমার ভরসায় দেশ ছাইর‍্যা আইলাম। অখন তুমি আমাগো ত্যাগ করবা?

দীপক। আমি কাউকে ভরসা দিইনি, কাউকে বলিনি আমার সঙ্গে আসতে। আপনি এখন যান এখান থেকে। আমাকে পাগল করে দেবেন না।

অবনী। আচ্ছা, যাইতাছি অখন। কিন্তু তোমার বোনের বোঝা আর বইতে পারমুনা, তাও কইয়া যাইতাছি।

দয়াল। ওর বোনের বোঝা ও বইতে পারবে। এবার তোমার পাপের বোঝা হাল্কা করে, বাঁচবার ব্যবস্থা করবে চলত চাঁদ।

অবনী। সব সময় পাগলামো কইরোনা দয়াল-দা।

দয়াল। পাগলামো নয় দত্ত, পাগলামো নয়! তোমার স্ত্রীর গয়না তুমিই নিয়েচ। ফিরিয়ে দেবে এস!

টানিতে টানিতে লইয়া গেল

দীপক। উঃ! কী নিদারুণ অভিশাপ! সাধনা দেবী, আমি অপরাধ স্বীকার করচি, ক্ষমা চাইছি। আপনাদের বাড়ীতে ওদের এনে

আমি অন্যায় করিচি। সবাই মিলে এমন উপদ্রব যে করবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

সাধনা। আপনিই বা কি করবেন। ওরা দেখচি, কোন শৃঙ্খলাই আর মেনে চলতে পারে না।

দীপক। বাস্তু না থাকবার, সমাজ ভাঙবার, কুফলই ত এই। ছয় মাস ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে। বর্ত্তমান ওদের শঙ্কায় সঙ্কটে লাঞ্ছনায় কেটে যায়, ভবিষ্যতের দিকে চেয়েও অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না, মনের সৎ প্রবৃত্তি সব একে একে শুকিয়ে যায়। আত্মরক্ষার আকুলতায় ওরা হয়ে ওঠে একান্ত স্বার্থপর।

বলিতে বলিতে প্লাটফর্ম্মে গিয়া বসিল। সাধনা তার কাছে গিয়া কহিল

সাধনা। ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কি কোন উপায় নেই ?

দীপক। বন্যা যে-গাছকে শিকড়-সমেত উপড়ে ভাসিয়া নেয়, কোনক্রমে তা জল থেকে উদ্ধার করা গেলেও তাকে আর জিইয়ে রাখা যায় না, বড় জোর জ্বালানি কাঠ করে কাজে লাগানো যায়। শিকড়-ছেঁড়া মানুষের পরিণাম অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, সাধনা দেবী !

সাধনা তাহার আরো কাছে গিয়া দাঁড়াইল

সাধনা। আপনার ব্যথা আমি বুঝতে পারি।

দীপক তাহার দিকে চাহিয়া কহিল

দীপক। বিশ্বাস করি। নইলে আপনি আমাদের আশ্রয় দিতেন না। কিন্তু আমার ব্যথার আর আপনার সহানুভূতির কোন মূল্যই ত নেই।

সাধনা। আছে দীপকবাবু। এই বেদনার অনুভূতি, এই সহানুভূতি,

মানুষের মন থেকে যাতে না লোপ পায়, তাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

দীপক। আপনারও এই প্রার্থনা!

সাধনা। আমার···আপনার···সকল মানুষের।

দীপক। যুদ্ধের পরও পৃথিবীটা যে শ্মশান হয়েই রয়েচে, স্বপন বিলাসিনী আপনি দেখচি তা ভুলেই গেছেন।

সাধনা। ভুলি নাই দীপকবাবু, শুধু জানতে চাই যুদ্ধোত্তর কালের যুবজন আমরা, আমরাও কি শেয়াল শকুনি হয়ে শব-গন্ধ উপভোগ করব?

দীপক। কি করতে চান, আপনি?

সাধনা। এই শ্মশানেই নন্দন-কানন রচনার দায়িত্ব নোব।

দীপক। বল্লেন বেশ কাব্য করে, কিন্তু কাজটা যে কঠোর বাস্তব।

সাধনা। হিংসা দ্বেষ সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস মানুষের মনে মনে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পৃথিবীকে এই মহাশ্মশানে পরিণত করেচে। তারই জন্য বিরোধের বিরতি নেই; তারই জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্ভাবনার বিষয় হয়ে রয়েচে—যা মানুষের অবশিষ্ট সুখ শান্তি মানবতা সবই ধ্বংস করে দেবে।

দীপক। পারবেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অসম্ভব করে এই শ্মশানকে নন্দন কাননে পরিণত করতে?

সাধনা। আমরা যুদ্ধোত্তর কালের যুবক যুবতীরা এখনো যদি কেবলমাত্র দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে দৃঢ় হয়ে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দেশে দেশে মানুষের হিংসার বিরুদ্ধে, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি—সকল মানুষকে সমান অধিকার

দিতেই হবে, তাহলেই দেখতে পাবেন এই মহাশ্মশানের দগ্ধ বক্ষ শ্যাম তৃণে ছেয়ে যাবে, হিংসার বলি যত সব কঙ্কাল ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

দীপক। কিন্তু হিংসার বিরুদ্ধে, সন্দেহের বিরুদ্ধে, মানুষের দুর্ব্বার লোভের বিরুদ্ধে, কোন্ কোন্ দেশের যুবজন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে বলে আপনি আশা করেন ?

সাধনা। সবার আগে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে, কেননা ভাগ্যক্রমে আমরাই ভারতের মহান ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি, পেয়েছি মহাত্মাজীর উপদেশ আর নেতৃত্ব।

দীপক। আমাদের কথা শুনবে কে ?

সাধনা। যারা কুইট ইণ্ডিয়া দাবীপূর্ণ করেছে, তাদেরই বংশধরা শুনবে আমাদের কথা ; শুনবে শৃঙ্খলমুক্ত নব-জীবন-প্রাপ্ত বিশাল এসিয়া। পায়ে পায়ে সকলেই মহামিলনের পথে এগিয়ে যাবে।

দীপক। আপনি এ-কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না।

সাধনা। কেন ? আপনি আর আমি কংগ্রেসের আদর্শ নিয়ে, কংগ্রেসের কাজে, একই পথ ধরে এগিয়ে এসেচি।

দীপক। যাত্রা করেছিলাম একই পথে, কিন্তু ফল পেলাম পৃথক।

সাধনা। পৃথক হবে কেন দীপকবাবু, একই স্বাধীনতা আমরা পেয়েচি। যে স্বাধীনতা আমার কাছে পরম সত্য, আপনার কাছেও তা মিথ্যা নয়।

দীপক। মিথ্যা বৈকি ! যে স্বাধীনতার ফলে বাস্তু হারাতে হয়, সে স্বাধীনতার সবখানিই আমার কাছে মিথ্যা।

সাধনা। বাস্তু আপনাকে হারাতে হয়নি, বাস্তু আপনি ত্যাগ করেছেন। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, জন্মভূমির ওপর জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার সময় সত্যি করে যখনই এল, তখনই সেই অধিকার হেলায় ত্যাগ করে আপনি চলে এলেন। মাতৃভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ আর একথা বলতে পারলেন না যে, 'এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।' অথচ ইংরেজ-আমলে দেশ-সেবকরা ও-কথা শুধু মুখেই বলতেন না, জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রাণও দিতেন।

দীপক। পূব-বাঙ্গলার মাইনরিটির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবার অনিবার্য্য পরিণাম কি, তা আপনি ভাবতে পারেন না।

সাধনা। আপনি এখনো ভাবচেন সেই প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের কথা।

দীপক। ভোলবার মতো তুচ্ছ কথা কি?

সাধনা। তাহলে এ-কথাও ভুলবেন না যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্ররোচনা দিয়েছিল তারাই, যারা সিপাহী-বিদ্রোহের পর বিদ্রোহীদের সাজা দেবার জন্য ব্যাপক নর-হত্যা করেছিল; যারা শাসনের নামে পশ্চিম সীমান্তে নিয়মিত হত্যার উৎসব জমিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল; যারা জালিনওয়ালাবাগকে নিরস্ত্র নিরীহ নর-নারীর শব দিয়ে ছেয়ে রেখেছিল! তারাই চাইত ব্যাপক হত্যা। আজ তারাও নেই, তাদের সে স্বার্থও নেই।

দীপক। শুধু প্রবল হয়ে উঠেচে শরিয়ত-শাসনের দাবী।

সাধন। একটা দাবী মুখর হয়ে উঠলেই যে অপর দাবী নীরব থাকবে

তা মনে করবেন না। ভুলবেন না যে, আধুনিক এসিয়ায় সর্ব্বপ্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল খলিফদেরই তুর্কীতে, একজন মুসমানেরই স্বপ্ন ও সাধনার ফলে।

দীপক। তার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এক রাগিনী।

সাধনা। মানুষের মনে কখন কোন্ রাগিনী কী প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তা তার একটু আগেও কেউ বলতে পারে না। আমাদের যন্ত্র বেঁধে সুর ভাঁজতে হবে, আমাদেরই বাঞ্ছিত সুর, মানুষে মানুষে মিলনের সুর।

দীপক। যা বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

সাধনা। পরবশ ভারতে যা ব্যর্থ হয়েছিল, স্বাধীন ভারত তাকে ব্যর্থ হতে দেবে না। ভারতের স্বাধীনতার সে-ই হবে সবচেয়ে বড় অবদান। স্বাধীনতার জন্য আপনি সর্ব্বস্ব পণ রেখেছিলেন, স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলবার জন্য কেন আপনি অগ্রসর হবেন না?

দীপক। আবারো বন্ধুর পথে যাত্রা!

সাধনা। পথের দাবী যে এখনো অপূর্ণ।

দীপক। সেই দুঃসাধ্য দুষ্প্রাপ্য দাবী কি? দেশব্যাপী এই অসন্তোষের অনলে আপনার কল্পনার কল্যাণ কমল কেমন করে ফুটে উঠবে সাধনা দেবী?

সাধনা। (সকল মানুষের সর্ব্ববিধ কল্যাণ। ইংরেজ দু'শ বছর ধরে যে পাঁক তৈরি করেছিল, আমরা এখনো তারই মাঝে পড়ে রয়েচি। মাইনরিটি-মেজরিটি উন্নত-অবনত আমরা সবাই তাতে নিমজ্জিত।

যেখানে যে মানবতা-বিরোধী মতবাদ শুনতে পাচ্ছেন, যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের আস্ফালন দেখছেন, জানবেন তা সবই পরবশ-আমলের অভিশপ্ত মনের পরিচয়। সেই মনের দুয়ার জানালা আজ আমাদের সবলে খুলে দিতে হবে, যাতে করে নূতন আলো এসে আমাদের মনকে আলোকিত করে তুলতে পারে।

দীপক। যে অপরিসীম দুঃখ আমি সঞ্চয় করে এনেছি, তা শত সূর্য্যের আলো পেলেও গলে যাবে না।

সাধনা। ওই দুঃখবাদও পরবশতার ফল। শাসকদের পীড়ন আর আমাদের অবিরাম আত্ম-নিগ্রহ দুঃখকে যে মর্য্যাদা দিয়েচে, দুঃখ অবসানের প্রয়াসকে সে মর্য্যাদা দেয়নি। আজ তা দিতে হবে!

দীপক। দিতে ত চাই, কিন্তু পারি কোথায়? সাধনা দেবী? 'সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা!'

সাধনা। মনের দুয়ার জানালা খুলে দিন; তাতে আলো পড়ুক!

দীপক। আলো! আলো কোথায়!

সাধনা। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন।

দীপক। দেখছি। আকাশের ওই চাঁদের মতেই রূপালী রূপ।

সাধনা। আমার হাত ধরুন

হাত ধরিয়া দীপক কহিল

দীপক। তেমনিই ঠাণ্ডা, হিম-শীতল।

সাধনা। কিন্তু দেহ আপনার কাঁপচে।

দীপক। হ্যাঁ, হিমের স্পর্শে।

সাধনা। না।

দীপক। তবে?

সাধনা। সুখ দুঃখের সংঘাতে।

দীপক। মানে?

সাধনা। যে দুঃখকে মধুর বলে ভাবতেন, বুঝতে পারচেন তার চেয়েও মধু পাওয়া যায় সুখের স্বাদে। যা অনুভব করচেন, তা মেনে নিতে চাইছেন না। তারই সংঘাত।

দীপক। আপনি কি আমাকে হিপনোটাইজ করতে চাইছেন, সাধনা দেবী?

সাধনা। মেয়েদের একটা কাজ তাই, আপনাদের মুখে শুনি। কিন্তু আপাতত বশীকরণ আমার অনভিপ্রেত।

দীপক। তবে?

সাধনা। বলুন ত তবে আমার অভিপ্রায় কি?

দীপক। আমি জানিনা, আমি বলতে পারি না।

সাধনা। আমিও জানি না, আমিও বলতে পারি না—কেন আপনাকে বল্লাম আমার দিকে চেয়ে দেখুন, কেন বল্লাম আমার হাত ধরুন।

দীপক। সে কি! অকারণে?

সাধনা। হ্যাঁ, কোন কারণই ত খুঁজে পাচ্ছি না।

দীপক। এই নিশুতি রাতের নীরবতা কি কারণ হতে পারে?

সাধনা। নিঃসঙ্গ রাত জাগবার অভ্যাস আমার আছে।

দীপক। চাঁদের এই মধুর আলো কি কারণ হতে পারে?

সাধনা। চাঁদ আজই প্রথম দেখা গেল না।

দীপক। রাত শেষ হতেই যে স্বাধীনতার উৎসব শুরু হবে, তাই কি কারণ হতে পারে?

সাধনা। সে উৎসবের বাঁশী আমার মনে সব সময়েই বাজে।

দীপক। কোনটাই কারণ নয়?

সাধনা। সত্যি, ওর কোনটাই সত্যিকারের কারণ নয়।

দীপক। কিন্তু আমাদের দুজনার দেহই যে থেকে থেকে কেঁপে উঠচে, একথা ত মিথ্যে নয়।

সাধনা। সন্ধ্যাবেলায় অনিমেষ আমার দেহ স্পর্শ করে কেঁপে উঠেছিল, আমি ছিলাম নিথর নিস্পন্দ।

দীপক। সন্ধ্যাবেলায় আপনার মুখের দিকে যখন চেয়ে দেখেছিলাম···

সাধনা। তখন? বলুন, তখন?

দীপক। তখন···বল্লে আপনি রাগ করবেন।

সাধনা। না। আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি তাই স্পষ্ট জানতে পারলে খুসি হব।

দীপক। তখন মনে হয়েছিল আপনি যেন পাথরের মূর্ত্তি।

সাধনা। আশ্রয় পাবার পরও?

দীপক। পাথরে খোদা দেব-দেবীর পাথরে-গড়া মন্দিরেও ত মানুষ আশ্রয় পায়।

সাধনা। তারপর···বলুন···

দীপক। আশ্রয় পাবার পর আশ্রয়টা আর বড় কথা থাকে না, আশ্রিত তখন প্রার্থনা করে, পাথরের দেব-দেবী তার প্রতি প্রসন্ন হোন।

সাধনা। কিন্তু সন্ধ্যায় যাকে পাথরের মূর্ত্তি মনে হয়েছিল, চাঁদের আলোয় তাকে অপর কিছু মনে করচেন ত ?

দীপক। হ্যাঁ।

সাধনা। কাজেই আমি প্রসন্ন হই, সে কামনা আপনার নেই এখন ?

দীপক। এখন আপনাকে দেখে, আপনাকে স্পর্শ করে, মনে হচ্ছে, দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে হয় তাঁরা প্রসন্ন হৌন, কিন্তু আপনি কেবল প্রসন্ন থাকলেই আমার সবখানি পূর্ণ হবে না।

সাধনা। আমার কাছে অতিরিক্ত কি পেলে আপনার অভাব পূর্ণ হয় ?

দীপক। প্রীতি।

সাধনা। শুধু তাই !

দীপক। তাই যে আশাতীত।

সাধনা। এই নিশুতি রাতে, এই জ্যোছনার আলোয়, আমি যদি শুধু মুখে বলি আমার প্রীতি আপনি পাবেন, তাহলেই আপনার সকল কামনা পরিতৃপ্ত থাকবে ?

দীপক। আশ্রিত অপরিচিত আমি আর কি চেয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারি ?

সাধনা। আপনি ত অপরিচিত নন !

দীপক। আজকার আগে আমাকে আপনি জানতেন না।

সাধনা। কিন্তু আজই ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে, সমগ্রভাবে, জেনে ফেলেচি।

দীপক। কি জেনেছেন ?

সাধনা। জেনেছি, পূব-বাঙ্গলা থেকে আপনি, আর পশ্চিম-বাঙ্গলা থেকে

আমি প্রায় একই সময়ে একই পথে যাত্রা সুরু করেচি—জাতির মুক্তি পথে।

দীপক। একথা সত্য।

সাধনা। জেনেছি জাতির মুক্তির পরও মানুষের দুঃখ আর লাঞ্ছনা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, যেমন পীড়া দিচ্ছে আমাকে।

দীপক। আপনাকেও।

সাধনা। জোর করে আপনারা আমাদের বাড়ীর শেডগুলো দখল করে নিলেন, পুলিশ এলো আপনাদের তাড়িয়ে দিতে, আমরা পুলিশকে ফিরিয়ে দিলাম এই বলে যে, আপনারা বাস্তুত্যাগী আশ্রয়-প্রার্থী নন, আপনারা আমাদের আত্মীয়, অতিথি। আপনাদের লাঞ্ছনা যদি না আমাদের পীড়া দিত, তাহলে কি ওই কথা বলে পুলিশকে ফিরিয়ে দিতাম ?

দীপক। না, তা দিতেন না।

সাধনা। তারপর জেনেছি, নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, কয়েকটি ভাগ্য-তাড়িত নর-নারীকে স্থিতু করবার আশা দিয়ে আপনি দেশ ছেড়ে এসে শান্তি পাচ্ছেন না

দীপক। কিন্তু যে দেশ ছেড়ে এসেচি, সে দেশেও দারুণ অশান্তিতে দিন কাটাতে হচ্ছিল। সে-কথা আর এখন ভাবতেও পারি না।

সাধনা। আপনার চোখের দৃষ্টি, আপনার দেহের উষ্ণ পরশ, আপনার মনের মানবতা—

দীপক যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

দীপক। সাধনা দেবী !

সাধনা তাহার দিকে একটুকাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল

সাধনা। বলুন।

দীপক। এইবার আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে সত্যি সত্যিই হিপ্‌নোটাইজ করতে চাইছেন।

সাধনা। না। আত্ম-নিগ্রহের ফলে, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে, যে-মানুষ আপনার দেহের মাঝে আড়ষ্ট হয়ে রয়েচে, আত্ম-প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা আর যার নেই, তাকেই আমি উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইছি। কামরূপ কামাক্ষার কুহকিনাদের যে বশী-করণ বিদ্যার কথা শোনা যায়, সে বিদ্যা আমার নাই। মানুষকে আমি ভেড়া করে রাখতে চাই না।

দীপক। আপনি কি চান?

সাধনা। আপনাকে, সকল মনুষকে, এগিয়ে দিতে চাই।

দীপক। কোথায়?

সাধনা। মানুষ যেখানে যেখানে লাঞ্ছনায়, অবমাননায়, ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েচে, আড়ষ্ট হয়ে রয়েচে।

দীপক। যদি বলি সে হচ্ছে পূব-বাঙ্গলা, সেইখানেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে?

সাধনা। তাই যাব।

দীপক। পারবেন?

সাধনা। কেন পারব না!

দীপক। লাঞ্ছনার ভয় রয়েচে জেনেও সঙ্কোচ অনুভব করচেন না?

সাধনা। একদিন বিদেশীর দেওয়া লাঞ্ছনাকে অঙ্গের ভূষণ করে নিতে

পেয়েছিলাম। আজ স্বদেশীর দেওয়া লাঞ্ছনাকে তার চেয়ে কদর্য্য মনে করব কেন? মানুষে-মানুষে মিলনে যে গৌরব রয়েচে, তার দীপ্তি সকল লাঞ্ছনাকে একদিন ম্লান করে দেবে।

দীপক। কিন্তু সে লাঞ্ছনা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

সাধনা। কুৎসিত কিছু কল্পনায় এনে স্তব্ধ হয়ে থাকা জাগ্রত যৌবনের ধর্ম্ম নয়। জাগ্রত যৌবন বন্যা-প্রবাহের মতো সব আবর্জ্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে যৌবন আমার দেহে মনে, আপনারও দেহে মনে, আবদ্ধ রাখা দায় হয়ে উঠেচে! তাই আমাদের দুজনারই দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠচে, মন উঠচে দুলে, ফুলে। কারণ জানতে চেয়েছিলেন, কারণ নিশুতি রাতও নয়, চাঁদের আলোও নয়, কারণ স্বাধীনতার নব-বসন্তে যৌবনের জাগরণ।

দীপক। আমার যৌবন যদি আপনার দেহ দাবী করে?

সাধনা। করবে কিনা তাইত ভাবচি!

দীপক। যদি করে, পারবেন সে দাবী পূর্ণ করতে?

সাধনা। (মনে মনে যাদের মিলন ঘটে, তাদের দেহের মিলন লজ্জার কারণ হয় না। সৃষ্টির দাবী মেটায় বলেই তা হয় নর-নারীর পক্ষে প্রয়োজনীয়।)

দয়াল আসিয়া দাঁড়াইল

দীপক। কিন্তু বিয়ের কথা এখন আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না।

দয়াল। (বিয়ে এমনই একটি অনুষ্ঠান, যা কেবল ঘটকদের আর অভিভাবকদের কল্পনাতেই অপরিহার্য্য থাকে। একের মন যখন অপরের

মনকে টানে, দৈহিক মিলন তখন আর তিথি নক্ষত্র পুরুতের মন্ত্রের অপেক্ষায় থাকে না। কিন্তু তোমার ভয় নেই দীপক।

দীপক। কেন?

দয়াল। দৈহিক মিলনের দাবী নিয়ে তুমি সহজে দাঁড়াতে পারবে না।

দীপক। জানলেন কেমন করে?

দয়াল। জানিনা, অনুমান করি।

সাধনা। এতদিন আত্ম-নিগ্রহ করে এসেচেন, এখনও অতীতের কারাবাসের গৌরব করেন। সহজে কি তা ছাড়তে পারবেন?

দীপক। আপনি?

সাধনা। আমি জানি যুদ্ধের বাজনা যখন বেজে ওঠে, তখন সব কিছু ছেড়ে এগিয়ে যেতে হয়, আবার সৃষ্টির বোধনে বাহু মেলে প্রিয়জনকে বুকে টেনে নিতে হয়। ত্যাগ সত্য, কিন্তু চরম সত্য নয়; আর ভোগ পরম সত্য না হলেও ত্যাগ করবার মতো তুচ্ছ নয়। প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজন, মানুষের অগ্রগতির পথে যখন যেমন প্রয়োজন। এতদিন প্রয়োজন ছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে পথে অভিযান, প্রয়োজন ছিল সদর্পে বলা—রাজা মিথ্যা, রাষ্ট্র মিথ্যা, মিথ্যা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন। তাতে অপরিসীম দুঃখ ছিল, অনিবার্য্য পীড়ন সইবার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন ছিল কৃচ্ছ্রতার অভ্যাস। কিন্তু আজকার প্রয়োজন একেবারে পৃথক। আজ বিদেশী রাজা তাঁর রাজপাট গুটিয়ে নিয়েচেন। রাষ্ট্র হয়েচে আজ স্বরাষ্ট্র। আজ প্রয়োজন মায়া, মার্জ্জনা, প্রীতি; রাষ্ট্রের প্রতি মায়া, রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি মায়া, সকল রূঢ়তার মূঢ়তার মার্জ্জনা, সকল দ্বন্দ্ব বাদ-বিসম্বাদ তলিয়ে-দেওয়া প্রীতির বন্যা।

দয়াল। মনের এই মরুতে সব প্রীতিই যে শুকিয়ে যায়!

সাধনা। পারবেন না মনের এই পরিবর্ত্তন আনতে? আমি প্রস্তুত, আপনি পারবেন কিনা তাই বলুন!...বলুন।

দীপক। কিন্তু আমি যে রেফিউজী।

সাধনা। তাইত ঘর বাঁধবার কথা আপনাকে ভাবতে হবে।

দীপক। আমি যে বলতে চাই পূব-বাংলা থেকে আমরা যারা এসেচি, তারা ভিক্ষুকের দৈন্য নিয়ে আসিনি, সর্ব্বহারার রিক্ততা নিয়ে আসিনি, বঞ্চিতের হিংসা নিয়ে আসিনি—আমরা এনিচি সর্ব্বরাষ্ট্র-বাঞ্ছিত লোকবল, সকল কল্যাণকর কর্ম্মকৌশল, অনাবিল দেশ-প্রীতি, স্বাধীনতা রক্ষার অটুট সঙ্কল্প।

দয়াল। বলতে চাও বল দীপু; কিন্তু জেনে রাখ দিল্লীর দরবার তাতে বিচলিত হবে না, বিহার-আসামও তা শুনে বুঝবে না যে বিশীর্ণ বাংলার প্রসার ছাড়া তাদেরও কল্যাণ নেই।

সাধনা। পাকিস্তান যদি আমরা প্রীতি দিয়ে জয় করতে পারি?

দয়াল। প্রীতি?

সাধনা। হ্যাঁ।

দয়াল। আপনার মনে এখন প্রীতির বান ডেকেছে, সাধনা দেবী, তাই ভাবচেন প্রীতি দিয়েই সব সম্ভব করা যায়। মনে রাখবেন পাকিস্তান পরিকল্পনার পিছনে রয়েচে একাকারের প্রবৃত্তি; তারও পিছনে রয়েচে প্রচারধর্ম্মী মন, সাম্রাজ্যবাদী মন, রাষ্ট্রের প্রভুত্ব দিয়ে ব্যষ্টির স্বাধীনতা হরণ করবার মন। সে মন প্রীতি জানেনা, মানে শুধু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

সাধনা। দয়ালবাবু!

দয়াল। ভয় পেলেন? ভয় কাউকে দেখাতে চাই না, শুধু বলতে চাই পূবে উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে, দিগন্তের কোলে-কোলে যে নিবিড় কৃষ্ণ-মেঘ জমে উঠেচে, প্রলয়-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব তাড়নায় ভেসে এসে তা যদি একদিন ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলে আপনাদের ঘর গড়বার সকল কল্পনা, সুখের নীড় বাঁধবার সর্ব্ব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনচি প্রলয়-মেঘের বুকে গুরু গুরু ধ্বনি :

দুঃখ-দানবের অত্যাচারে
কাঁদতেছে জীব ত্রাহি ত্রাহি।
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের
সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি।

বলিতে বলিতে দয়াল চলিয়া গেল

সাধনা। দীপকবাবু!

দীপক। শুনলেন ত দয়ালদার কথা।

সাধনা। না, না, প্রলয়ের সম্ভাবনা রয়েচে বলে আমরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকব না, আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়ে সংগঠনে প্রবৃত্ত হব। শহরে পল্লীতে, প্রাসাদে কুটীরে প্রতি মানুষের কাছে এই বাণী বয়ে নিয়ে যাব যে, এই স্বাধীনতা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় এই স্বরাষ্ট্র, মানুষের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাই মহিমময় করে তুলবে জাতির এই মহান প্রয়াস।

দীপক। নিঃসম্বল নিরাশ্রয় আমি কোন দুঃসাহস নিয়ে বলব পারব আপনারও দায়িত্ব নিতে !

সাধনা। (বধূরূপে বোঝা হয়ে কারু গলগ্রহ হতে চাই না। আমি হতে চাই নব-জীবনের নতুন পথের সচেতন সঙ্গিনী। বলুন আপনি রাজী।

দীপক। একি ! তিনটে বেজে গেল।

সাধনা। হ্যাঁ। আর একটু পরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে, নতুন দিনের আলো, নতুন সঙ্কল্প নেবার আলো। বলুন ! বলুন !

দীপক। সাধনা দেবী ! আমি এখন কিছুই বলতে পারব না।

সাধনা। ভাবচেন শাঁক-সানাই যতক্ষণ না বাজবে, বাসর জাগবার জন্ত পাড়ার মেয়েরা যতক্ষণ না ভিড় জমাবে, ততক্ষণ মিলন বাস্তব হয়ে উঠবে না। সঙ্কোচের কারণ যদি তাই হয়, খুলে বলুন। সে সব ব্যবস্থাতেও ত্রুটি থাকবে না। আমার বাবা ব্যস্ত হয়েই রয়েচেন। আমার এ সঙ্কল্প তাঁর কানে গেলেই তিনি মেতে উঠবেন। বলুন।

দীপক। বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, সাধনা দেবী।

সাধনা। ভাবচেন কোথায় ছিলেন আপনি, আর কোথায় ছিলাম আমি, সহসা দুয়ে দেখা হোলো। কথা যা হোলো, তাতে বোঝাই গেল না—রাগ কি অনুরাগ আমাদের উত্তেজিত করেচে। এমন অবস্থায় মনের মিলনের অবাস্তব কথা বলা গেলেও দেহের মিলনের বাস্তবতাকে আলোচনার বিষয় করে তোলা সঙ্গতও হয় না, শোভনও হয় না। কেমন, এই ভাবচেন ত ?

দীপক। কতকটা ওই রকমই।

সাধনা। কিন্তু আপনার সনাতন স্বদেশী ব্যবস্থা যে এর চেয়েও

আকস্মিক। এক গাঁয়ে বর, ভিন্ গাঁয়ে ক'নে। কেউ কাউকে জানে না। ঘটক কথা চালাচালি করে অভিভাবকদের সঙ্গে, পুরুত করেন দিন-ক্ষণ স্থির। তারপর সাত মিনিটে সাতপাক ঘুরিয়েই তাদের দেওয়া হয় দৈহিক মিলনের অধিকার। এই অব্যবস্থা সুব্যবস্থা বলে চলে যাচ্ছে, আর আমরা দুজন একই দেশের দুই প্রান্ত থেকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করিচি, একই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়িচি, একই কারণে জেল খেটেচি, একই উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেচি—আর সেই স্বাধীনতার একই আনন্দ ও বেদনা নিয়ে আজ নব-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করচি। আমাদের চার চোখের মিলন ঘটেচে, মনের গরমিলও তেমন নেই; শুধু আকস্মিক দেহের দাবী পূর্ণ করবার সম্মতিটুকু আগাম দিয়ে রেখে অগ্রগামী হওয়া আমাদের অপরাধ হবে?

বাগানের একপাশে কে যেন বাঁশী বাজাইল

দীপক। ও আবার কি।

সাধনা। ভাবি এক, হয় আর!

দীপক। কি ভেবেছিলেন আপনি?

সাধনা। ভেবেছিলাম পাপিয়াই বুঝিয়া মিলনের সানাই বাজিয়ে দিলে। দ্বিতীয়বার শুনে বুঝলাম, আপনাদের কে যেন গান গাইবার প্রেরণা পেয়েচে।

কেতকীর গান শোনা গেল

দীপক। ও যে কেতকী!

সাধনা। আপনার বোন?

দীপক। হ্যাঁ!

সাধনা। বাঃ! বেশ গাইছে ত!

দীপক। আপনার যদি ভালো লাগে বসে বসে শুনুন ওর গান আমি চল্লাম।

দীপক চলিয়া গেল। সাধনা একটা কুঞ্জে বসিয়া রহিল। কেতকী গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

কেতকীর গান

দূর বিদেশে চাঁদনি রাইতে
পইরা আছি ঘর ছাইরা হায়
দ্যাশের কথা মনে পইরা
কান্দন আহে গো চোখ ভইরা
হায় চোখ ভইরা
দ্যাশে কি আর ফিরতে পারুম হায়
হায় গো দ্যাশে কি আর ফিরতে পারুম হায়॥
মনে পরে শাপলা ছাওয়া মেনে দীঘির ঘাট
পুব পারে তার তালের বাগান ধানে ভরা মাঠ
এমুন রাইতে আমি এমুন রাইতে বইয়া থাকতাম
জলের কিনারায়॥
দীঘির পারে গুন গুন কইরা আইতো হঠাৎ একজনে
দেইখা তারে চোখ ঘুরাইয়া যাইতাম আমি ঘর পানে
থারৈয়া সে থাকতো অভিমানে।
আবার মান ভাঙ্গনের লিগা শেষে চুপি চুপি পড়তো পায়
কথা কওন হইতো সে এক দায়
সেই দ্যাশে কি ফিরতে পারুম হায়॥

গান শেষ হইবার মুখে কে যেন শীস্ দিয়া সঙ্কেত করিল। কেতকী চলিয়া গেল। সাধনা উঠিয়া সেই দিকে দেখিতে লাগিল। উত্তেজিত হইয়া দীপক প্রবেশ করিল

দীপক। সাধনা দেবী!

সাধনা। কি হোলো দীপকবাবু?

দীপক। আপনাদের বাড়ীতে রিভলবার কি বন্দুক আছে?

সাধনা। সে কি! বৈষ্ণবের বাড়ীতে মুর্গীর প্রত্যাশা!

দীপক। ছোরা, সাবল, নিদেন একগাছা মোটা লাঠী?

সাধনা। কি দরকার বলুন ত।

দীপক। ওই ছোকরাকে আমি চিনি।

সাধনা। তাহলে ডাকুন না এই দিকে। চেনা লোককে ছোরা লাঠি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার রীতি এ-দেশে নেই।

দীপক। ও আমাদের শত্রু?

সাধনা। ওই ফুট-ফুটে ছেলেটি?

দীপক। ও মুসলমান।

সাধনা। তার জন্যেই কি বলচেন ও আপনাদের শত্রু?

দীপক। ওরই উপদ্রবে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েচে।

সাধনা। কিন্তু আপনার বোন কেতকীর হাব-ভাব দেখে ত বোঝা যাচ্ছে না—সে ওকে শত্রু মনে করে।

দীপক। তবে আর বলছিলাম কি!

সাধনা। ওরা এই দিকেই আসচে। চলুন আমরা ওই গাছগুলোর পাশে গিয়ে বসি; শুনি—ওরা কেন এমন গোপনে মেলা-মেশা করচে।

দীপক। নিজের কানে তাই শুনতে হবে ?

সাধনা। পরের কানে যারা শোনে, পরের চোখে দেখে, তাদের ঠকতে হয়।

দীপক। কিন্তু ও যে আমার বোন।

সাধনা। আমারও। ছেলেটিও আমার ভাই। শোনাই যাক্ ওরা কি বলতে চায়। আসুন। ভাববেন না। আড়িপাতায় মেয়েদের অভ্যাস আছে, সরে পড়বার ঠিক সময়টি তারা বোঝে।

দীপককে টানিয়া লইয়া বাঁ দিকের ঝোপের বেঞ্চিতে বসিল।
কেতকী জাহাঙ্গীরকে লইয়া অগ্রসর হইল

কেতকী। যা কইবার আছে ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা কও, চিল্লাইয়োনা।

জাহাঙ্গীর। কইতে চাই একটি মাত্র কথা।

কেতকী। তাই কও।

জাহাঙ্গীর। চল আমার সঙ্গে।

কেতকী। পাকিস্তানে ?

জাহাঙ্গীর। সেখানে যেতে না চাও, আর কোথায় যাবে তাই বল।

কেতকী। তোমার লগে ক্যাম্‌নে যাই !

জাহাঙ্গীর। কেন যেতে পারবে না ?

কেতকী। তুমি যে মোছলমান।

কেতকী প্ল্যাটফর্মের উপর বসিল

জাহাঙ্গীর। সে কথা কি আজ নতুন করে জানলে ?

কেতকী। না।

জাহাঙ্গীর। তবে ?

জাহাঙ্গীর কেতকীর পাশে বসিল

কেতকী। ওরা সগগোলে কয় মোছলমান আর হিন্দু এক হইতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। ওরা ত বলবেই। ওরা ত আমাকে ভালোবাসে না। ভাল যারা বাসে না, ভালোবাসতে যারা জানে না, তারা কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষের মিলন সইতে পারে না। আগে বল, তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা ?

ফিক্ করিয়া হাসিয়া কেতকী কহিল

কেতকী। এ কথা কতবার কমু !

জাহাঙ্গীর। একবারই বল।

কেতকী। ভালোবাসি।

জাহাঙ্গীর। আর একবার।

কেতকী। ভালোবাসি ! ভালোবাসি !

জাহাঙ্গীর। দুবার বল্লে কেন ?

কেতকী। একশ'বার কমু।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া উঠিল

বাঃ রে ! হাসতে আছে ক্যান্ ?

জাহাঙ্গীর। একটু আগে বলেছিলে—এক কথা কতবার কমু ? এখন বলচ, একশবার কমু ভালোবাসি ! এরপর হাজার বার বলেও তৃপ্তি পাবেনা।

কেতকী। ও। তুমি মস্করা করতে আছ!

জাহাঙ্গীর। না, ঠাট্টা করচি না. যা হয়ে থাকে তাই বলচি। ভালোবাসা এমনই তাজ্জব ব্যাপার কেতকী, যাকে ভালোবাসা যায়, অবিরাম তার কানে কানে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো, আমি তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

কেতকী ও জাহাঙ্গীর ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেতকী দুই হাতে মুখ ঢাকিল

দীপক। জাহাঙ্গীর!

জাহাঙ্গীর। দীপকদা।

দীপক। তুমি আমাকে আর দাদা বলোনা।

জাহাঙ্গীর। ছেলেবেলা থেকে তাই যে বলে আসচি, দীপকদা।

সাধনা। এস কেতকী, আমার কাছে এস।

কেতকী। দাদা মারবে।

সাধনা। না, না মারবেন কেন? তুমি এস।

বলিয়া নিজেই গিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল

আগে ওদের বলবার কথা ওরা ফেলে ফেলুক, তারপর হবে আমাদের আলাপ। কেমন?

কেতকী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, সাধনা তাহাকে লইয়া প্ল্যাটফর্মে বসিল. প্ল্যাটফর্ম হইতে দূরে একদিকে রহিল দীপক—অপর দিকে জাহাঙ্গীর

দীপক। তুমি এখানে চোরের মত লুকিয়ে কেন এসেচ, জাহাঙ্গীর?

জাহাঙ্গীর। লুকিয়ে আসিনি।

দীপক। লুকিয়ে আসনি! এত রাতে, সবার যখন ঘুমোবার কথা

তখন তুমি এসেচ। চুপি চুপি কেতকীকে ডেকে এসেচ এইখানে। ভেবেছিলে আর কেউ এখানে নেই।

জাহাঙ্গীর। কেতকীকে যে কথা বলতে চাই, তা বলবার সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

দীপক। কেতকীকে যা বলেচ, তা আমি শুনিচি।

জাহাঙ্গীর। আমি এখনো কেতকীর কাছ থেকে তার কোন জবাব পাইনি।

দীপক। সেই কুৎসিত প্রস্তাবের জবাব কেতকী দেবে না, দোব আমরা।

জাহাঙ্গীর। আমি কোন কুৎসিত প্রস্তাব করি নাই, দীপকদা।

/দীপক। কেতকীকে তুমি ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেচ। পাকিস্তানে প্রত্যহ তুমি কু-পরামর্শ দিতে, প্রলোভন দেখাতে। তোমার উপদ্রবে আমরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে এলাম। তুমি পিছু-পিছু এলে। কেন এলে?

জাহাঙ্গীর। আপনিই বলুন দীপক-দা, আপনারা অপ্রসন্ন হবেন জেনেও কেন আমি এতদূর ছুটে এলাম; আসতে পারলাম?

দীপক। তোমার পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য।

জাহাঙ্গীর। পাপ! ভালোবাসা পাপ দীপক-দা?

দীপক। ভালোবাসার কথা তুমি বোলো না।

জাহাঙ্গীর। আপনি ত শুনেচেন কেতকী আমাকে ভালোবাসে, আমি কেতকীকে ভালোবাসি।

দীপক। কেতকীর কথা তোমারা মুখ থেকে শুনতে চাই না।

জাহাঙ্গীর। বেশ, কেতকীই বলুক।

সাধনা। কেতকী বল্‌চে দীপক বাবু, সে জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে।

দীপক। তবে পাকিস্তানে থাকতে কেতকী কেন বলত—জাহাঙ্গীর পথের মোড়ে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিত্য উপদ্রব করে।

জাহাঙ্গীর। তা বলতে আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলাম, দীপক-দা।

দীপক। কেন?

জাহাঙ্গীর। নইলে আপনারা ওর ওপর উপদ্রব করতেন।

সাধনা। কেতকী বলচে দীপকবাবু, জাহাঙ্গীরের এ-কথা মিথ্যে নয়।

দীপক। এত মিছে বলতে শিখেচে কেতকী।

কেতকী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কেতকী। মিছা কথা আমি কই নাই।

দীপক। তবে যাস্ নি কেন চলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে?

কেতকী। যাইতাম···যদি—

দীপক। যদি যেতিস্, জানতাম মুসলমান জাহাঙ্গীর তোকে জোর করে ঘরে নিয়ে গেছে!

সাধনা। সেইটাই কি সান্ত্বনার বিষয় হতো, দীপকবাবু?

দীপক। সান্ত্বনা পেতাম না, স্তব্ধ হয়ে থাকতাম—যেমন স্তব্ধ হয়ে আছি অসংখ্য নারী-হরণের খবর পেয়ে।

জাহাঙ্গীর। হরণ যদি করতে চাইতাম, কেতকীকে নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে আস্‌বার সুযোগ আপনারা পেতেন না। আর আমাকেও দেখতে পেতেন না আপনাদের এই হিন্দুস্থানে।

দীপক। এটা হিন্দুস্থান নয়।

জাহাঙ্গীর। তাই শুনতাম। কিন্তু যে কারণে আপনি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইচেন, তা ত নিছক হিন্দুয়ানি। কেতকী নাবালিকা নয়। স্বামী নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা তার আছে। আমিও প্রাপ্ত-বয়স্ক আমি কেতকীকে বিয়ে করতে চাই। কোন্ যুক্তির জোরে আপনি বাধা দিতে পারেন?

দীপক। তুমি মুসলমান।

জাহাঙ্গীর। এর আগে কি কোন হিন্দু-মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করেনি?

দীপক। তখন সমস্যাটা এ-ভাবে দেখা দেয়নি; তাই তা উপেক্ষা করা হোতো।

সাধনা। আজ সমস্যা সমাধানের সময় যখন এসেচে, তখনো যে জবরদস্তি করতে চাইছেন দীপকবাবু?

দীপক। জবরদস্তি!

সাধনা। জাহাঙ্গীর তা বলেনি; কিন্তু বলতে পারে।

দীপক। কি বলতে পারে জাহাঙ্গীর।

সাধনা। জাহাঙ্গীর বলতে পারে—একজন হিন্দু যুবক যদি কেতকীর ভালোবাসা পেত, তাহলে তার সঙ্গে কেতকীর বিয়েতে আপনি আপত্তি করতেন না; কিন্তু মুসলমান জাহাঙ্গীর সে ভালোবাসা পেয়েচে বলে বিয়েতে আপত্তি করচেন, ওদের ভালোবাসার কোন মূল্যই দিতে চাইচেন না। এতে কোন যুক্তি নাই, দীপকবাবু।

দীপক। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কেতকীর বিয়ে হতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। কেন দীপক-দা? আমি মূর্খ নই, এম-এ পাশ করিচি;

আমি কুৎসিত নই আপনি দেখতে পাচ্ছেন ; আমি গরীব নই তাও আপনার জানা আছে। তবে বিয়েতে বাধা কি ?

দীপক। বাধা তোমার ধর্ম্ম। কেতকী তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। ধর্ম্ম আমি ত্যাগ করব, কি কেতকী ত্যাগ করবে, সে বোঝা-পড়া হবে আমাতে-কেতকীতে, আপনাতে আমাতে নয়।

দীপক। কেতকী আমার বোন, আমি তার অভিভাবক, আমি তাকে তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে দোব না।

জাহাঙ্গীর। কেতকী যদি নিজের ইচ্ছায় তার ধর্ম্ম ত্যাগ করে ?

দীপক। তোমাকে দূরে তাড়িয়ে দিলে ও আর কোন কারণে ধর্ম্ম ত্যাগ করবার কল্পনাও মনে ঠাঁই দেবে না।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু আমি যখন ওকে ভালোবাসি, তখন আমি দূরে থাকব কেন ? আর একজন হিন্দু যুবকের মতো সকল রকমে যোগ্য হয়েও আমি যদি না ওকে বিয়ে করবার বৈধ অধিকার পাই, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে অবৈধ উপায় অবলম্বন করবার কথা ভাবতে হবে।

দীপক। এইত তোমার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল। অবৈধ কাজের প্রতি, বল-প্রয়োগের প্রতি, তোমাদের একটা অসঙ্গত ঝোঁক রয়েছে বলেই ত আমাদের সমাজ-অঙ্গনে তোমাদের ঠাঁই দেওয়া যায় না।

জাহাঙ্গীর। যা বৈধ ভাবে, সহজ ভাবে, পাওয়া যায় না, অথচ যা না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, মানুষ তা অবৈধ ভাবে, বল-প্রয়োগ করেও, পেতে চায়।

দীপক। তাই নাকি !

জাহাঙ্গীর। আপনিই ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আপনি কি একদিনও ভেবেছিলেন কোন কাজটা বৈধ, কোনটা অবৈধ। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স যে অবৈধ ছিল, ডিসওবিডিয়েন্স কথাটাই তার প্রমাণ। আর বিয়াল্লিশের বিপ্লব যে অহিংস ছিল না, কংগ্রেস-নায়কদের উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। অথচ আপনি এ দুয়েরই গৌরব করেন।

দীপক। তার সঙ্গে তোমার অবৈধ-কাজে আসক্তির সম্বন্ধ কি?

জাহাঙ্গীর। আপনি যেমন সারা মন দিয়ে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, আমিও তেমন সারা মন দিয়ে কেতকীকে কামনা করি। আপনি আপনার কামনার জিনিষ পাবার জন্য বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হয়ে অবৈধ কাজ করতেও সঙ্কুচিত হন নি। আমিই বা তা হব কেন?

দীপক। স্বেচ্ছায় না হও, তোমাকে মেরে সঙ্কুচিত করতে হবে।

জাহাঙ্গীর। একা আমি যে অধিকার চাইছি, আপনারা অনেকে মিলে আমাকে মেরে তা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেন, আমি জানি। কিন্তু অনেকে যখন এই অধিকার পেতে চাইবে তখন?

দীপক। তখনকার কথা তখন ভাবব।

জাহাঙ্গীর। তখন ভাববার অবসর পাবেন না। নোয়াখালির ঘটনার সময় ভাবতে পারেন নি, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের সময় পারেন নি, আবারও পারবেন না। ভারত ইউনিয়ানে মুসলমান নগণ্য মাইনরিটি বলে ভাবচেন আর বিপদের ভয় নেই। কিন্তু বৈধ-অধিকার থেকে কেবল ত মুসলমানকেই বঞ্চিত রাখেন নি আপনারা। আপনাদের সম্প্রদায়ে যাদের অবনত রাখা হয়েচে, উন্নতির সুযোগ

যাদের দেওয়া হয় নি, তারা যে-দিন এই সামাজিক সাম্যের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে, সেদিন কি দাবী উপেক্ষা করতে পারবেন ?

দীপক। তারা তা দাঁড়াবে না। যদি দাঁড়ায় জানব তোমাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে তা দাঁড়িয়েচে।

সাধনা। না, না, দীপকবাবু ষড়যন্ত্রের অপেক্ষা তা করে না। অনেক আগে যদুকুল-পুরাঙ্গনাদের পাবার দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আভীররা। তারা বলপূর্ব্বক তাদের কেড়ে নিয়েছিল।

জাহাঙ্গীর। এক দেশে, এক সমাজে, বস-বাস করব; একই অর্থ-নীতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হব; অথচ সামাজিক সকল অধিকার সমানে পাব না, এ ত হতে পারে না দীপক-দা। মুসলমান যখন সমতার দাবী তোলে আপনারা তখন বলেন তৃতীয় পক্ষের উত্তেজনার ফলেই সে তা করে; অনুন্নতরা যখন দাবী তোলে, তখন বলেন—আপনাদের সমাজে ভাঙ্গন ধরাবার জন্ম মুসলমান তাদের উস্কে দেয়। একবারও এ-কথাটি ভেবে দেখেন না যে, তৃতীয় পক্ষ কেন মুসলমানকে উত্তেজিত করবার সুযোগ পায়, কেন মুসলমান আপনাদের সম্প্রদায়ের অনুন্নতদের দলে টানবার কথা ভেবে কাজ করতে পারে ? আজ তৃতীয় পক্ষ চলে গেছে বলে মনে ভাববেন না—সামাজিক সমতার দাবী উপে গেছে। আজ বরঞ্চ এ-কথা বোঝবার সময় এসেচে যে, নতুন রাষ্ট্র যত উন্নত হবে, ততই প্রবল হয়ে উঠবে এই দাবী যা অপূর্ণ রাখলে রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়বে।

সাধনা। জাহাঙ্গীর !

জাহাঙ্গীর। বলুন।

সাধনা। তর্কে প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ রাখবার জন্য এস-সব কথা বলচ, না সত্যই এই তোমার অনুভূতি ?

জাহাঙ্গীর। আমি আপনাদের মত লেখা পড়া শিখিচি ; এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, একই পাঠ্য পড়্‌চি।

সাধনা। কিন্তু এ-সব কথা ত তোমাদের সম্প্রদায়ের সকল শিক্ষিতের মুখে শুনতে পাই না।

জাহাঙ্গীর। শিক্ষার যদি কোন মূল্য থাকে, স্বাধীনতার যদি কোন মূল্য থাকে, তাহলে একদিন অবশ্যই শুনতে পাবেন—যদি না আপনারা কানে তুলো দিয়ে কালা হয়ে বসে থাকেন।

দীপক। তুমি এখান থেকে চলে যাবে কি না বল।

জাহাঙ্গীর। তাহা নির্ভর করচে কেতকীর জবাবের উপর।

সাধনা। কেতকী, তুমি কি জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করতে চাও ?

কেতকী। তা কেমনে করুম।

দীপক। পেলে কেতকীর জবাব ?

জাহাঙ্গীর। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, কেতকী ?

কেতকী। হিন্দুর মাইয়া আমি মোছলমানকে কেমনে বিয়া করুন ?

দীপক। ব্যাস ! জাহাঙ্গীর, আর তোমার এখানে থাকবার অধিকার নেই। তুমি চলে যাও। এখুনি।

সাধনা। দাঁড়ান দীপকবাবু, একটা কথা আমি জান্তে চাই। কেতকী, আমি শুনেচি তুমি বলেচ জাহাঙ্গীরকে তুমি ভালোবাস।

কেতকী। ভালোবাসিনা তা ত অথনও কই নাই।

সাধনা। ভালোবেসে লাভ কি হবে, যদি না বিয়ে কর ?

কেতকী। মোছলমানকে যখন ভালোবাইস্যা ফেল্‌ছি, তখনই লাভের আশা ছাইড়্যা দিছি; জাইন্যা লইছি কাইন্দ্যা কাইন্দ্যাই মরতে হইব।

সাধনা। কেঁদে কেঁদে মরতেও রাজী আছ, তবু বিয়ে করতে রাজী নও?

কেতকী। না।

সাধনা। কেন?

কেতকী শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে পারুম না, তুলসীতলায় দীপ ধরতে পারুম না, মা-দুর্গারে বরণ করতে পারুম না!

সাধনা। ও-সব নাই বা করলে।

কেতকী। ও-সব ছাড়ুম যদি মাইয়াছাইল্যা হইয়া জন্মাইলাম ক্যান্।

সাধনা। বিয়ে যদি না করতে চাও, তাহলে জাহাঙ্গীর তোমার সঙ্গে আর দেখা করবে না।

কেতকী। দেখা কইর‍্যা আর লাভ কি হইব।

সাধনা। তুমি ওকে ভুলতে পারবে?

কেতকী। পাকিস্থান ছাইড়া আইস্যাও অরে ভোলতে পারি নাই।

দীপক। কেন মিছে আর যুক্তির জালে ওকে জড়াতে চাইছেন? হিন্দুর মেয়ে ও, হিন্দুর সংস্কার ছাড়তে পারবে না।

সাধনা। আমিও ত হিন্দুর মেয়ে।

দীপক। আপনি যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকেন, আপনিই কেন জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করুন না।

সাধনা। যদি জাহাঙ্গীর আমাকে ভালোবাসত, আর আমি তাকে ভালোবাসতাম, তাহলে হয়ত বিয়েই করতাম।

দীপক। জাহাঙ্গীর, আমার বোনের ওপর ভর না করে চেষ্টা করেই ত্যাখনা কেন, এই বিদুষীকে ভালোবাসতে পার কিনা।

জাহাঙ্গীর। ওঁর অপমান করবেন না, দীপকবাবু।

সাধনা। দীপকবাবু মনে করেন—দেশ-সেবক উনি যখন দেশ-ত্যাগ করেচেন, তখন দেশের সকলেরই অপমান করবার অধিকার উনি অর্জ্জন করেচেন।

দীপক। আপনিও মনে করেন দিনকয়েকের জন্য যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েচেন, তখন আমাদের নিয়ে পরিহাস করবার, আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার, অধিকারও আপনি পেয়েচেন।

সাধনা। ঘর ছেড়ে বাইরে আসবার ফলে আপনার পারিবারিক সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেচে দীপকবাবু। ঘরে থেকে আপনি যা ইচ্ছে তা করতে পারতেন, আমরা কেউ কথা কইতে যেতাম না। কিন্তু ঘরের বাইরে এসে আপনি যা করবেন, তা নিয়ে কথা বলবার অধিকার আমাদের আছে বৈকি!

দীপক। তা হলে মনের সাধ মিটিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গেই কথা বলুন। চলে আয় কেতকী!

দীপক খানিকটা আগাইয়া গেল। কেতকী পায়ে পায়ে
জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল

কেতকী। কি করুম, কওনা তুমি।

জাহাঙ্গীর। দাদা যা বলেন, তাই কর।

কেতকী। তুমি আমারে জোর কইর‍্যা লইয়া যাইতে পারনা ?

জাহাঙ্গীর। না। যদি পারতাম, অনেক আগেই তা নিতাম। জোরের দরকার আমার নয়, তোমার। তোমার মনে জোর নেই। তাই তোমাকে, আর তোমাকে ভালোবেসেচি বলে আমাকেও, দুঃখই পেতে হবে। অবশ্য তুমি যদি ভালোবেসে থাক।

দীপক। কেতকা।

জাহাঙ্গীর। যাও, তোমার দাদা ডাকচেন।

কেতকী। দাদাও ডাকতে আছে, যমও ডাকতে আছে। যমের ডাকই মানতে হইব। গঙ্গায় ডোবন ছাড়া আমার আর গতি নাই।

জাহাঙ্গীর। ডোববার মতো মেয়ে যদি তুমি হতে, তাহলে ভালোবাসার অগাধ জলেই ডুব দিতে।

সাধনা। (কেতকীকে তুমি ভুল বুঝো না, জাহাঙ্গীর। ওর ভালোবাসা মিথ্যে নয়। কিন্তু তা যতখানি সত্য, তার চেযে অনেক বেশী সত্য ওর কাছে ওর সংস্কার, নিজের ধর্ম্মের ওপর ওর মায়া। ভালোবাসার তাগিদে ও সংস্কার বর্জ্জন করতে চাইলে না, ধর্ম্মত্যাগের কল্পনাকেও মনে স্থান দিতে পারল না। অধিকাংশ মানুষই তা চায় না, তা পারে না,—না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান।)

জাহাঙ্গীর। বলতে চান সামাজিক সাম্যের কথা কোন কথাই নয় ?

সাধনা। একাকার আর সামাজিক সমতা এক কথা নয়। হিন্দু জানত —একাকার যে সমতা আনে, তা বেশী মানুষকে বেশী স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেই আনে কি করে বেশী মানুষকে বেশী স্বাধীনতা দিয়ে সামাজিক সাম্য আনা যায়, তাই ছিল হিন্দুর বিচার্য্য।

দয়াল আসিয়া দাঁড়াইল

জাহাঙ্গীর। তাই কি মুসলমানকে সে পীড়ন করতে চেয়েছে, অবহেলা করেচে, উপেক্ষা করেচে ?

দয়াল। মুসলমানকে পীড়ন করবার অবসর বা সুযোগ হিন্দু ত কখনো পায়নি, জাহাঙ্গীর। মুসলমান এলো দেশ জয় করতে। দেশ জয় করে সে রাজ্য গড়ল, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। হিন্দু কোঁথাও কোথাও কখনো কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলেও মোটের ওপর মুসলিম-রাজকে মেনেই নিল। তারপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ আমলে দেশের রাজনীতিক আর অর্থনীতিক কর্তৃত্ব হিন্দুর হাতেও গেল না, মুসলমানের হাতেও রইল না। দু'পক্ষই দাসত্ব বরণ করে নিল। ইংরেজ কখনো হিন্দুকে মাতিয়ে, কখনো মুসলমানকে তাতিয়ে, আর সব সময়েই সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখে শাসন ও শোষণের সুবিধে করে নিয়েছিল। তোমাদের দুর্দ্দশার দায়িত্ব হিন্দুর ত কোনদিনই ছিল না, জাহাঙ্গীর।

দীপক আগাইয়া আসিয়া কহিল

দীপক। তুই এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রইলি, কেতকী !

সাধনা। ওদের একটু সময় দিতে হবে না। আপনি আমার সঙ্গে আমাদের বৈঠকখানায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসবেন।

দীপক। না, আপনি জাহাঙ্গীরকেই নিয়ে যান। ওকেই বলবার অনেক কথা হয়ত আপনার মনে জমে উঠেচে।

সাধনা। আর কারু মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুলে ভাবতাম তা অভিমানের প্রকাশ।

দীপক। আমি বাস্তহারা বলেই বোধ করি মনে করেন আমার যখন মান নেই, তখন অভিমানও থাকতে নেই।

সাধনা। আছে নাকি? বাঁচালেন।

দীপক। কেন?

সাধনা। দেশ-সেবকের ঊর্দ্ধতর স্তর থেকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে এলেন দেখে। জীবনে দুঃখ থাকে, দায়িত্বও থাকে, কিন্তু তার জন্য দিবারাত্র দেহ-মন-প্রাণ শুকনো নীরস রাখা কোন কাজের কথা নয়, দীপকবাবু। অবিচার হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে মনে করে করে সমস্ত মানুষের ওপর যদি সর্ব্বক্ষণ রাগ করেই থাকবেন, তাহলে মানুষের সমাজে বাস করবেন কেমন করে? অত্যাচার মানুষেই করে, মানুষেই করে তার প্রতিকার। প্রতিকার করতে হলে সব সময়ে কঠোরই হতে হয় না, প্রীতিও ঢেলে দিতে হয়।

দীপক। সেইজন্যেই কি হিন্দুর মেয়ে কেতকীকে উৎসাহিত করছিলেন মুসলমান জাহাঙ্গীরের পায়ে প্রীতি ঢেলে দিতে।

সাধনা। আমি ত উৎসাহ দিইনি।

দীপক। দিয়েচেন। আমারই সাম্নে।

সাধনা। আমাকে জানবার অনেক আগে, আমার উৎসাহের অপেক্ষা না রেখে, কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবেসেছিল। আপনিই বলেচেন, সেই ভালোবাসাকে উপদ্রব মনে করে আপনারা পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন। আমি শুধু জেনে নিলাম—কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে কিনা।

দীপক। যখন বুঝলেন কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে, তখন চাইলেন যে কেতকী জাহাঙ্গীরকে বিয়েই করুক।

সাধনা। ভেবেছিলাম তাই করাই উচিত। কিন্তু দেখলাম তা করতে কেতকীর সংস্কারে বাধে।

দীপক। সংস্কারও বর্জ্জন করতে উপদেশ দিলেন?

সাধনা। না, তা দিইনি, আপনি জানেন। ও পারবে না বুঝেই সে উপদেশ দিইনি। জাহাঙ্গীর জানতে চাইল, হিন্দু যদি সংস্কার ছাড়তে না পারে, তাহলে সামাজিক সাম্য কেমন করে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে? আমি তাকে বোঝাচ্ছিলাম, কেবল হিন্দুই নয়,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্সী, শিখ কেউ সহজে সংস্কার ছাড়তে চাইবে না। সকলে একদেশে বাস করে বলেই যে পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়া সাম্য প্রতিষ্ঠা পাবে না, পেতে পারে না, হিন্দু তা মনে করে না।

জাহাঙ্গীর। হিন্দু কি মনে করে, তাই যে আজও বোঝা গেল না।

সাধনা। অবিরাম রেগে থাকলে বুঝবে কি করে, ভাই? তুমি আর দীপকবাবু, দুজনাই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েচ। তোমরা দুজনাই নবীন, দুজনাই শিক্ষিত। সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও তোমাদেরই। কিন্তু কি করে তা করা যায়, স্থির হয়ে তোমরা তা ভেবে দেখবে না। তুমি বলবে—এই-ই আমি চাই, দীপকবাবু বলবেন—খবরদার, এদিকে হাত বাড়িয়ো না! (তোমার পেছনেও লোক আছে, দীপকবাবুও একক নন। অনিবার্য্য ফল মারামারি, কাটাকাটি। একদেশে বাস করে অনন্তকাল আমরা মারামারি কাটাকাটিই করব? যদি তাই করি, তাহলে আমাদের স্বরাষ্ট্র গৌরবের বস্তু হয়ে ওঠবার অবকাশ পাবে না, স্বাধীনতাও হবে বিপন্ন।)

জাহাঙ্গীর। বলতে চান, আমাদের সাম্যের অধিকার ত্যাগ করেও স্বরাষ্ট্রকে আমরা গৌরবের বস্তু করে তুলব?

দীপক। কোন মানুষই তা তোলে না।

সাধনা। সেই কথাই ত বলছিলাম সম-অধিকার আর একাকার এক নয়। (একাকার কেবল হতে পারে অনেক মানুষের অনেক অধিকার খর্ব্ব করে। যাদের ধর্ম্ম প্রচারমূলক, যারা সাম্রাজ্যবাদী, তারাই মানুষের অধিকার খর্ব্ব করতে চায়; বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছল-চাতুরী করে যেখানে তা পারে না, সেখানে তারা বল-প্রয়োগ করে।) তাই ত মানুষের ইতিহাসে ধর্ম্ম আর সাম্রাজ্য মানুষকে যুগে যুগে পশুবলির মতো বলি দিয়েচে। এখনো তাই দিচ্ছে।

জাহাঙ্গীর। এর প্রতিকার?

সাধনা। প্রতিকারের পথ রয়েচে। যতদূর সম্ভব মানুষকে স্বাধীন থাকতে দেওয়া। ধর্ম্ম চাইবে না বলপ্রয়োগে ধর্ম্মান্তরিত করতে, রাষ্ট্র চাইবে না মানুষকে জোর করে একই ছাঁচে গড়ে তুলতে।

দীপক। যা আজও অসম্ভব রয়েচে! সাধনা রয়েচে কিন্তু এ-কথা মিথ্যে নয় যে ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রের চেয়ে মানুষ বড়। মানুষই ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রকে নিজের প্রয়োজনে ভাঙ্গে, গড়ে, আবাহন জানায়, বিসর্জ্জন দেয়। হিন্দু কখনো ধর্ম্মান্তরিত করবার দিকে ঝোঁক দেয়নি, সাম্রাজ্যবাদকে কামনার বিষয় করে নেয়নি। বৈষম্যের ভিতরেও যাতে সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়, তারই জন্য সে নিজের সমাজকে বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছে, সমাজকে চেয়েচে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ রাখতে। মানুষে মানুষে বিরোধ যাতে না বৃদ্ধি পায়, মানুষের স্বাধীনতা যাতে

অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই দিকে লক্ষ্য রেখে হিন্দু মানুষের চলবার পথ রচনা করতে চেয়েচে।

জাহাঙ্গীর। হয়ত চেয়েচে, কিন্তু পারেনি।

সাধনা। পারেনি বলপ্রয়োগের প্রতি আস্থাবান, একাকারে বদ্ধপরিকর, ধর্ম্ম-প্রচারক আর সাম্রাজ্যবাদীদের উপদ্রবে। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ হীনবল হয়ে পড়েচে, ধর্ম্মান্ধতা থেকে মানুষ যখন মুক্তিলাভ করেচে, তখন বল-প্রয়োগে একাকারের কল্পনা কেন আমরা ত্যাগ করব না? প্রণয়াসক্ত কোন হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়ের বিয়ে এক কথা, আর সামাজিক-সমতার দাবী তুলে বল-প্রয়োগে নারী সংগ্রহের কল্পনা ভিন্ন কথা। প্রথমটা কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে বিপর্য্যস্ত করে না, দ্বিতীয়টা করে। তাই তাকে বিরোধের সঙ্গত কারণ বলা হয়। সামাজিক-সাম্য চাই বলে হিন্দু বা মুসলমান তার হিন্দুত্ব কি ইসলামকে তার ট্রাডিশন, তার কালচার তার জীবন-দর্শন ত্যাগ করে আর সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চাইলে—না হবে তার কল্যাণ, না হবে মানুষের কল্যাণ।

জাহাঙ্গীর। হিন্দুর এই জীবন-দর্শনের জন্যই ত আমাদের পাকিস্তানের পরিকল্পনা করতে হয়েচে।

সাধনা। না, জাহাঙ্গীর, তা হয়নি। পাকিস্তান পরিকল্পনার পিছনে রয়েচে একাকারের প্রবৃত্তি। তারও পিছনে রয়েছে প্রচারধর্ম্মী মন, সাম্রাজ্যবাদী মন, নিজের প্রভুত্ব দিয়ে অপরের স্বাধীনতা জয় করবার মন। হিন্দু কিন্তু হিন্দুস্থান চায় নাই। হিন্দু চেয়েচে মুসলমান সম-অধিকার নিয়ে তারই সঙ্গে বস-বাস করুক, তার জন্মগত

অধিকার ভোগ করুক। সাড়ে চার কোটী মাইনরিটি উপেক্ষার নয়। মুস্লিম লীগের শক্তি তারাই বৃদ্ধি করেছিল। বৈষম্যের মাঝেও সাম্য সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা তাদের নেই। তারা গোলযোগ সৃষ্টি করবার সামর্থ্যও রাখে। হিন্দু এ-সব জানে। (তবুও হিন্দু একাকার চায় না বলে এই মাইনরিটিকে অগ্রাহ্য করেনি, একে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে চায়নি। হিন্দু জানে এই বৈষম্যের মাঝে সাম্যের প্রতিষ্ঠা এনে যদি কোনদিন সে শান্তি স্থাপন করতে পারে, তাহলে পৃথিবীব্যাপী মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্বের কারণ রয়েছে, তা দূর করবার উপায় চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিতে পারবে। এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। এতে আত্ম-নিয়োগ করায় কারুর কোন ক্ষতির ভয় নেই, অথচ মানুষের কল্যাণের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের প্রদীপ্ত দীপকরা, জাহাঙ্গীররা, সাধনারা কেন তা আজ বুঝবে না?)

অবনী প্রভাবতীকে আনিয়া কেতকীকে দেখাইয়া কহিল

অবনী। এইহার চাইয়া ছাখ। বিশ্বাস ত করতো না।

প্রভাবতী। হাচা কইছ ত! ওই ত আমাগো কেতী। বলি ও পোড়ারমুখী কেতী!

বলিতে বলিতে প্রভাবতী দাঁড়াইয়া রহিল

অবনী। তবে আর কইতাছিলাম কি!

দীপক। খুড়িমা কেতকীকে তুমি এখান থেকে নিয়ে যাও।

প্রভাবতী। ক্যান্? আমি নিয়া যামু কিসের লাইগ্যা? তুই অর মায়ের প্যাটের ভাই। তুই সামে থাইক্যা বোনেরে আপনাই করতে

দিতাছিস মোছলমানের লগে, আর আমারে দেইখ্যা কইতাছিস্, খুড়িমা কেতীরে লইয়া যাও! ক্যান্, আমি লইয়া যামু ক্যান্? আমার কি দায় পড়েচে!

অবনী। তুমি কি কইতাছ গিন্নী! দীপু যদি তার বোনেরে মোছলমানের হাতে তুইল্যাই দিতে চায়, আমরা কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখুম? কেতীরে তুমি লইয়া যাও, চুলের গোছা ধইর‍্যা টানতে টানতে লইয়া যাও। দীপুরে আমরা পঞ্চায়েত বসাইয়া শাসন করুম। আর ওই মোছলমানের পোয়েও, হঃ, অর সাম্নে দাঁড়াইয়া অর মুখের উপরই কইয়া দিতাছি, অরেও আমরা ছাড়ুম না। আগোর লাইগ্যা দেশ-ভুঁই খোয়াইলাম, অখন জাত-ধর্ম্মও খোয়ামু না কি? লও অরে টাইনা। প্যাটে ধর নাই, মানুষ করছ ত!

প্রভাবতী আগাইয়া গিয়া কেতকীর গালে ঠোনা মারিতে মারিতে কহিল

প্রভাবতী। চল্, চল্ মুখপুড়ী, ঢেম্নী-মাগী, চল্ আমার লগে চল্।

সাধনা। ও কি করচেন আপনি! অমন করে ওকে মারচেন কেন?

প্রভাবতী। বেশ করতাছি গো, বেশ করতাছি। তুমি রা কাইরো না। চল্ চল্ হারামজাদী। তুমি সংয়ের মতোন খাড়া আছ ক্যান্? দিয়া দাও দু-ঘা ওই মোছলমানের পোরে। নিজে না পার অগোরে ডাক।

অবনী। অ কার্ত্তিক! কার্ত্তিক রে ভাই। কাণ্ডটা একবার দেইখ্যা যা।

প্রভাবতী। মাইয়া অখনো দাঁড়াইয়া। চল্, চল্ আমার লগে!

তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল

অবনী। অরে কাত্তিকারে, মোহইন্নারে, পরাইণ্যারে ডাইক্যা লইয়া আছি।

পিছনের দিকে যাইতে উদ্যত হইল

দীপক। কাউকেই ডাকবেন না, খুড়োমশাই।

অবনী। ডাকুম না! মোছলমান আইয়া ঘরের মাইয়্যা বাইর কইর‍্যা লইয়া যাইব, আর আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখুম? অরে কার্ত্তিক, মোহইন্নারে! আগাইয়া আয়রে, দেইখ্যা যা!

বলিতে বলিতে অবনী চলিয়া গেল

সাধনা। দীপক বাবু, ওদের গিয়ে শান্ত করুন। একি অকারণ হট্টগোল!

দীপক। আমি যাচ্ছি। আপনি জাহাঙ্গীরকে আপনার বৈঠকখানায় নিয়ে যান।

দীপক চলিয়া গেল

সাধনা। জাহাঙ্গীর, তুমি ভাই এস আমার সঙ্গে। এমন অকারণে ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে!

জাহাঙ্গীর। তবুও আপনারা বলবেন—সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু মুসলমানের চেয়ে উর্দ্ধতর স্তরে উঠেচে।

সাধনা। সে আলোচনা পরে করব জাহাঙ্গীর। তুমি এখন এস আমার সঙ্গে।

অনেকে। মার! মার ব্যাটারে! মার!

লাঠী, লোহার ডাণ্ডা, কুড়ুল লইয়া কার্ত্তিকের দল প্রবেশ করিল

সকলে। মার! মার!

কার্ত্তিক জাহাঙ্গীরকে মারিবার জন্য আঘাত হানিল

সাধনা। না, না!

লাঠীর আঘাত সাধনার মাথায় পড়িল

আ-আ!

আর্ত্তনাদ করিয়া সাধনা মাটিতে পড়িয়া গেল। দীপক ছুটিয়া আসিল

দীপক। কি করলে কার্ত্তিক দা! কাকে মারলে তুমি!

ভিড় ঠেলিয়া দীপক সাধনার কাছে বসিয়া পড়িল

সাধনা দেবী! সাধনা দেবী! কি সর্ব্বনাশ করলে তুমি, কার্ত্তিকদা।

কার্ত্তিক হাতের লাঠী ফেলিয়া দিল

অনেকে। অরে পলা, সব পলা। দাঁড়াইয়া থাকলে হাতে দড়ি পড়ব।

যেমন বেগে আসিয়াছিল, তেমন বেগেই চলিয়া গেল

কার্ত্তিক। ভাইত এ আমি কি করলাম!

ঝোপের ভিতর হইতে অবনী কহিল

অবনী। ঠিকই করচ। এইবারে তোমারে পুলিশে ধরাইয়া দিমু। তারপর দেখুম রাইমণি কোথায় যায়।

ঝোপ হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া চলিয়া গেল

কার্ত্তিক। দীপু ভাই, আমারে খুন কইর‍্যা ফ্যালো, ফাঁসীতে ঝুলাইয়া দাও, টুক্‌রা টুক্‌রা কইর‍্যা কাইট্যা ফ্যালো!

দীপক। জল! জাহাঙ্গীর, তুমি জল আনতে পার?

কার্ত্তিক। আমি আনতাছি।

দীপক। থাক্! তোমাকে কিছু করতে হবে না!

কার্ত্তিক। পালামু না দীপু, আমি কইতাছি আমি পালামু না। তুমি কও আমি জল আনি, কও যদি বুক চিইর‍্যা রক্ত ঢাইল্যা দি!

দীপক। তুমি চুপ কর কার্ত্তিক দা।

জাহাঙ্গীর। হাসপাতালে নিয়ে চলুন দীপকদা।

দীপক। ওঁর বাবাকে যে খবর দিতে হবে।

কার্ত্তিক। (আমি পারুম না। সেই বুইর‍্যা অন্ধরে কইতে পারুম না তার যে মাইয়্যা আমাগো আশ্রয় দিল, সেই মাইয়্যার মাথায় আমি লাঠী মারছি।)

জাহাঙ্গীর। চোট হয়ত বেশী লাগেনি দীপক দা।

দূরে প্রভাত ফেরীর গান শোনা গেল

দীপক। একি ভোর হয়ে গেল! এখুনি সবাই এসে পড়বে। ওর বাবাকে ডেকে আন জাহাঙ্গীর! ওই বাড়ী। মহিমবাবু বলে ডাকবে!

জাহাঙ্গীর উঠিল

কার্ত্তিক। ছাখ দীপু ভাই, চাইয়া ছাখ, চোখ মেইল্যা চাইতা আছেন।

জাহাঙ্গীর পুনরায় বসিল

দীপক। না, না, ওঠবার চেষ্টা করবেন না।

সাধনা উঠিতে উঠিতে কহিতে লাগিল

সাধনা। প্রভাত-ফেরীর দল এগিয়ে আসচে, আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিন।

দীপক। আপনি আহত।

সাধনা। ও কিছু নয়। আমার এই হাতখানা ধর জাহাঙ্গীর।

দীপক। আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

সাধনা। এই পরম মুহূর্ত্তে?

দুইজনের সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল

এই পরম মুহূর্ত্তে এই শুভ অনুষ্ঠান ত্যাগ করে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনা, দীপকবাবু। আমাকে ওই মঞ্চে বসিয়ে দিন।

দীপক। এ যে আমাদের দিয়ে অমানুষিক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন আপনি।

সাধনা। অনেক অমানুষিক কাজ করেচেন আপনারা। আজই তার শেষ হোক্। শেষ হয়ে যাক, আজকার এই শুভ প্রভাতে। এই পরম মুহূর্ত্তে ওই পতাকা না তুলে কোন কারণেই এখান থেকে এক পা নড়ব না আমি।

প্রভাত-ফেরীর দলের গান আরো কাছে শোনা গেল। দীপক দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে ডাকিতে লাগিল

দীপক। মহিমবাবু! মহিমবাবু!

সাধনা। জাহাঙ্গীর ভাই, দীপকবাবুকে চুপ করে থাকতে বলো।

জাহাঙ্গীর বাড়ীর দিকে গেল

কার্ত্তিক। আমি কি করুম ? এই পাপের প্রাচিত্তির করুম ক্যামনে ?

কার্ত্তিকের গায়ে হাত রাখিয়া সাধনা কহিল

সাধনা। চুপ করে বসে থাক।

কার্ত্তিক। যখন দেখলাম লাঠীর আগায় হাছেম আলির পোলাডা নাই, আপনে তারে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তখন আমি হাত ঘুরাইয়া লইতে চাইছিলাম।

সাধনা। তাই তুমি নিয়েছিলে কার্ত্তিক, নইলে আমার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেত। খুব বেশী লাগেনি।

দীপক দুয়ারে আঘাত দিতে দিতে ডাকিতে লাগিল

দীপক। মহিমবাবু! মহিমবাবু!

দুয়ার খুলিয়া মহিমবাবু দাশু বেয়ারাকে আশ্রয় করিয়া বাহির হইলেন

মহিম। এই যে ভাই এই আমি এসেচি। সাধনা!

দাশু। তিনি ওই যে বসে আছেন।

মহিম। নিয়ে চল আমাকে তার কাছে।

দাশু তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইল

দীপক। মহিমবাবু!

মহিম। সাধনার কথা বলবে ত!

দীপক। হ্যাঁ। তিনি—

মহিম। রাত থাকতে থাকতেই এসে বসে আছে ?

দীপক। না, না, তা নয় মহিমবাবু। তাঁর শরীরটা—

মহিম। আজকার এই উৎসবটা শেষ না হলে শরীরের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা ও কানে নেবে না। রাত শেষ হবার আগে এসে বসে আছে। থাকবেই ত। অন্ধ না হলে আমিও এসে বসে থাকতাম। একটু একটু করে অন্ধকার সরে যাচ্ছে, আর একটু একটু করে আলো ফুটে উঠচে; নব-যুগের আলো, নব-জীবনের আলো, নব-সৃষ্টি সূচনার আলো। দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু বুঝতে পারছি।

দাশু। এই যে দিদিমণি এইখানে।

মহিম। সব আয়োজন ঠিক্-ঠিক্ হয়েচে, মা?

সাধনা। হয়েচে, বাবা।

দীপক। ব্যর্থ! ব্যর্থ সব আয়োজন।

সাধনা। তাই যদি মনে করেন দীপক বাবু, এখানে চেঁচামেচি করে আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাবেন না। জানবেন, যে প্রভাত পলে পলে এগিয়ে আসচে, আমরা রুদ্ধ শ্বাসে তারই অপেক্ষা করচি।

মহিম। পতাকাটি এমনই সময় তুলতে হবে মা, যাতে করে সূর্য্যের প্রথম রশ্মিটি তাতে পড়তে পারে।

সাধনা। তাই হবে বাবা।

প্রভাত ফেরীর দল প্রবেশ করিল।

মহিম। ওদের বলে দাও মা, ঠিক কখন জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে হবে।

সাধনা। ওরা তা জানে, বাবা।

মহিম। (প্রার্থনা করতে হবে স্বাধীনতা দিবসের এই নতুন আলো আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর করুক, সব কলুষ নাশ করুক।)

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, তাই হবে আজকার একমাত্র প্রার্থনা।

মহিম। কি হয়েচে মা? মনে হচ্ছে তোর কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসচে। মন বুঝি ছুটে গেছে অনাগত ভবিষ্যতের পানে।

হাত বাড়াইয়া সাধনাকে স্পর্শ করিলেন।

এই ত কাছেই রয়েচিস, মা। কখনো দূরে থাকিসনি। আমি কাজে নেমেছি, তুই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস। আমি জেলে গিয়েচি, তুই আমার কাজের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিস। তারপর তুইও জেলে গিয়েছিস। একি মা! তুই কাঁদচিস্! তোর চোখের জলে আমার হাত ভিজে যাচ্ছে।

দীপক। চোখের জল নয় মহিমবাবু, ও রক্ত, রক্ত!

মহিম। রক্ত! গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়চে!

কার্ত্তিক। আমারে মাইর‍্যা ফেলেন কত্তা, আমিই লাঠী মারছি।

মহিম। তুমি! লাঠী মেরেচ! লাঠী মেরেচ আমার মায়ের মাথায়, যে তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। দীপক! এ সব কী দীপক। তোমাদের তখন পুলিশে না দিয়ে আশ্রয় দিয়েচি। পুলিশ! পুলিশ!

অনিমেষ অগ্রসর হইয়া কহিল

অনিমেষ। পুলিশ আমি নিয়ে এসেচি।

মহিম। অনিমেষ! দাও এদের সব ধরিয়ে। আমার মেয়ের মাথায় লাঠী মেরেচে! ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে চল সাধনাকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে যাই।

অনিমেষ। এই যে ইন্‌সপেক্টার রায় তাঁর লোকজন নিয়ে এসে পড়েচেন।

মহিম। সব কটাকে বেঁধে ফ্যাল ইন্‌স্‌পেক্টার। কাউকে ছেড় না, কাউকে না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। দেখুন ত তখন আত্মায় বলে কাছে রেখে দিয়ে কী কাণ্ড বাধালেন।

মহিম। ভুল করেছিলাম ইন্‌স্‌পেক্টর, আমি স্বীকার করচি আমি ভুল করেছিলাম। এখন তুমি তোমার কাজ কর। অনিমেষ, সাধনাকে নিয়ে চল।

অনিমেষ। এ কী সাধনা! তোমার দেহ বয়ে রক্ত ঝরচে!

ইন্‌স্‌পেক্টার। কে করলে একাজ বলুন ত।

অবনী। ওই খুনে কার্ত্তিকডা করল হুজুর, আমি হাচা কথা কইতাছি হুজুর।

অনিমেষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লোকটা। পাকা ক্রিমিন্যাল ও।

অবনী। আর হাছেম আলির ওই পোলাডা হুজুর। অরেও বাইধয়া ফেলুম হুজুর। আমাগো মাইয়্যা ছিনাইয়া লইবার লাইগ্যা প্যাকিস্তান হইতে পিছু লইছে হুজুর।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বল কি!

অবনী। হাচা কথা কইতাছি হুজুর।

মহিম। অনিমেষ, চল আমরা সাধনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই, হাসপাতালে যাই। সাধনা!

সাধনা। তুমিও বাবা, এই পরম মুহুর্ত্তটি, তুমিও বিফলে যেতে দেবে বাবা!

মহিম। ওরে তোকে যে বাঁচাতে হবে।

সাধনা। এখুনি সূর্য্য উঠবে। তুমি অনুমতি দাও আমি পতাকা তুলি। গাও তোমরা মুক্তির গান।

প্রভাত-ফেরীর দল জাতীয় সঙ্গীত গাহিল

মহিম। না, না, গান তোমরা গেয়োনা। অনিমেষ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে চল।

অনিমেষ। সাধনা, এ পাগলামো তুমি করো না সাধনা।

দীপক। যা সত্যিই সার্থক হয়নি, তাকে সার্থক বলে প্রমাণ করবার এ দুশ্চেষ্টা আপনি করবেন না, সাধনা দেবী।

মহিম। ব্যর্থ! সবই ব্যর্থ হয়ে গেল যখন, তখন আর এ উৎসব কেন, সাধনা?

সাধনা। কি ব্যর্থ হলো বাবা? স্বাধীনতা? তা কখনো ব্যর্থ হয়?

মহিম। বিভক্ত ভারত এই স্বাধীনতাকেও ব্যর্থ করে দিল, মা। পারলাম না ত শান্তিতে এই উৎসব পালন করতে। এল বাস্তুত্যাগীরা তাদের দুঃখ নিয়ে, তাদের অভিযোগ নিয়ে···এল অহেতুক হিংসা তীক্ষ্ণ নখর বিস্তার করে, বয়ে চল্ল আবারো রক্তের ধারা।

সাধনা। তবুও, বাবা, তবুও এই পনেরোই আগষ্ট তারিখের এই পরম মুহূর্ত্তটিকে আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করচি এই বিশ্বাস নিয়েই যে নব-লব্ধ স্বাধীনতা আমাদের যে শক্তি দেবে তার জোরে সকল অকল্যাণকে আমরা দূর করতে পারব। আজ সকলের সব অবিশ্বাস দূর করবার জন্য পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে কবি-গুরুর এই বাণীই কণ্ঠে তুলে নোব যে,—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাণো পাপ, সে বিশ্বাস

শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘ-মুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।

পতাকা তুলিতে তুলিতে কহিল

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়, জয়…জয়—জয়রে—

বলিতে বলিতে সাধনা ঘুরিয়া লুটাইয়া পড়িল

অনিমেষ। সাধনা!

ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল

দীপক। সাধনা দেবী!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল

মহিম। কি হোলো অনিমেষ? আমার মা—আমার সাধনা—

দীপক। শেষ? সব শেষ?

মহিম। শেষ? কী শেষ বলচ তুমি! শেষ? আমার সাধনা—শেষ! না না; শেষ নয়! শেষ নয়! শেষ হতে পারে না। আমার সাধনা, আমার জাতির সাধনা, শেষ হতে পারে না। এইমাত্র আমার মা—আমাদের সকলকে শুনিয়ে বল্লে—

জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়

জাহাঙ্গীর। না, না, সবই হয়ত শেষ হয়নি...ওঁর ঠোঁট নড়চে, চোখের পাতা দুটি কাঁপচে...

কার্ত্তিক। ওই চোখ মেইল্যা চাইতাছেন দেবী!

মহিম। জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়।

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়।

ইন্‌স্পেক্টার। মহিমবাবু!

মহিম। কে?

ইন্‌স্পেক্টর। আসামীদের আমি থানায় নিয়ে যেতে চাই।

মহিম। তুচ্ছ! তুচ্ছ কথা ইন্‌স্পেক্টার। হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, হানাহানি, সবই এখন তুচ্ছ। এই পরম মুহূর্ত্তের চরম কথা—"মানব-অভ্যুদয় মানব-অভ্যুদয়।

সাধনা। জয়, জয়, জয় রে মানব-অভ্যুদয়
জয়, জয়, জয় রে!

প্রভাতফেরীর দল জাতীয় সঙ্গীত গাহিল

প্রভাতফেরীর দল। জয় হে! জয় হে!
জয় জয় জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জনগণমন অধিনায়ক
জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা।

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬